KAYASTHA ETHNOLOGY

BY

NAGENDRA NATH VASU M.R.A.S.

Mem. Phil. Com. Asiatic Society of Bengal,
Editor of Visvakosha, and author of Castes and Sects of Bengal,
Mayurabhanja Archaeological Survey Reports and
Modern Buddhism in Orissa &c. &c.

কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়

৺বিশ্বকোষ ও বিবিধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ-প্রণেতা
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি প্রণীত

কলিকাতা
২০নং কাঁটাপুকুর, বাগ্‌বাজার, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(নূতন সংস্করণ).

২১।০ [illegible] ষ্ট্রীট, বাগ্‌বাজার, কলিকাতা,
বিশ্বকোষ-প্রেসে
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত
১৩২০

মূল্য ১।০ [illegible]]　　　[[illegible]

বক্তব্য

১৩০৫ সালে এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হয়। সে সময়ে কায়স্থসমাজ অনেকটা শিথিল-প্রযত্ন ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাতই সে সময় পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। বঙ্গের জাতীয়-ইতিহাসের কায়স্থকাণ্ড প্রকাশিত হইলে তাহার পরিশিষ্টস্বরূপ এই অংশ প্রকাশিত করা হইবে, প্রথম এই অভিপ্রায়েই "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" মুদ্রিত হইতেছিল। সেন্সাস্ উপলক্ষে যখন কলিকাতার মিউনিসিপাল সভায় জাতিবিচারের বিতণ্ডা উপস্থিত হয়, তৎপূর্ব্বেই "বর্ণনির্ণয়ে"র মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হইয়া যায়। সেই সময়ে সর্ব্বত্র জাতীয়-আন্দোলন উপস্থিত হওয়ায় ও সকল সমাজেই স্ব স্ব জাতি বর্ণনির্ণয়ের আগ্রহ দেখিয়া আমার একজন খ্যাতনামা বৈদ্যবন্ধু মুদ্রিত "বর্ণনির্ণয়" অবিলম্বে প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি সেই বন্ধুবরের অনুরোধে ইহা যে অবস্থায় মুদ্রিত ছিল, সেই অবস্থায়ই প্রকাশিত করিয়াছিলাম, বেশীর ভাগ মুখবন্ধ মাত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছিল। সুতরাং এই অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্রগ্রন্থ কায়স্থসমাজের উপযোগী হইবে বলিয়া তখন আশাও করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ সুবৃহৎ "কায়স্থকাণ্ডে" বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের বিবরণ সবিস্তারে প্রকাশিত হইবে বলিয়া "বর্ণ-নির্ণয়" মধ্যে এ সম্বন্ধে কোন কথা লেখা আবশ্যক মনে হয় নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় সেই অসম্পূর্ণ প্রথম সংস্করণ অল্প দিনমধ্যেই নিঃশেষিত হইল। তখন বহু বন্ধুবান্ধবের আগ্রহে ইহা ২য় বার প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। "বর্ণনির্ণয়" প্রকাশের পর দুই বর্ষ ধরিয়া সমাজে যথেষ্ট আন্দোলন চলিয়াছে। কায়স্থজাতির বর্ণসম্বন্ধে বহু পুস্তক এবং সমালোচনা প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। অভিজ্ঞ কায়স্থমাত্রেরই নিঃসন্দেহ ধারণা হইয়াছে যে, কায়স্থজাতি দ্বিতীয় বর্ণান্তর্গত;—কোন হীন বর্ণান্তর্গত নহে। এই কায়স্থের বর্ণনির্ণয় হইতে যে সে ধারণা অনেকটা প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা নানা সভাসমিতির কার্য্যবিবরণী ও অল্প সময়মধ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের বহুল প্রচার হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ চিত্রগুপ্ত-সন্তান, চিত্রগুপ্তের যে ক্ষত্রিয় বর্ণ, ইহা কায়স্থসভার মুখপত্র কায়স্থপত্রিকায় প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এ গ্রন্থে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা এই গ্রন্থে দেখাইয়াছি যে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তসন্তান এবং নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। বঙ্গবাসী শ্রেষ্ঠ কায়স্থগণের আদি-পুরুষগণও যে উত্তরপশ্চিম প্রভৃতি প্রদেশ হইতে এ দেশে আসিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন ও প্রকাশ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে সাধারণের ধারণা ছিল যে, পঞ্চকায়স্থ কনোজ হইতে এখানে আসিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন অপর সকলেই খাঁটী বঙ্গদেশীয়। যে পাঁচজন এ দেশে আসেন,

তাঁহারা প্রত্যেকে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় কোন্ কোন্ শাখাভুক্ত ছিলেন, তাহাও অনেকে জানিতেন না। এইরূপে সম্বন্ধপরিচয় জানা না থাকায় উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় কায়স্থ-মহাসভায় বঙ্গীয় কায়স্থগণ গৃহীত হইতে পারেন নাই। এমন কি, এ দেশীয় বহু কায়স্থের বিশ্বাস হইয়াছে যে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের সহিত এ দেশীয়দিগের যতদিন না প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণীত হইতেছে, ততদিন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় এ দেশীয় কায়স্থগণকে কেহই ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিবেন না এবং এ দেশীয় কায়স্থগণও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়াচার-গ্রহণে সমর্থ হইবেন না। সাধারণের এই কৌতূহল পরিতৃপ্তি করিবার জন্য অনেকেই আমাকে বঙ্গীয় চারিশ্রেণীস্থ কুলীন মৌলিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কায়স্থের আদিকুল-পরিচয় প্রকাশ করিবার জন্য আদেশ করেন। জাতীয় ইতিহাসের কায়স্থকাণ্ড শীঘ্র প্রকাশ করিয়া স্বজাতির আদেশ প্রতি-পালন করিব, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বঙ্গের নানাস্থান হইতে যেরূপ ভূরি ভূরি প্রাচীন কুলগ্রন্থ সংগৃহীত হইতেছে ও নানাস্থানে যেরূপ প্রাচীন কুলগ্রন্থের সন্ধান পাইতেছি, তাহাতে সমস্ত কুলগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার সারসঙ্কলন প্রকাশ অল্প সময়ের কাজ নহে। এখন তাড়াতাড়ি করিলে নানা বিষয়ে অঙ্গহীন হইবারও সম্ভাবনা। এই সকল কারণে সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য বর্ত্তমান সংস্করণের শেষাংশে বঙ্গীয় কায়স্থ-শ্রেণিচতুষ্টয়ের আদি পরিচয় অতি-সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বঙ্গদেশীয় কি কুলীন, কি মৌলিক, অধিকাংশ কায়স্থেরই আদিপুরুষগণ উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে এদেশে আগমন করিয়াছেন, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ক্ষত্রিয়াচারবিশিষ্ট যে সকল কায়স্থ-সন্তান আছেন, সম্পর্কে এ দেশীয় বিশুদ্ধ কায়স্থগণ তাঁহাদেরই জ্ঞাতি হইতেছেন।

বৃহৎ কায়স্থকাণ্ডে সমস্ত কুলবিবরণ আলোচিত হইবে বলিয়াই বর্ত্তমান পুস্তকে সকল কুলগ্রন্থ উদ্ধৃত হইল না এবং বাহুল্য বোধে নিরস্ত হইলাম। তবে প্রাচীন কুলগ্রন্থ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, প্রাচীন ও প্রামাণিক কুলগ্রন্থ বিষয়ে আমাদের কায়স্থসমাজ এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞ;—নিতান্ত আধুনিক দুই একখানি কুলগ্রন্থ মাত্র সাধারণের নয়নপথে পতিত হইয়াছে। আধুনিক কুলগ্রন্থকারগণ অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, তাঁহারা কায়স্থের খ্যাতি মর্য্যাদা জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেও স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অনুবর্ত্তী হইয়া কায়স্থের শূদ্রত্বখ্যাপনে বিরত হন নাই। এমন কি, অনেকে অপূর্ব্ব গল্প রচনা করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রত্বলোপ ও শূদ্রত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কুলশাস্ত্র-সমূহ আলোচনা করিয়া অবগত হইয়াছি যে, বঙ্গীয় কায়স্থের আদিপুরুষগণ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সংস্কার ও রীতিনীতি সঙ্গে লইয়াই এ দেশে আসিয়াছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গের তান্ত্রিকতার প্রভাবে তাঁহাদের বংশধরগণ সেই সনাতন আচার-ব্যবহারাদি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন!

প্রাচীন কুলগ্রন্থ হইতে আমরা ইহাও বুঝিতেছি যে, বঙ্গীয় কায়স্থশ্রেণীচতুষ্টয়ের আদি-পুরুষগণ একই সময়ে এ দেশে আগমন করেন নাই। যে সময়ে দক্ষিণ, তিথিদেবা, বীতরাগ,

সুধানিধি ও সৌভরি এই পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূরের সভায় আহূত হন, তাঁহার বহু পরে সৌকালিন সোম ঘোষ, বাৎস্য অনাদিবর সিংহ, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম দাস, কাশ্যপ দেবদত্ত ও বিশ্বামিত্র সুদর্শন মিত্র এই পঞ্চজন মাত্র আসিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলবিবরণ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ৬৫৪ শকে=৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণ আনিবার চেষ্টা করেন, এবং ৬৭৫ হইতে ৬৭৭ শকের মধ্যে তাঁহারা আদিশূরের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।* কিন্তু ৮০৪ শকে উক্ত পঞ্চকায়স্থ আগমন করেন। তৎপরে শাণ্ডিল্য ঘোষ, কাশ্যপ দাস, ভরদ্বাজ সিংহ ও কর আসিয়া মিলিত হন। তাঁহারা সকলেই উত্তররাঢ়বাসী। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ ঘোষ, মিত্র, সিংহ দত্ত ও দাসবংশ উক্ত পঞ্চ কায়স্থেরই বংশধর। তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে যাহারা ৯৯৪ শকে দক্ষিণরাঢ়ে আসিয়া বাস করিলা তাঁহারা প্রথমে দক্ষিণরাঢ়ীয় এবং ১০০১ শকে শ্যামলবর্ম্মা বা গৌড়াধিপ বল্লালসেনের সময় তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বাস করেন, তাঁহাদের সন্তানগণ বঙ্গজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

মিশ্র বাচস্পতির "বঙ্গজকুলজীসারসংগ্রহে" লিখিত আছে,—

"নবশত চৌরানই শক পরিমাণে। আইলেন দ্বিজগণ রাজ সন্নিধানে॥
পঞ্চকায়স্থ সঙ্গে আরোহণ গোযানে। সম্মানপূর্ব্বকে কুল রাখিলা সর্ব্বজনে॥"

বারেন্দ্র কায়স্থগণও ৯৯৪ শকের বহু পূর্ব্বেই এদেশে আসিয়াছিলেন। বারেন্দ্র ঢাকুরে লিখিত হইয়াছে।

"যাহার বিংশতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা। নবম চুরানই শকে ছিল না একদা॥" (ঢাকুর)

উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে ৯৯৪ শকে বল্লালী কুলমর্য্যাদা প্রচলিত হয় নাই। ঐ সময় বারেন্দ্র কএক ঘরের ২০ পর্য্যায় চলিতেছিল।

ঢাকুর হইতে জানা যায় যে, সৌপায়ন গোত্রীয় নাগ, বাৎস্য সিংহ, মৌদ্গল্য দত্ত ও আলম্যান দেব এই চারিঘরের আদিপুরুষ ৯৯৪ শকে চিহ্নিত হইলেও বারেন্দ্রপ্রধান অত্রিগোত্রীয় দাস, কাশ্যপ নন্দী ও গৌতম চাকি এই তিনবংশের আদিপুরুষ তাহারও বহুপূর্ব্বে এ দেশে আগমন করেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্তের পর্য্যায় আলোচনা করিলেও আবার স্বীকার করিতে হইবে যে, পুরুষোত্তম দত্ত ৯৯৪ শকের পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ শকে মৌদ্গল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্তবংশ এবং সেই সঙ্গে ঘোষ, বসু, মিত্র ও গুহের আদিপুরুষ দক্ষিণরাঢ়ে বাস করিয়া দক্ষিণরাঢ়ী হইয়াছিলেন। বঙ্গজ কায়স্থ-কারিকায় যে ২৭ ঘরের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে পঞ্চগোত্র ৯৯৪ শকে ও অপর সকলে তাহার পূর্ব্বে দক্ষিণরাঢ়ে ও বঙ্গে আসিয়া রাজানুগ্রহ লাভ করেন।

উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থগণ কখন দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। কেবল দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের কুলীন তিন ঘর মতান্তরে চারিঘর বিনয়প্রকাশক দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এই

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্রেণির আদি কায়স্থগণ যখন এ দেশে আগমন করেন, তখন দক্ষিণরাঢ়ে যথেষ্ট ব্রাহ্মণ প্রভাব ঘটিয়াছিল, কিন্তু তৎকালে উত্তররাঢ়ে, বঙ্গে বা বারেন্দ্রে সেরূপ ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপিত হয় নাই। বিশেষতঃ দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থের পূর্ব্বপুরুষগণ কনোজাগত ব্রাহ্মণগণের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এই শিষ্যত্বনিবন্ধন আনুগত্য-প্রযুক্ত 'ব্রাহ্মণের দাস' বলিয়া পরিচয় দেওয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের পক্ষে কিছু দোষাবহ বা হীনজাতিত্বের পরিচায়ক নহে। "বিপ্রস্য কিঙ্করো ভূপঃ বৈশ্যো ভূপস্য কিঙ্করঃ" ইত্যাদি পুরাণবচনদ্বারা ক্ষত্রিয় মাত্রেরই ব্রাহ্মণের নিকট আনুগত্য স্বীকারের ব্যবস্থা রহিয়াছে। দেববিপ্রভক্ত কায়স্থগণ সেইরূপ আনুগত্য বা ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন মাত্র, তাহা উদ্ধৃত কুলগ্রন্থের বচন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

উপসংহারে প্রকাশ করিতেছি যে, এ দেশীয় চারিশ্রেণির শ্রেষ্ঠ কুলীন ও মৌলিকগণ সকলেই উপনিবেশী; তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চল হইতেই এ দেশে আসিয়াছিলেন এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন কায়স্থশাখার ন্যায় তাঁহারাও শ্রীবাস্তব, শকসেন, সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ, করণ বা শ্রীকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন শাখাভুক্ত।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের কায়স্থকাণ্ড মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই প্রথমাংশ প্রকাশিত হইবে, তাহাতে এ সম্বন্ধে বহু কথাই আলোচিত হইয়াছে।

বিশ্বকোষ-কুটীর
২১৷৩ শাম্বিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগ্‌বাজার কলিকাতা।
১লা আশ্বিন, ১৩২০

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

সূচীপত্র

কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়।

সমগ্র ভারতবর্ষে, হিন্দুপ্রধান সকল স্থানেই, কায়স্থ-জাতির বাস। আচারনিষ্ঠায়, সৎকর্ম্মশীলতায়, পাণ্ডিত্যে এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পরই, এই প্রসিদ্ধ জাতির সামাজিক আসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তথাপি ভারতের কায়স্থনিবাসভূত সকল স্থানেই এই কায়স্থজাতির উৎপত্তি ও প্রকৃত বর্ণ লইয়া বহুদিন হইতে বিস্তর বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে।

এই জাতিকে কেহ শূদ্র, কেহ অন্ত্যজ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিতে চান, আবার কেহ বা স্বতন্ত্র পঞ্চম বর্ণ বলিয়াও অপূর্ব্ব মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বলিতে কি, ঐ সকল লেখকগণ কেহই নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই, অথবা তাঁহারা ভারতীয় কায়স্থসমাজের পূর্ব্বাপর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার অবকাশ পান নাই। বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত এই কায়স্থকে লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে,—তাহাতে সমাজে অনেক সময় বিপ্লব ঘটিবার সূত্রপাত হইয়াছে এবং সময়ে সময়ে সমাজে শান্তিস্থাপন করিবার জন্য হিন্দু ও মুসলমান-নৃপতি-দিগকেও হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। সেই বিপ্লবের কাহিনী সমাজের ইতিহাসে অজ্ঞাত থাকিবার নহে; সভ্যতার ইতিহাস হইতে সে অধ্যায় তুলিয়া ফেলা যায় না।

কায়স্থজাতিকে লইয়া ভাবতময় আন্দোলন চলিতে দেখিয়া দশ বৎসরের অধিক হইল, বিশ্বকোষে* আমরা কায়স্থের প্রকৃত বর্ণ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলাম; তখনও কায়স্থজাতির বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার সময় হয় নাই ভাবিয়া, অনেক কথা লিখিতে বিরত হইয়াছিলাম। কিন্তু বিশ্বকোষে "কায়স্থ" শব্দ প্রকাশিত হইবার পর ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি অনেক উচ্চ জাতিই কায়স্থজাতির বিস্তৃত ইতিহাস দেখিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন†। তখন হইতে কায়স্থজাতির সামাজিক ইতিহাসের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছিলাম। তাহারই ফল—আজ আবার দশ বর্ষ পরে কায়স্থতত্ত্ব-অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়াছি।

এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বপক্ষের মত জানা আবশ্যক। প্রথমে দেখা উচিত, যাঁহারা কায়স্থকে শূদ্র, অন্ত্যজ, অথবা পঞ্চম বর্ণ বলিতে অভিলাষী, তাঁহাদের যুক্তি কিরূপ? এবং তাহা কতদূর শাস্ত্রসঙ্গত?

---

* বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ "কায়স্থ" শব্দ দ্রষ্টব্য।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ ১মাংশে মুখবন্ধ ।০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শূদ্রবাদীর উক্তি।

যাঁহারা কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের যুক্তি এই—

১ম—স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এ দেশীয় কায়স্থগণকে 'সচ্ছূদ্র' মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই—

"সচ্ছূদ্রাণাঞ্চ দাসকরণে বসুঘোষাদিকুল-পদ্ধতিযুক্ত-নামত্ব বোধ্যং।" (উদ্বাহতত্ত্ব)*

অর্থাৎ বসুঘোষাদি উপাধিযুক্ত কায়স্থগণই প্রকৃত প্রস্তাবে সচ্ছূদ্র।—সচ্ছূদ্র বলিবার কারণ এই, রঘুনন্দনের মতে এখন কলিতে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রজাতি আছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই।

২য়—বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিতে কায়স্থের উল্লেখ থাকিলেও কায়স্থ কোন্ বর্ণ, এ সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায় না। এই মাত্র জানা যায়, কায়স্থেরা রাজসভায় বসিয়া লিখিত। ধার্ম্মিক ও সদ্বংশজাত শূদ্রগণও রাজসভায় বসিতে পাইত। ইত্যাদি কারণে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়া থাকেন, কায়স্থ কেন না শূদ্র হইবে?

৩য়—ঔশনস নামক ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ কুম্ভকারঃ প্রজায়তে।
কুলালবৃত্ত্যা জীবেত নাপিতা বা ভবন্ত্যতঃ॥
সূতকে প্রেতকে চৈব দীক্ষাকালেঽথ বাপনম্।
নাভেরূর্দ্ধন্তু বপনং তস্মান্নাপিত উচ্যতে।
কায়স্থ ইতি জীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ।
কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথ কৃন্তনম্।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"

(ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্র ৩২-৩৪ শ্লোক)

ব্রাহ্মণ হইতে গোপনে বৈশ্যাতে কুম্ভকার জন্মিয়াছে। কুলালবৃত্তি দ্বারা তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। নাপিতগণেরও এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছে। জাতকর্ম্মে, মৃতাশৌচে, দীক্ষাকালে ও চূড়াকরণে ক্ষৌর করাই ইহাদের কার্য্য। নাভির ঊর্দ্ধভাগে ক্ষৌর করে বলিয়া নাপিত নাম হইয়াছে। কায়স্থও এইরূপে জীবন যাপন ও ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে। কাক হইতেও লোলুপ, যম হইতে ক্রূর, স্থপতির কৃন্তন†। এই তিনের আদ্যাক্ষর লইয়া কায়স্থ এই নাম হইয়াছে।

এখানে কুম্ভকার ও নাপিতের সহিত কায়স্থের উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া মনে করিয়াছেন।

* শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্বেও রঘুনন্দন লিখিয়াছেন,—
"শূদ্রাদীনাং দাসকরণে বসুঘোষাদিকপদ্ধতিযুক্তনামকরণম্।"

† কৃন্তন—পোঁচাইয়া কাটা।

৪র্থ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে—

"কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতম্।
তত্র নাস্তি কৃপা তস্য দন্তাভাবেন কেবলম্॥
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ কায়স্থশ্চ ব্রজেশ্বরঃ।
নরেষু মধ্যে তে ধূর্ত্তাঃ কৃপাহীনা মহীতলে॥
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং তেষাঞ্চ নাস্তি সাদরম্।
শতেষু সজ্জনঃ সোঽপি কায়স্থো নেতরৌ চ তৌ॥"

(জন্মখণ্ড ৮৪।২৩০-২৩২)

কায়স্থ গর্ভাবস্থানকালে তাহার জননীর মাংস যে ভক্ষণ করে না, তদ্বিষয়ে তাহার কোনই কৃপা দেখা যায় না। উহা কেবল দন্তাভাব-হেতুই করিয়া উঠিতে পারে না। হে ব্রজেশ্বর! মনুষ্যের মধ্যে স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক্ ও কায়স্থজাতির তুল্য ধূর্ত্ত ও দয়াহীন জগতে আর নাই। তাহাদের হৃদয় ক্ষুরধার-সদৃশ, তাহাদের সমাদর নাই। কায়স্থের শত ব্যক্তির মধ্যে একজন সজ্জন হইতে পারে, কিন্তু স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিক এই দুই জাতির মধ্যে কেহই সজ্জন হইতে পারে না।

৫ম—স্মার্ত্ত কমলাকর ভট্টবিরচিত শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে এইরূপ এক কায়স্থের উৎপত্তি-নির্ণয় করিয়াছেন,—

"মাহিষ্যবনিতাসূনুর্বৈদেহাদ্যঃ প্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্তস্তস্য কর্ম্ম বিধীয়তে॥
ক্ষত্রাদ্বৈশ্যায়াং মাহিষ্যো বৈশ্যাদ্বিপ্রাজো বৈদেহঃ।
লিপীনাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ॥
গণকত্বং বিচিত্রত্বঞ্চ বীজপাটীপ্রভেদতঃ।
অধমঃ শূদ্রজাতিভ্যঃ পঞ্চসংস্কারবানসৌ।
চাতুর্বর্ণ্যস্য সেবাং হি লিপিলেখনসাধনম্।
ব্যবসায়শিল্পকর্ম্ম তজ্জীবনমুদাহৃতম্॥
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ বস্ত্রধারণমন্ত্রসা।
স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থাদ্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥"

বৈদেহের ঔরসে মাহিষ্যপত্নীর গর্ভে যে জন্মিয়াছে, সেই কায়স্থ। তাহাদের কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাগর্ভে মাহিষ্য এবং বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদেহের

ধর্ম। দেশজাত লিপির লেখন, গণনা, শিল্প, বীজাদি প্রভেদকরণ ও বপন, চারিবর্ণের সেবা এবং লিপিলেখন সাধন ইত্যাদি পঞ্চসংস্কারই অধম শূদ্রজাতির জীবনোপায়। কায়স্থাদি শিখা, যজ্ঞোপবীত ও রক্তবস্ত্রধারণ এবং দেবতাস্পর্শন পরিত্যাগ করিবে।

কমলাকরের উক্ত বচনদৃষ্টেও কায়স্থকে কেহ কেহ শূদ্রজাতিভুক্ত করিতে প্রয়াসী।

ষষ্ঠ—এতদ্ভিন্ন—‘করণ’ কায়স্থের একটী নামান্তর। কোন কোন স্মৃতিতে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে এক করণের উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদ্দৃষ্টেও কেহ কেহ কায়স্থকে শূদ্র মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

অন্ত্যজ-বাদীর মত।

যাঁহারা আবার বেশী দূর অগ্রসর হইয়া কায়স্থকে “অন্ত্যজ” করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের একমাত্র ভিত্তি এ দেশের ছাপা ব্যাসসংহিতা। এই মুদ্রিত ব্যাসসংহিতায় এইরূপ আছে—

“বর্দ্ধকীনাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ॥
বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকারকুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদচণ্ডালদাসশ্বপচকোলকাঃ॥
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্॥”

(মুদ্রিত ব্যাস * ১।২০-২২)

অর্থাৎ বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, ‘কায়স্থ’, মালাকার, কুটুম্বী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোল এবং যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে, ইহারা সকলেই অন্ত্যজ। ঐ সকল অন্ত্যজ জাতির সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়, উঁহাদিগকে দেখিলেই সূর্য্যদর্শন করা উচিত।

পঞ্চম বর্ণ-বাদীর মত।

যাঁহারা কায়স্থকে পঞ্চমবর্ণ বলিতে উদ্যত,—তাঁহাদের বিশ্বাস, যখন স্পষ্ট স্মৃতিশাস্ত্রে কায়স্থের বর্ণনির্দ্দেশ নাই, অথচ কায়স্থের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্ত যখন স্বতন্ত্র ব্রহ্মার কায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, তখন কায়স্থকে কেনই বা না পঞ্চমবর্ণ বলিব?

উক্ত তিনটী মতের সমালোচনা।

যাঁহারা কায়স্থকে শূদ্র বলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা স্মৃতি ও পুরাণবর্ণিত কায়স্থকে ঠিক শূদ্র বলিতে পারা যায় না। ১ম স্মার্ত্ত রঘুনন্দন দেশাচার দেখিয়া কায়স্থকে শূদ্র বা ‘সচ্ছূদ্র’ স্থির করিলেও, তাঁহার উক্তি এখনকার পক্ষে অনেকটা খাটিলেও,

* প্রথমে ৺ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর এই সংহিতা মুদ্রিত করেন, তৎপরে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে অবিকল প্রকাশিত হইয়াছে। এই উভয় সংস্করণেই ব্যাসের প্রকৃত বচন মুদ্রিত হয় নাই। ইহার সমালোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

উহা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত নহে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ক্ষত্রিয়ান্তক মহাপদ্ম নন্দের পর ভারত একবারে নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল, সুতরাং অন্যত্রও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দ্বিজাতিত্ব লোপ হইয়াছিল। কাজেই তিনি স্থির করিলেন, এখন কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণ আছে, অন্য বর্ণ নাই। শূদ্র বলিলে নাপিত, গোপ ইত্যাদি জাতিই বুঝাইত। অথচ স্মার্ত্ত জানিতেন, নাপিত, গোপ প্রভৃতি শূদ্র জাতি অপেক্ষা কায়স্থ জাতি আভিজাত্যে অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত। সেই জন্যই তিনি কায়স্থের 'সচ্ছূদ্র' এই সংজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক, সচ্ছূদ্র বলিলে এক সময়ে খাঁটী শূদ্রকেই বুঝাইত।

শূদ্রাদেব তু শূদ্রায়াং জাতঃ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।
দ্বিজশুশ্রূষণপরঃ পাকযজ্ঞপরায়ণঃ॥
সচ্ছূদ্রং তং বিজানীয়াদসচ্ছূদ্রস্ততোঽন্যথা।"

(ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্র ৪০ শ্লোক)

শূদ্র হইতে শূদ্রার গর্ভে জাত যে শূদ্র, তাহাকেই প্রকৃত সচ্ছূদ্র বলা যায়। সে দ্বিজ-শুশ্রূষা ও পাকযজ্ঞ অবলম্বন করিবে। এতদ্ভিন্ন অপর সকলে অসচ্ছূদ্র।

মন্বাদির মতে—নাপিত, দাস, গোপ ইহারাই প্রকৃত শূদ্র, এমন কি ব্রাহ্মণেও ইহাদের অন্ন ভোজন করিলে দূষিত হইতেন না। এরূপ স্থলে নাপিতাদিই যখন প্রকৃত প্রস্তাবে সচ্ছূদ্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, তখন এই সকল জাতি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও সমাজে উন্নত কায়স্থ কিরূপে সচ্ছূদ্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে?

রঘুনন্দন ভারতের অন্যান্য দেশের আচার ব্যবহার ও বর্ণব্যবস্থা বোধ হয় পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই, তাহা হইলে তিনি কেবল দুইটী মাত্র বর্ণ স্বীকার করিতেন না। বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই অদ্যাপি চারিবর্ণ রহিয়াছে, সুতরাং এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন *।

ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থের প্রকারের পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে, উহা দ্বারা কায়স্থের বর্ণ ও জাতিনির্ণয় করা যায় না। উশনা বরং অন্যস্থলে (নীতিশাস্ত্রে) কায়স্থের বর্ণ নির্ণয় করিয়াছেন; তদ্দ্বারা কায়স্থকে কুম্ভকার বা নাপিতের সমশ্রেণীস্থ বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না। যথাস্থানে উশনার মত আলোচিত হইয়াছে।

ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও কায়স্থ-চরিত্রের তীব্র সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও কোন-ক্রমে কায়স্থের জাতি বা বর্ণ নির্ণীত হইতে পারে না।

স্মার্ত্ত কমলাকর আড়াই শত বর্ষের পূর্ব্বেকার লোক। তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই কায়স্থের বর্ণ লইয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত ঘোর বাদবিসংবাদ চলিতেছিল। ঐ সময়ে যে অনেক অভিনব বচন রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কমলাকর স্কন্দপুরাণের দোহাই দিয়া উক্ত

* পরে পুরাণ-বর্ণিত কায়স্থ ও প্রভুকায়স্থগণের উৎপত্তিনির্ণয়প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন স্মৃতি ও নব্য স্মার্ত্তকারগণের মত।

সর্ব্বপ্রথম বিষ্ণুসংহিতাতে 'কায়স্থ' শব্দের এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়—

"অথ লেখ্যং ত্রিবিধং। রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্।" (৭।২)

উক্ত বচনের স্মৃতিবিবৃতিতে নন্দপণ্ডিত লিখিয়াছেন, "রাজ্ঞোঽধিকরণং রাজসভা তস্যাং তেন রাজ্ঞা নিযুক্তো যঃ কায়স্থঃ তেন কৃতং তস্যাং সভায়াং যোঽধ্যক্ষঃ প্রাড়্‌বিবাকস্তস্য করচিহ্নেন যুক্তং তদ্রাজসাক্ষিকম্। রাজা মুদ্রাকরণেন সাক্ষী যস্মিন্ তৎরাজসাক্ষিকম্।"

অর্থাৎ রাজসভার রাজকর্ত্তৃক নিযুক্ত কায়স্থদ্বারা লিখিত এবং প্রাড়্‌বিবাকের করচিহ্নিত অথবা রাজমুদ্রাদ্বারা চিহ্নিত যে লেখ্য, তাহাই রাজসাক্ষিক।

যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

"চাটতস্করদুর্বৃত্ত-মহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৩৩)

'কায়স্থৈঃ রাজবল্লভাৎ প্রকৃতবিভূতিঃ।' (শূলপাণিকৃত দীপকলিকা-টীকা।)

কায়স্থ = রাজবল্লভপ্রযুক্ত প্রভাবশালী। মিতাক্ষরায় কায়স্থের এইরূপ অর্থ আছে,—

'কায়স্থাঃ গণকা লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানাঃ বিশেষতো রক্ষেৎ তেষাং রাজবল্লভতয়াতিমায়াবিত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাৎ।'

কায়স্থ অর্থাৎ গণক ও লেখক। তাহাদিগের দ্বারা উৎপীড়িত প্রজাদিগকে রাজা বিশেষতঃ রক্ষা করিবেন। কারণ তাহারা রাজার অতি প্রিয়পাত্র ও অতি মায়াবী এইজন্য দুর্নিবার।

অপরাদিত্য উক্ত শ্লোকের টীকায় অর্থ করিয়াছেন—'কায়স্থাঃ করাধিকৃতাঃ'

(অপরার্ক, বেঙ্গল গবর্মেন্টের পুথি ২৫৩ পৃষ্ঠা)

বৃহৎ পরাশর-সংহিতায় লিখিত আছে—

"শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যু হিতৈষিণঃ॥" (বৃহৎপরাশর ২০।২০)

শুচি, বিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও মুদ্রাকরান্বিত ব্রাহ্মণকে এবং সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী লেখক কায়স্থকে [ইত্যাদি]।

উপরোক্ত প্রমাণগুলি দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইবে যে, কায়স্থগণ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজাদিগের সভায় রাজকর্ম্মচারী ছিলেন এবং রাজাধিকরণে (অর্থাৎ রাজার ধর্ম্মাধিকরণে বা বিচার-সভায়) রাজ-লেখকরূপে নিযুক্ত থাকিতেন। রাজবল্লভপ্রযুক্ত তাঁহারা রাজার অতি প্রিয়পাত্র ও প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। পাছে তাঁহাদের হস্তে প্রজানিগ্রহ ঘটে, এই কারণ ধর্ম-

অধিকার রাজস্ব কাহার হইতে প্রজারক্ষা রাজার কর্ত্তব্য মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রাজস্ব কেন প্রজাপীড়ক ও তাঁহাদিগের কবল হইতে প্রজারক্ষা কেন আবশ্যক, সে কথা পরে বলিব।

লেখকের অধিকার ও আসন।

শুক্রনীতি ও বহুতর স্মৃতিতে রাজসভায় ও ধর্ম্মাধিকরণে লেখকের অধিকার ও আসনাদি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। যথা—

১—"সাহসাধিপতিঞ্চৈব গ্রামনেতারমেব চ।
ভাগহারং তৃতীয়ন্তু লেখকন্তু চতুর্থকম্॥
শুল্কগ্রাহং পঞ্চমঞ্চ প্রতিহারং তথৈব চ।
ষট্‌কমেতন্নিয়োক্তব্যং গ্রামে গ্রামে পুরে পুরে॥"

(শুক্রনীতি ২।১২০-১২২)

রাজা প্রতি গ্রামে বা পুরে সাহসাধিপতি বা কোতয়াল, গ্রামপতি বা গ্রামণী, তৃতীয় ভাগহার বা আমীন, চতুর্থ লেখক, পঞ্চম শুল্কগ্রাহী বা তহশীলদার এবং ষষ্ঠ প্রতিহার বা চৌকিদার এই ৬ জন নিযুক্ত করিবেন।

২—"সেনানীর্লেখকশ্চৈতে শতং প্রত্যধিপা ইমে।
সাহস্রিকন্তু সংযোজ্যস্তথা চাযুতিকো মহান্॥"২৪
"সৈনিকাঃ কতি সন্ত্যেতৈঃ কতি প্রাপ্তং তু বেতনম্।
প্রাচীনা কে কুত্র গতাশ্চৈতাম্ বেত্তি স লেখকঃ॥"

(শুক্রনীতি ২।১০০)

প্রত্যেক শতজন সৈন্যের উপর এক এক জন সেনানী ও লেখক থাকিবে। এইরূপ প্রত্যেক সহস্র ও অযুতসংখ্যক সৈন্যের উপর এক এক মহাসেনানী ও প্রধান লেখক নিযুক্ত হইবে। সৈন্যের সংখ্যা কত, কে কত বেতন পায়, প্রাচীন সৈন্যেরা কে কোথায় গেল, এই সকল জানিয়া রাখাই লেখকের কার্য্য।

৩—"প্রজাসংরক্ষণে দক্ষো গ্রামপো মাতৃপিতৃবৎ।
বৃক্ষান্ সংপূজ্য যত্নেন ফলং পুষ্পং বিচিম্বতি॥
মালাকার ইবাত্যন্তং ভাগহারস্তথাবিধঃ।
গণনাকুশলো যস্তু দেশভাষাপ্রভেদবিৎ॥
অসন্দিগ্ধমগূঢ়ার্থং বিলিখেৎ স চ লেখকঃ॥"

(শুক্রনীতি ২।১৭১-১৭৩)

ব্রাহ্মণটি যাজ ও শিক্ষার স্থায় প্রজাপালনে দক্ষ হইবেন। যেমন মালী অতি যত্নে গাছ পুঁতিয়া ফল ফুল চয়ন করে, তাঁহাদের কার্য্যও সেইরূপ। যিনি গণনায় পটু, দেশভাষায় অভিজ্ঞ এবং নিঃসন্দেহ ও সরল কথা লিখিতে পারেন, তিনিই লেখক হইবেন।

৪—"সামাত্যো দূরং নৃপাৎ তিষ্ঠেদস্ত্রপাতাদ্বহিঃ সদা॥
সশস্ত্রো দশহস্তং তু যথাদিষ্টং নৃপপ্রিয়াঃ।
পঞ্চহস্তং বসেয়ুর্বৈ মন্ত্রিণো লেখকাঃ সদা॥
সেনপৈস্ত বিনা নৈব সশস্ত্রাস্ত্রো বিশেৎ সভাম্।
পুরোহিতঃ শ্রেষ্ঠতরঃ শ্রেষ্ঠঃ সেনাপতিঃ স্মৃতঃ।
সমঃ সুহৃচ্চ সম্বন্ধী হ্যুত্তমা মন্ত্রিণঃ স্মৃতাঃ।
অধিকারিগণো মধ্যোঽধমৌ দর্শকলেখকৌ॥
অধমোঽধমতমোঽভৃত্যঃ পরিচারগণঃ সদা।
পরিচারগণা ন্যূনো বিজ্ঞেয়ো নীচসাধকঃ॥" (শুক্রনীতি ২।২৬৬-৭)

রাজা (দরবারে) কেশক বা আমোদাত্রাদি হইতে দূরে ও অস্ত্রপতন-স্থানের বাহিরে অবস্থান করিবেন। রাজার দশ হাত দূরে তাঁহার প্রিয় শস্ত্রধারিগণ থাকিবে। পাঁচহাত দূরে সর্ব্বদা মন্ত্রিগণ ও লেখকগণ বসিবে। সেনাপতি ভিন্ন আর কেহ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সভায় আসিবে না। পুরোহিত শ্রেষ্ঠতর, সেনাপতি শ্রেষ্ঠ, সুহৃৎ ও সম্বন্ধী সমান, মন্ত্রিগণ উত্তম, অধিকারিগণ মধ্যম, দর্শক ও লেখক অধম, ভৃত্য ও পরিচারগণ অধমতম এবং পরিচারকগণ অপেক্ষা নীচ সাধকগণ হীন বলিয়া গণ্য।

৫—"নৃপোঽধিকৃতসভ্যাশ্চ স্মৃতির্গণকলেখকৌ॥
হেমাগ্ন্যম্বুস্বপুরুষাঃ সাধনাঙ্গানি বৈ দশ।
এতদ্দশাঙ্গকরণং যস্যা মধ্যাস্ত পার্থিবঃ॥
ন্যায়ান্ পশ্যেৎ কৃতমতিঃ সা সভাধ্বরসন্নিভা।
দশানামপি চৈতেষাং কর্ম প্রোক্তং পৃথক্ পৃথক্॥
বক্তাধ্যক্ষো নৃপঃ শাস্তা সভ্যাঃ কার্য্যপরীক্ষকাঃ
স্মৃতির্বিনির্ণয়ং ব্রূতে জয়ং দানং দমং তথা॥
শপথার্থে হিরণ্যাগ্নী অম্বু তৃষিতক্ষুব্ধয়োঃ।
গণকো গণয়েদর্থং লিখেন্ন্যায্যঞ্চ লেখকঃ॥

শব্দাভিধানতত্ত্বজ্ঞৌ গণনাকুশলৌ শুচী।
নানালিপিজ্ঞৌ কর্ত্তব্যৌ রাজ্ঞা গণকলেখকৌ॥"

(শুক্রনীতি [illegible])

রাজা, অধ্যক্ষ (Superintendent), সভ্য, স্মৃতি, গণক, লেখক, হেম, অগ্নি, জল ও স্বপুরুষ এই দশটী সাধনাঙ্গ। এই দশটি সাধনাঙ্গযুক্ত রাজা যে সভায় অধিষ্ঠান করিয়া ন্যায় ও অন্যায়ের আলোচনা করেন, সেই সভাই অধ্বর সদৃশ হয়। এই দশটীর পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। অধ্যক্ষ কথা বলিবেন, রাজা শাসন করিবেন, সভ্যগণ কার্য্য পরীক্ষা করিবেন, স্মৃতির সাহায্যে জয়, দান ও দমাদি নির্ণীত হইবে, শপথ করিবার জন্য হিরণ্য ও অগ্নি, তৃষিত ও দুঃখের জন্য জল চাই, গণক অর্থ গণিবে, লেখক তাহা লিখিবে। শব্দাভিধানতত্ত্বজ্ঞ, গণনাকুশল, পবিত্র, নানা লিপিজ্ঞ, এইরূপ রাজার গণক ও লেখক হওয়া কর্ত্তব্য।

৬—"প্রসিদ্ধলিপিভাষাভিজ্ঞত্বযুক্তং লেখকো লিখেৎ।" (শুক্রনীতি ৪।৫৭৯)

যে লিপি যে দেশে প্রসিদ্ধ ও যে ভাষা যে দেশে প্রচলিত, তাহাতেই লেখক লিখিবেন।

৭—"লেখকার্থে শতং মাসি মন্ত্র্যর্থে তু শতত্রয়ং।
ত্রিশতং দারপুত্রার্থে বিদ্বদর্থে শতদ্বয়ম্॥"

(যে নৃপতির লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা আয়। তিনি শাস্ত্র অনুসারে সৈন্যাদি এবং তিনজন মন্ত্রী ও ৮ জন লেখক রাখিবেন)। লেখকদিগের নিমিত্ত একশত স্বর্ণ মুদ্রা ও মন্ত্রীদিগের নিমিত্ত তিন-শত স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করিবেন।

৮—"রাজা সৎপুরুষঃ সভ্যাঃ শাস্ত্রং গণকলেখকৌ।
হিরণ্যমগ্নিরুদকমষ্টাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ॥" (নারদসংহিতা ১।১৪।)

প্রাড্বিবাক, সভ্যগণ, শাস্ত্র, গণক, লেখক, স্বর্ণ, অগ্নি ও জল এই আটটী রাজার অঙ্গ। উক্ত শ্লোকের টীকায় কল্যাণভট্ট লেখকের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"ভাষোত্তরক্রিয়াজয়পত্রাদিলেখনোপযোগী।"

ব্যবহারমাতৃকায় একস্থলে লিখিত আছে—

৯—"লিখিতং লক্ষণজ্ঞেন যুক্তিভাগৈকবর্ত্মনা।
সর্ব্বতো গ্রহণৈশ্চৈব সত্যব্যভিচারাৎ॥" ([illegible])

বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন—

১০—লেখকঃ প্রাড্বিবাকশ্চ সভ্যাশ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ।
নৃপে পশ্যতি তৎকার্য্যং সাক্ষিণঃ সমুদাহৃতাঃ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যবহার ১০ শ্লোকে মিতাক্ষরা)

রাজসম্বন্ধীয় কার্য্য লেখেন বলিয়া লেখক, প্রাড্‌বিবাক ও সভ্যগণ রাজসাক্ষী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথিও কায়স্থের উল্লেখ করিয়াছেন,—

১১—"রাজাগ্রহারশাসনম্বেককায়স্থ-হস্ত-লিখিতান্যেব প্রমাণীভবন্তি।"

অর্থাৎ রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির শাসন যাহা এক কায়স্থের হস্ত লিখিত, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

১২—"সন্ধিবিগ্রহকারী তু ভবেদ্‌যস্তস্য লেখকঃ।
স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেদ্রাজশাসনম্‌ ॥"

রাজার যে সন্ধিবিগ্রহকারী লেখক হইবেন, তিনিই স্বয়ং নৃপতিকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজশাসন লিখিবেন।

অপরার্কের যাজ্ঞবল্ক্যনিবন্ধেও এইরূপ ব্যাসবচন উদ্ধৃত আছে—

১৩—"রাজ্ঞা তু স্বয়মাদিষ্টঃ সন্ধিবিগ্রহ-লেখকঃ।
তাম্রপট্টে পটে বাপি প্রলিখেদ্রাজশাসনম্‌ ॥
স্থানং বংশানুপূর্ব্বী চ দেশং গ্রামমুপাগতম্‌।
ব্রাহ্মণাংস্তু তথৈবান্যান্‌ মান্যানধিকৃতাল্লিখেৎ ॥
কুটুম্বিনোঽথ কায়স্থদূতবৈদ্য মহত্তরান্‌।
মেদচণ্ডালপর্য্যন্তান্‌ সর্ব্বান্‌ সম্বোধয়ন্তিতি ॥"

(অপরার্কধৃত ব্যাসবচন* বেঙ্গল গবর্মেণ্টের পুথি নং ৮৩৪।৭১ পৃষ্ঠা)

সন্ধিবিগ্রহ-লেখক স্বয়ং রাজ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাম্রপটে বা কার্পাস-পটে রাজশাসন লিখিবেন। স্থান, আনুপূর্ব্বিক বংশ, দেশ, গ্রাম এবং সমুপাগত ব্রাহ্মণগণ, ও অন্য সম্মানিত অধ্যক্ষগণ, কুটুম্বিগণ, কায়স্থ, দূত, বৈদ্য এবং রাজকৃত্য হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই সম্বোধন করিয়া লিখিবেন।

মিত্রমিশ্র বীরমিত্রোদয়ে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

১৪—"দাতুঃ পালয়িতুঃ স্বর্গং হর্ত্তুর্নরকমেব চ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দানোচ্ছেদফলং লিখেৎ ॥
জ্ঞাতং ময়েতি লিখিতং সন্ধিবিগ্রহলেখকৈঃ। বৃহস্পতি †

* নন্দপণ্ডিত-বিরচিত "বৈজয়ন্তী" নামী বিষ্ণুস্মৃতিবিবৃতি-মধ্যে (বৈজয়ন্তী ৭ অঃ) এবং বীরমিত্রোদয়ে (ব্যবহার ৮৩ শ্লোক) উক্ত বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

† নন্দপণ্ডিতের কেশববৈজয়ন্তী ও অপরার্কের যাজ্ঞবল্ক্যনিবন্ধেও বৃহস্পতির উক্ত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

"স্বলিপ্যনৃপশব্দোক্ত-সম্পূর্ণাবয়বাক্ষরম্ .

শাসনং রাজদণ্ডং স্যাৎ সন্ধিবিগ্রহলেখকৈঃ ॥ সংগ্রহকার।"

তাম্রশাসনে দানোচ্ছেদের ফল সম্বন্ধে লিখিত হইলে লিখিবে—ষষ্টিসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত দাতা ও পালয়িতার স্বর্গ এবং হর্ত্তার নরক হইবে। আমি জানি ইহা সন্ধিবিগ্রহ-লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত। নৃপোচ্চারিত পূর্ণাবয়বযুক্ত অক্ষর-সমন্বিত সন্ধিবিগ্রহলেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত রাজদণ্ডই শাসন হইবে ইত্যাদি।

উপরে যে কএকটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, তৎপাঠে আমরা জানিতে পারি, প্রত্যেক গ্রামে বা পুরে রাজকর্ত্তৃক কোতয়াল বা গ্রামপতির সহিত এক একজন লেখকও নিযুক্ত হইতেন। সৈনিক-বিভাগেও প্রত্যেক শত, সহস্র বা অযুত সংখ্যক সৈন্যের উপরও এক একজন লেখক নিযুক্ত থাকিতেন, কোন্ দলে কত সৈন্য, কে কত বেতন পায় বা কে মৃত্যু হইয়া গেল ; সেই লেখককে এই সকল সংবাদ রাখিতে হইত। এরূপ লেখকগণ গণনাকুশল ও দেশভাষাভিজ্ঞ হইতেন। রাজসভায় যে লেখক থাকিতেন, তিনি মন্ত্রীর ন্যায় রাজা হইতে পাঁচ হাত দূরে বসিতেন। রাজসভাসদ্‌গণের মধ্যে মন্ত্রী উত্তম, অধ্যক্ষ বা প্রাড়্‌বিবাক মধ্যম ও লেখক তাহার চেয়ে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য ছিলেন। রাজার রাজ্যশাসনের অষ্টাঙ্গ বা দশাঙ্গের মধ্যে লেখকও একজন। এরূপ লেখক শব্দাভিধানতত্ত্বজ্ঞ, গণনাকুশল, পবিত্রচেতা ও নানা লিপিজ্ঞ হইতেন। যে দেশে যে প্রকার লিপি ও ভাষা প্রচলিত, লেখক তাহাতেই লিখিতেন। যে রাজার লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা আয়, তিনি ৩ জন লেখক রাখিতেন, তাঁহাদের জন্য মাসিক শত স্বর্ণমুদ্রা নির্দ্দিষ্ট ছিল। ধর্ম্মাধিকরণে (বিচার-সভায়) লেখক নিযুক্ত থাকিতেন। রাজা যে সকল ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির শাসনপত্র দান করিতেন, তাহা একজন কায়স্থের হস্তলিখিত হইত। রাজার আদেশে সন্ধিবিগ্রহকারী লেখকই (Minister for peace and war and Secretary) ঐরূপ রাজশাসন লিখিতেন।

পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণের সময়ে লেখকের যেরূপ অধিকার ছিল, তাহা লিখিত হইল। কায়স্থেরাই লেখক হইত, তাহাও বশিষ্ঠ, পরাশর, মেধাতিথি, বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতির উক্তি দ্বারা জানা গিয়াছে। এখন কায়স্থের উপরোক্ত অধিকার দৃষ্টে বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, "শূদ্রেরা যখন মন্ত্রিত্ব পর্য্যন্ত পাইত, তখন রাজসভায় কায়স্থ কেন না শূদ্র হইবে ? ধর্ম্মাধিকরণে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়েই শূদ্রের অধিকার নাই,—বিচার করিবার ক্ষমতাই শূদ্রের নাই, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রে এই কথাই আছে।" এ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ মেধাতিথির ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"ন চ মন্ত্রিত্বে পুরোহিতবদাভিজিনঃ। তথাহি তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েদিত্যুক্ত্‌। তথা ব্রাহ্মণেন সহ চিন্তয়েদিতি, তেনাবর্ণঃ যদ্যপি কথঞ্চিচ্ছূদ্রো ভাষ্যেশাস্তমধিগচ্ছেৎ, তথাপি রাজাধিকরণে বিবদমানো মন্ত্রী নিগ্রহাধিকৃতো বা ন কিঞ্চিৎ প্রভবেৎ।" (মেধাতিথি ৮।২০)

'অর্থাৎ পুরোহিতের যেমন জাতিনিয়ম আছে, মন্ত্রিত্বে এমন কিছু জাতিনিয়ম নাই। কারণ মনুই বলিয়াছেন, 'মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া পরে ব্রাহ্মণের সহিত মন্ত্রণা করিবেন।' অতএব কারাধ্যক্ষ বা মন্ত্রী যদি শূদ্র হয়, আর ঐ শূদ্র যদি ধর্মাধিকরণে অভিযুক্ত অভিযোক্তার অন্যতর পক্ষে যথাকথঞ্চিৎ কোন ন্যায়-সঙ্গত ব্যবস্থা বলিতেও সক্ষম হয়, তথাপি বলিবে না।'

উক্ত অস্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন কোন পণ্ডিত যদিও শূদ্রের মন্ত্রিত্ব প্রমাণ করিতে অগ্রসর; কিন্তু মেধাতিথির উদ্দেশ্যই এই যে শূদ্র উপযুক্ত হইলেও ক্ষত্রিয়রাজ কখন তাঁহাকে নিগ্রহাধিকারী বা দণ্ডনায়ক অথবা মন্ত্রী করিবেন না। নীতিশাস্ত্রকার কামন্দক মন্ত্রীর এইরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন,—

"স্মৃতিস্তৎপরতার্থেষু বিতর্কো জ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
দৃঢ়তা মন্ত্রগুপ্তিশ্চ মন্ত্রিসম্পৎ প্রকীর্ত্তিতা॥" (কামন্দক ৪।৩২)

অর্থাৎ স্মৃতিপরতা ও তদর্থে বিতর্ক ও জ্ঞান-নির্ণয়, দৃঢ়তা ও মন্ত্রগোপন এইগুলি মন্ত্রীর কার্য্য।

এখানে মন্ত্রীর স্মৃতিতে অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রমতে 'বেদস্মৃতিশাস্ত্রে চ প্রধানে ন চ তত্র শূদ্রস্যাধিকারঃ।' (মেধাতিথি ৪।৮০) অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহে শূদ্রের অধিকার নাই।

মনুটীকাকার রামচন্দ্রও লিখিয়াছেন, 'শূদ্রায় নীতিশাস্ত্রাদি বিষয়ং ন দদ্যাৎ' (৪।৮০) অর্থাৎ শূদ্রকে নীতিশাস্ত্রাদির বিষয় দান করিবে না। মনুসংহিতায়ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রজ্ঞৈর্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাং॥" (৮।১)

ব্যবহারদর্শনেচ্ছু রাজা ব্রাহ্মণ ও 'মন্ত্রজ্ঞ' মন্ত্রিগণের সহিত বিনীতভাবে (ধর্ম্মাধিকরণ) সভায় প্রবেশ করিবেন। এখানেও রামচন্দ্র 'মন্ত্রজ্ঞ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'মন্ত্রজ্ঞৈঃ বেদব্যাকরণ-ধর্ম্মশাস্ত্রাদিভিঃ'; এতদ্দ্বারাও বোধ হইতেছে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর যে সকল মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রী থাকিতেন, তাঁহারা কেহই শূদ্র নহেন। শূদ্র যে মন্ত্রী হইতে পারিবে না, এ সম্বন্ধে মেধাতিথি স্পষ্ট লিখিয়াছেন, 'শূদ্রস্ত মন্ত্রিত্বং ন কর্ত্তব্যমিতি যাবৎ।' (মেধাতিথি ৪।৮০)

শুক্রনীতিতে স্পষ্ট লিখিত আছে,—

"পুরোধা চ প্রতিনিধিঃ প্রধানসচিবস্তথা॥ ৬৯
মন্ত্রী চ প্রাড়্বিবাকশ্চ পণ্ডিতশ্চ সুমন্ত্রকঃ।
অমাত্যো দূত ইত্যেতা রাজ্ঞঃ প্রকৃতয়ো দশঃ॥ ৭০
দশ প্রোক্তা পুরোধাদ্যা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্ব এব তে।
অভাবে ক্ষত্রিয়া যোজ্যাস্তদভাবে তথোরুজাঃ॥ ৪১৮
নৈব শূদ্রাস্তু সংযোজ্যাঃ গুণবন্তোঽপি পার্থিবঃ।" (২ অঃ)

পুরোহিত, প্রতিনিধি, প্রধান, সচিব, মন্ত্রী প্রাড্বিবাক, পণ্ডিত সুমন্ত্র, অমাত্য ও দূত রাজার এই দশটী প্রকৃতি। উক্ত পুরোহিতাদি দশ জনই ব্রাহ্মণ হইবে, ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় এবং তদভাবে বৈশ্যগণ নিযুক্ত হইতে পারিবে। শূদ্র গুণবান্ হইলেও রাজা তাহাদিগকে ঐ সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না।

সন্ধিবিগ্রহকারী লেখক সন্ধিবিগ্রহকায়স্থ বা সান্ধিবিগ্রহিক নামেই নানাস্থানে বর্ণিত হইয়াছেন।* রাজা যে ৭৮ জন সচিব নিযুক্ত করিতেন, তন্মধ্যে সান্ধিবিগ্রহিক একজন। শুক্রনীতিতে এই সান্ধিবিগ্রহিক 'সচিব' নামে আখ্যাত হইয়াছেন, ইঁহার কার্য্য—

"সচিবশ্চাপি তৎকার্য্যং রাজ্ঞে সম্যক্ নিবেদয়েৎ।
সামদানঞ্চ ভেদশ্চ দণ্ডঃ কেষু কদা কথং॥" (২।৯৪)

সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড কাহাতে কিরূপ কর্ত্তব্য, ইহা রাজাকে সম্যক্রূপে নিবেদন করাই সচিবের কার্য্য। মনুসংহিতাতেও আছে—

"তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্।" (৭।৫৬)

রাজা সন্ধি ও বিগ্রহাদি ঐ সকল বুদ্ধিমান্ সচিবগণের সহিতই চিন্তা করিবেন। সুতরাং বলিতে পারা যায়, রাজা সন্ধি ও বিগ্রহাদি যাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন, সেই মন্ত্রীই সান্ধিবিগ্রহিক। শুক্রাচার্য্য, মেধাতিথি প্রভৃতির মতে, শূদ্র কখন, মন্ত্রিত্ব পাইবেন না।† কেবল দ্বিজাতিই ঐ পদ পাইবেন। এরূপ স্থলে সন্ধিবিগ্রহকায়স্থ বা সান্ধিবিগ্রহিক দ্বিজাতি হইতেছেন।

---

* শিলালিপি ও তাম্রশাসন-বর্ণিত কায়স্থের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† কেহ কেহ বলেন, যখন মহাভারতে শূদ্রজাতীয় সঞ্জয়ের ধৃতরাষ্ট্রমন্ত্রিত্বের কথা আছে, তখন শূদ্রের মন্ত্রিত্বে কেন অধিকার থাকিবে না? কিন্তু এখানে উত্তর এই—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের প্রথমে সারথিই ছিলেন। তিনি বেদব্যাসের কৃপায় প্রভাব লাভ করিয়া দূরশ্রবণদর্শী হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি একজন ঋষি মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় তিনি ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী; সুতরাং তাঁহাকে সাধারণ শূদ্র মধ্যে আর গণ্য করা যায় না। কেহ কেহ সূত সঞ্জয়কে প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নয়। মনুর মতে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর সূত জাতির উৎপত্তি এবং অশ্বসারথ্যই এই জাতির উপজীবিকা। সঞ্জয় লোমহর্ষণবংশীয় গবল্গনের পুত্র। পুরাণবক্তা সূতজাতি মনূক্ত সূতজাতি হইতে ভিন্ন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে প্রক্রিয়াপাদে এবং পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে পুরাণবিজ্ঞানবক্তা সূতজাতির উৎপত্তি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"বৈণ্যস্য হি পৃথোর্যজ্ঞে বর্ত্তমানে মহাত্মনঃ।
সুত্যায়ামভবৎ সূতঃ প্রথমং বর্ণবৈকৃতঃ॥
ঐন্দ্রেণ হবিষা তত্র হবিঃ পৃক্তং বৃহস্পতেঃ।
জুহাবেন্দ্রায় দেবায় ততঃ সূতো ব্যজায়ত॥"

কোন সময় বেণতনয় মহাত্মা পৃথু এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহাতে বৃহস্পতির হবির সহিত ইন্দ্রের হবি সংসৃষ্ট হয় এবং ইন্দ্রের উদ্দেশে তাহাই আহুতি দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে ভ্রান্তিবশতঃ হবিঃসংমিশ্রণজন্য ঐ যজ্ঞে দ্বিজবর্ণ সূত জাতীয় হবি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব পৌরাণিক মহাত্মা সঞ্জয়কে প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

এমন কথা উঠিতে পারে, মন্ত্রিস্থানীয় সন্ধিবিগ্রহকারী লেখক উক্ত জাতি হইতে পারে, কিন্তু যাহারা সামান্য কেরাণী বা পাটোয়ারীর কাজ করিত, সেই সেই লেখক কিরূপে দ্বিজাতি মধ্যে গণ্য হইবে?

প্রথমেই লিখিয়াছি, বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যধৃত "কায়স্থ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'গণক ও লেখক'। অর্থাৎ মিতাক্ষরা হইতে জানা যায় যে হিন্দুরাজগণের সময়ে কায়স্থ গণক ও লেখক উভয়ের কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। ব্যাস রাজসভায় গণকের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ত্রিস্কন্ধং জ্যোতিষাভিজ্ঞং স্ফুটপ্রত্যয়কারকম্।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ॥" (বৈজয়ন্তীধৃত ব্যাসবচন)

অর্থাৎ রাজা ত্রিস্কন্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্, স্ফুটপ্রত্যয়কারী ও 'শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন'* এরূপ গণক নিযুক্ত করিবেন। শুক্রাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানি শ্রুতজ্ঞাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।" (শুক্রনীতি ২।১৭৮)

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ এই সমস্ত যাহারা জানে, তাহাদিগকে শ্রুতজ্ঞ বলা যায়।

শ্রুতি-স্মৃতিতে শূদ্রের অধিকার নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এরূপ স্থলে রাজসভায় কায়স্থ (গণক বা লেখক) দ্বিজাতি বলিয়াই গণ্য হইতেছেন।

মিত্রমিশ্র বীরমিত্রোদয় নামক স্মৃতিনিবন্ধে লিখিয়াছেন—

'সর্ব্বজ্ঞকঃ সভান্তরোঽপি ব্যাসেনোক্তঃ।

"অর্থিপ্রত্যর্থিনৌ সভ্যাল্লেখকঃ প্রেক্ষকাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মবাক্যে রঞ্জয়তি সভাস্তারয়িতামিয়াৎ॥
স্ফুটলেখং নিযুঞ্জীত শব্দলাক্ষণিকং শুচিম্।
স্ফুটাক্ষরং জিতক্রোধমলুব্ধং সত্যবাদিনম্॥
ত্রিস্কন্ধং জ্যোতিষাভিজ্ঞং স্ফুটপ্রত্যয়কারকম্।
শ্রুতাধ্যয়ন-সম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ॥"

শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নমিত্যুক্তৈর্গণকো দ্বিজাতিত্বং লেখকোঽপি দ্বিজাতিঃ।' (ব্যবহারাধ্যায়)

এখন স্থির হইল প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ও নিবন্ধকারদিগের মতে, রাজসভায় লেখক বা কায়স্থ দ্বিজাতি। দ্বিজাতি বলিলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ বুঝায়। এখন আমরা রাজসভায় লেখক বা কায়স্থকে কোন্ বর্ণ মধ্যে গণ্য করি। শুক্রাচার্য্য (উশনা) এ বিষয়ে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, যথা—

---

* 'শ্রুতাধ্যয়নশালিনঃ শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নাঃ।' (মিতাক্ষরা ১।১৯৯) 'শ্রুতেন মীমাংসাব্যাকরণাদিশ্রবণেন অধ্যয়নেন বেদাধ্যয়নেন চ সম্পন্নাঃ।' (মিতাক্ষরা ২।২)

"গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ।" (শুক্রনীতি ২।৪২০) *

গ্রামপতি ব্রাহ্মণ, লেখক কায়স্থ, শুল্কগ্রহণকারী বৈশ্য ও প্রতিহারীর কার্য্যে শূদ্র নিযুক্ত হইবে।

উক্ত শ্লোকে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের কার্য্য পাওয়া যাইতেছে, লেখকস্থানে কায়স্থ-জাতি হইতেছেন। ইহা দ্বারা আরও বোধ হইতেছে, কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈশ্য অথবা শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত নহেন। কায়স্থকে সঙ্কর-বর্ণ মধ্যেও গণ্য করা যুক্ত না। কারণ শুক্রনীতির উক্ত অধ্যায়ে চারি বর্ণের মধ্য হইতেই রাজপুরুষ নিযুক্ত করিবার কথা আছে। আবার কায়স্থকে পঞ্চম বর্ণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ, পঞ্চম বর্ণ নাই। এরূপ স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত নীতিশাস্ত্রমতে কায়স্থকে ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্রেতর বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-বর্ণ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

---

* মহাত্মা ডাক্তার গুস্তাব অপার্ট মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্টের সাহায্যে যে শুক্রনীতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুরাণবর্ণিত কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়।

নানা পুরাণ হইতে কায়স্থ বা লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে কায়স্থ-জাতির প্রকৃত বর্ণ-নির্ণয় সম্বন্ধে আর কোন গোল থাকিবে না। তবে পুরাণের বচন লইয়া অনেকে অনেক খেলা খেলিয়াছেন। পুরাণের দোহাই দিয়া কতশত বচন রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কমলাকরভট্টের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আন্দুলের রাজা রাজ-নারায়ণ ও রাজা রাধাকান্তদেবের সময় পর্য্যন্ত ঐ সকল শ্লোকের প্রাদুর্ভাব, তৎপরে যজ্ঞোপবীতপ্রার্থী কতিপয় কায়স্থের আগ্রহেও দেশীয় কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় দুই একটী শ্লোক গড়িয়াছেন ও উপবীতপ্রিয় কায়স্থগণের মনোরঞ্জনে অগ্রসর হইয়াছেন, সে সকল কথা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন।

প্রক্ষিপ্ত বা কল্পিত শ্লোক-সমালোচনা।

ঐ সকল প্রক্ষিপ্ত শ্লোকসমূহ উপেক্ষা করাই উচিত। তবে জগদ্বিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম-অভিধানে ও প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত কমলাকরের গ্রন্থে যে সকল শ্লোক আলোচিত হইয়াছে, প্রক্ষিপ্ত হইলেও তাহা উদ্ধৃত করা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করি না। কারণ আজ দশ বর্ষ হইতে চলিল, বিশ্বকোষে ঐ সকল প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সমালোচিত হইলেও, অদ্যাপি অনেক ব্যক্তি এই সকল অপৌরাণিক শ্লোকগুলি প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

বাচস্পত্য ও শব্দকল্পদ্রুমোক্ত * ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ আছে—

"দত্তাত্রেয় উবাচ।

ত্রিকালজ্ঞং মহাপ্রাজ্ঞং পুলস্ত্যং মুনিপুঙ্গবম্।
উপসঙ্গম্য পপ্রচ্ছ ভীষ্মঃ শস্ত্রভৃতাম্বরঃ॥
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং তথৈব চ।
সম্ভবঃ সঙ্করাদীনাং শ্রুতো বিস্তরতো ময়া॥
কায়স্থ ইতি যে লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে।
ভূয় এব মহাবাহো! শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥
বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ দেবপিতৃপরায়ণাঃ।
সুধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ॥
পোষ্টারো নিজবর্ণানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে॥

---

* শব্দকল্পদ্রুমের ১ম সংস্করণে ঐ শ্লোক গুলি নাই, ২য় ও ৩য় সংস্করণে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এতন্মে সংশয়ং বিপ্র! বক্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ইতি পৃষ্টো মুনিঃ প্রাহ গাঙ্গেয় শৃণু তত্ত্বতঃ॥

পুলস্ত্য উবাচ।

শৃণু গাঙ্গেয় বক্ষ্যামি তেষামপি চ কারণম্।
ন শ্রুতং যৎ ত্বয়া পূর্ব্বং তন্মে কথয়তঃ শৃণু॥
যেনেদং সকলং বিশ্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
উৎপাদ্য পাল্যতে ভূয়ো নিধনায় প্রকল্প্যতে॥
অব্যক্তঃ পুরুষঃ শান্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
যথাঽসৃজৎ পুরা বিশ্বং কথয়ামি তব প্রভো॥
মুখতো ব্রাহ্মণো জাতো বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়স্তথা।
উরুভ্যাঞ্চ তথা বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রঃ সমুদ্ভবঃ॥
দ্বিচতুঃষট্‌পদাদীংশ্চ সপ্লবঙ্গসরীসৃপান্।
এককালেঽসৃজৎ সর্ব্বান্ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাংস্তথা॥
এবং বহুবিধানেন বিশ্বমুৎপাদ্য ভারত!।
উবাচ তং সুতং শ্রেষ্ঠং কশ্যপং চাতিতেজসম্॥
প্রযত্নেন চিরং পুত্র জগৎ পালয় সুব্রত।
ইত্যাজ্ঞাপ্য সুতং জ্যেষ্ঠং ঋষিসম্ভবহেতুকম্॥
ততস্তু ব্রহ্মণা তেন যৎকৃতং তন্নিবোধ মে।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
স সমাধিং সমাধায় স্থিতোঽভূৎ কমলাসনে॥
স্থিতে সমাধৌ সকলং যদ্ভূতং তদ্বদামি তে।
তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ॥
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ॥
নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
উত্তমঃ সুবিচিত্রাঙ্গো ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ॥

ত্যক্ত্বা সর্ব্বাধিং গাঙ্গের! তং দদর্শ পিতামহঃ॥
অথোদ্ধস্তন্নিরীক্ষ্যাথ পুরুষঞ্চাগ্রতঃ স্থিতম্॥
পপ্রচ্ছ কো ভবানগ্রে তিষ্ঠতে পুরুষোত্তম!।
ইতি পৃষ্টোঽব্রবীত্তং স ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্॥

পুরুষ উবাচ।

উৎপন্নো বিধিনা নাথ ত্বচ্ছরীরান্ন সংশয়ঃ।
নামধেয়ং হি মে তাত! বক্তুমর্হস্যতঃ পরম্।
যথোচিতঞ্চ যৎকার্য্যং তৎ ত্বং মামনুশাসয়॥

পুলস্ত্য উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য ততো ব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীরজম্।
প্রহৃষ্য প্রত্যুবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ॥
স্থিরমাধায় মেধাবী ধ্যানস্থশ্চাপি সুন্দরঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকং।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা॥
স্থিতির্ভবতু তে বৎস! মদাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্।
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি॥
প্রজাঃ সৃজস্ব ভোঃ পুত্র ভুবি ভারসমাহিতঃ।
তস্মৈ দত্ত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

পুলস্ত্য উবাচ।

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি বৈ।
গৌড়াখ্যা মাথুরাশ্চৈব ভট্টনাগরসেনকাঃ॥
অহিষ্ঠানাঃ শ্রীবাস্তব্যা শৈকসেনাস্তথৈব চ।
কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অম্বষ্ঠাশ্চ বরাক্ষিণ॥
পুত্রান্ বৈ দ্বাদশামান্ চিত্রগুপ্তো মহীতলে।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকজ্ঞশ্চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ॥

পুরাণবর্ণিত কায়স্থের বর্ণনির্ণয়।

শ্রূয়তাম্ বোধয়াম্যদ্য সর্ব্বপাপনুত্তমম্।
পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৃণাং যজনাদনম্॥
বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্ব্বজাতিনিষেবনম্।
প্রজাভ্যঃ করদানায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিলোকনম্।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন পুত্রাঃ। বর্ণস্ত কাম্যয়া॥
যা মায়া প্রকৃতিঃ শক্তিশ্চণ্ডী চণ্ডপ্রকর্ষিণী।
তস্যাস্তু পূজনং কার্য্যং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্॥
স্বর্গাধিকারমাসাদ্য যতো যজ্ঞভুজঃ সদা।
ভবদ্ভিঃ সা সদা পূজ্যা মিষ্টান্নৈশ্চ ছাগাদিভিঃ॥
ভবতাং সিদ্ধিদা নিত্যং পুত্রদা সা তু চণ্ডিকা।
তথাচোক্তা সুরাপেয়া যাবৎপেয়া দ্বিজাতিভিঃ॥
বৈষ্ণবং ধর্ম্মমাশ্রিত্য মদ্বাক্যং প্রতিপালয়।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন লোকত্রয়হিতায় বৈ॥
অনুশিষ্য সুতানেবং চিত্রগুপ্তো দিবং যযৌ।
ধর্ম্মরাজস্যাধিকারী চিত্রগুপ্তো বভূব হ॥
এবং ভীষ্ম। সমুৎপন্নাঃ কায়স্থা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যে শ্রেষ্ঠাস্তে ময়া খ্যাতাঃ সংবাদং শৃণু তৎপরম্॥
অহং তে কথয়িষ্যামি বিচিত্রং পরমাদ্ভুতম্।
প্রভাবং চিত্রগুপ্তস্য সমুদ্ভূতং যথা পুনঃ॥

পুলস্ত্য উবাচ।

সৌদাসো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে।
সদা পাপরতঃ সোঽথ ধর্ম্মাধর্ম্মং ন বিন্দতি॥
স যথা ধর্ম্মমাসাদ্য লেভে পুণ্যফলং শৃণু।
সর্ব্বপাপো দুরাচারঃ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ॥
রাজনীতিগতং ধর্ম্মং ন জানাতি কথঞ্চন।
স্বদেশে বাদয়ামাস ডিণ্ডিমং স নরাধিপঃ।
ন দাতব্যং ন হোতব্যং নৈব পিত্র্যং কদাচন॥

আতিথ্যজপকর্ম্মাণি তপঃ সাধনমুত্তমম্।
ন কর্ত্তব্যং নরৈঃ ক্বাপি যন্নাজ্ঞপ্তৈর্মহীতলে।
এবমাজ্ঞাতবাঁল্লোকে দৈবপিত্র্যেয়কর্ম্মণি॥
পরিত্যজ্য স্বকং দেশং ততো দেশান্তরং যযৌ।
যে কেচিদ্বসতিং চক্রুর্দ্দেশেষু ব্রাহ্মণাদয়ঃ॥
নৈব যজ্ঞং প্রকুর্য্যুস্তে দৈবং পিত্র্যং কদাচন।
ততঃ প্রভৃতি গাঙ্গেয়। ন যজ্ঞহবনং কচিৎ।
ন কোঽপি কুরুতে ভীম। পুণ্যং তত্র নিষেবিতম্।
অগ্রহীদ্‌ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ করং কর্ম্মবিদূষকঃ॥
অহো ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ শৃণু কর্ম্মবিপাকজম্।
কালেনাল্পেন গাঙ্গেয় সৌদাসো বিচরন্ মহীম্॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে চ দ্বিতীয়া চোত্তমা তিথিঃ।
তস্যাং কার্য্যঞ্চ কায়স্থৈশ্চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্॥
মহতা ভক্তিভাবেন ধূপদীপাদ্যলঙ্কৃতম্।
দৈবযোগাৎ তথায়াতঃ সৌদাসঃ পর্য্যটন্মহীম্॥
দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ কস্যেদং পূজনং ক্রিয়তে শুভে।
ত ঊচুশ্চিত্রগুপ্তস্য পূজাকর্ম্ম শুভং নৃপ॥

রাজোবাচ।

অহমেব করিষ্যামি চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্।
ততশ্চ বিধিবৎ স্নানং কৃত্বা চৈব নরাধিপঃ॥
শ্রদ্ধাযুক্তশরীরেণ দৃষ্ট্বা চ পূজনং ততঃ।
কৃত্বা তু পূজনং তত্র চিত্রগুপ্তস্য ভক্তিতঃ॥
গতপাপোঽভবৎ সদ্যঃ সৌদাসোঽসৌ মহীপতিঃ।
চিত্রগুপ্তপ্রভাবেণ গতো লোকং সুরালয়ম্।
ইদং বিচিত্রমাহাত্ম্যং চিত্রগুপ্তপ্রভাবজম্।
কথিতং নৃপশার্দ্দূল। কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি॥

ইত্যাকর্ণ্য ততো ভীষ্মঃ প্রত্যুবাচ মুনিং ততঃ।
বিধিনা কেন তত্রাপি পূজা কার্য্যা মহামুনে॥
কো মন্ত্রঃ কো বিধিস্তত্র সর্ব্বং তদ্বদ মে প্রভো।
যামাসাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠ। সৌদাসঃ স্বর্গমাপ্তবান্॥

পুলস্ত্য উবাচ।

চিত্রগুপ্তস্য পূজায়া বিধানং কথয়াম্যহম্।
নৈবেদ্যৈর্ঘৃতপক্কৈশ্চ যথাকালোদ্ভবৈঃ ফলৈঃ॥
গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
নানাপ্রকারৈর্নৈবেদ্যৈঃ পট্টবস্ত্রৈঃ সুশোভনৈঃ।
ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গৈশ্চ পটহৈশ্চৈব ডিণ্ডিভিঃ॥
চিত্রগুপ্তস্য পূজায়াং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
নবকুম্ভং সমানীয় পানীয়পরিপূরিতম্।
শর্করাপূরিতং কৃত্বা পাত্রং তস্যোপরি ন্যসেৎ॥
পূজাকালে প্রযত্নেন দাতব্যঞ্চ দ্বিজন্মনে।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ তত্র কায়স্থানপি মন্ত্রবিৎ॥
মসীভাজনসংযুক্তং সদা চরসি ভূতলে।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তচিত্রগুপ্ত নমোঽস্তু তে।
চিত্রগুপ্ত নমস্তুভ্যং নমস্তে ধর্ম্মরূপিণে।
তেষাং ত্বং পালকো নিত্যং নমঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্।
এবং সংপূজ্য বিধিবৎ সৌদাসো ভক্তিভাবতঃ॥
অচিরাৎ পাপ-সম্মুক্তো রাজ্যং কৃত্বা মৃতো নৃপঃ।
নীতোঽহসৌ যমদূতৈশ্চ যমলোকং ভয়ানকম্।
চিত্রগুপ্তস্তদাপৃচ্ছদ্ধর্ম্মরাজো হপি ভারত॥

ধর্ম্মরাজ উবাচ।

সৌদাসোঽহসৌ দুরাচারঃ পাপকর্ম্মরতঃ সদা।
যানি কানি চ পাপানি রাজাসৌ কৃতবান্ ভুবি॥

পৃষ্টোঽসৌ যমরাজেন ধর্ম্মাধর্ম্মবিশারদঃ।
ধর্ম্মরাজং ততঃ প্রাহ চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ ॥
বিপাকং কর্ম্মজং জ্ঞাত্বা তং প্রহৃষ্টোঽব্রবীদ্বচঃ ॥

চিত্রগুপ্ত উবাচ।

জানেঽহং পাপকর্ম্মাসৌ রাজায়ং বিদিতঃ সদা।
ত্বৎপ্রসাদাদহং সৌরে। পূজ্যোঽস্মি বসুধাতলে।
ময়া দত্তং বরং মানং ভক্তস্তেঽহং সদাপ্রিয়ঃ।
ইতি জ্ঞাত্বা বদাম্যত্র রাজা পাপোঽস্তি মে মতিঃ ॥
পূজাং চকার রাজাঽসৌ দৃষ্টা প্রত্যক্ষ শ্যামকীম্।
[illegible]হং দেব। যাতু বিষ্ণুপদং নৃপঃ ॥
যমেনাজ্ঞাপিতো রাজা বৈষ্ণবং পদমাপ্তবান্।
যে চান্তে পূজয়িষ্যন্তি চিত্রগুপ্তং মহীতলে ॥
কায়স্থাঃ পাপনির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি পরমাং গতিম্।
তস্মাৎ ত্বমপি গাঙ্গেয়। পূজাং কুরু বিধানতঃ ॥

[illegible] উবাচ।

মুনের্বচনমাকর্ণ্য ভীষ্মঃ প্রযতমানসঃ।
চকার পূজনং তত্র চিত্রগুপ্তস্য তৎপরঃ ॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু দ্বিতীয়ায়াঞ্চ ভারত।
যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ ॥
অতো যমদ্বিতীয়েতি খ্যাতা লোকে বভূব হ।
তত্রৈব ভগিনীহস্তে ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥
নিত্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্।
দানানি দাপয়েদ্যত্র ভগিন্যৈ চ বিশেষতঃ ॥
কালে তত্র চ সংপূজ্য চিত্রগুপ্তঞ্চ লেখকম্।
চিত্রৈশ্চ চিত্রপুষ্পৈশ্চ রক্তচন্দনমিশ্রিতৈঃ।
নৈবেদ্যং দীয়তে তস্মৈ মোদকং গুড়মিশ্রিতম্ ॥

ভীষ্মোক্ত প্রার্থনা যথা—

উৎপত্তৌ প্রলয়ে চৈব জ্ঞানে দানে কৃতাকৃতে।
লেখকত্বং সদা শ্রীমাংশ্চিত্রগুপ্ত নমোঽস্তু তে ॥
প্রিয়া সহ সমুৎপন্ন সমুদ্রমথনোদ্ভব।
চিত্রগুপ্ত মহাবাহো। মমাদ্য বরদো ভব ॥
চিত্রগুপ্তস্তু সন্তুষ্টো ভীষ্মায় চ বরং দদৌ।
মৎপ্রসাদান্মহাবাহো মৃত্যুস্তে ন ভবিষ্যতি ॥
স্মরিষ্যসি যদা মৃত্যুং তদা মৃত্যুর্ভবিষ্যতি।
ইতি তস্মৈ বরং দত্বা চিত্রগুপ্তো দিবং যযৌ ॥
অনেন বিধিনা যস্তু চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্।
করিষ্যতি মহাবুদ্ধে তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥
ইহৈব বিবিধান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা সর্ব্বান্ মনোরথান্।
অক্ষয়ং বিষ্ণুলোকঞ্চ নরো যাতি ন সংশয়ঃ ॥
চিত্রগুপ্তকথাং দিব্যাং কায়স্থোৎপত্তিসংজ্ঞকাম্।
ভক্তিযুক্তেন মনসা যে শৃণ্বন্তি নরোত্তমাঃ ॥
দীর্ঘায়ুষো ভবিষ্যন্তি সর্ব্বব্যাধি-বিবর্জ্জিতাঃ।
সর্ব্বে বিষ্ণুপদং যান্তি যত্র যান্তি তপোধনাঃ ॥"

দত্তাত্রেয় কহিলেন,—সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ মহানুভব ভীষ্ম ত্রিকালজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আমি ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি ও আশ্রমচতুষ্টয় এবং সঙ্করজাতিগণের উৎপত্তির বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি। হে মুনে! লোক-মধ্যে কায়স্থদিগের উৎপত্তির কথা বিশেষ বিখ্যাত। তাহারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, দানশীল, পিতৃভক্তিপরায়ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ব্যাখ্যানকারক ও যজনগণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক। হে মহাবাহো! এরূপ সদ্‌গুণান্বিত কায়স্থদিগের উৎপত্তির বিষয় বিস্তারিতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সংশয় দূর করিয়া সন্তোষ বিধান করুন।" মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন—হে গাঙ্গেয়! ইতিপূর্ব্বে যাহা তোমার শ্রুতিগোচর হয় নাই; আমি সেই কায়স্থদিগের উৎপত্তির কারণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।—হে ভীষ্ম! যিনি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া প্রতিপালন এবং প্রলয়কালে সংহার করেন, সেই অব্যক্ত পুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা এই জগতের যেরূপ সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন, তাহা কহিতেছি,

শ্রবণ কর। হে ভারত! ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল এবং ব্রহ্মা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দ্বিপদ, চতুষ্পদ, ষট্পদ, কীট, মৎস্য, সরীসৃপাদি প্রাণিবর্গ এবং চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদি এককালে সৃষ্টি করিলেন। তিনি এই প্রকার বহুবিধানে বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া অতি তেজস্বী আপন জ্যেষ্ঠপুত্র কশ্যপকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'হে পুত্র! অতি যত্নপূর্ব্বক এই জগৎ প্রতিপালন কর।' ব্রহ্মা এই প্রকার আদেশ করিয়া তদনন্তর যাহা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। শান্তমানস মহাত্মা কমলাসন সৃষ্টিবিধানানন্তর স্থিরচিত্তে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া ১১০০০ বৎসর সমাধিস্থ হইলেন। তিনি এইরূপ সমাধি অবলম্বন করিলে যাহা হইয়াছিল, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। তদনন্তর অব্যক্তজন্মা সেই ব্রহ্মার কায় হইতে শ্যামবর্ণ, পদ্মলোচন, কম্বুগ্রীব, গূঢ়শিরা ও পরমসুন্দর এক পুরুষ উৎপন্ন হইয়া, লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্রহস্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা সমাধিভঙ্গ করিয়া সম্মুখস্থিত ধ্যানপরায়ণ সুবিচিত্র-গঠন উত্তম ঐ পুরুষকে দর্শন করিলেন এবং সেই পুরুষের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুরুষোত্তম! কে তুমি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ? হে ভীষ্ম! ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তিনি ঐরূপ পৃষ্ট হইয়া কহিলেন, হে নাথ! নিশ্চয়ই আমি আপনার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। অতএব আপনি আমার নাম কি তাহা বলুন। এবং হে তাত! আমার উপযুক্ত কার্য্যে আমাকে নিয়োজিত করুন। পুলস্ত্য কহিলেন, ভগবান্ ব্রহ্মা স্ব-সমুদ্ভব পুরুষের সুমধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত-চিত্তে কহিলেন, হে বৎস! আমি স্থিরচিত্ত হইয়া সুন্দর সমাধিস্থ হইলে তুমি আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। এ নিমিত্ত তুমি সংসারে 'কায়স্থ' নামে খ্যাত হইলে, আর তোমার নাম চিত্রগুপ্ত হইল। ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারার্থ ধর্ম্মরাজের সভায় তোমার স্থান নিরূপিত হইল। তুমি তথায় অবস্থিত হইয়া ক্ষত্রবর্ণাদির ধর্ম্ম প্রতিপালন এবং পৃথিবীতে ন্যায়সমন্বিত প্রজা সৃষ্টি কর। ব্রহ্মা এই বর দান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। হে কুরুবংশবিবর্দ্ধন! অতঃপর চিত্রগুপ্তের বংশকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ভট্টনাগর, সেনক, গৌড়, শ্রীবাস্তব্য, মাথুর, অহিষ্ঠান, শৈকসেন এবং অম্বষ্ঠ চিত্রগুপ্তের এই কয়েক উত্তম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, মহামতি চিত্রগুপ্ত এই সকল বিচারক্ষম পুত্রগণকে দর্শন করিয়া সানন্দচিত্তে পৃথিবীমণ্ডলে স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উপদেশ করিলেন। হে পুত্রগণ! তোমরা স্বর্গকামনা করিয়া সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা, ব্রাহ্মণদিগের পালন, অতিথিসেবা এবং ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারপূর্ব্বক প্রজা-গণের করগ্রহণ করিবে এবং তোমাদিগের কর্ত্তব্য যে যত্নপূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করিয়া স্বর্গ কামনা করিবে। মহাপুরুষেরা যে মহামায়ার প্রভাবে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে যজ্ঞাংশভোজী হন, তোমরাও সর্ব্বদা সেই চণ্ডমুণ্ডমর্দ্দিনী চণ্ডীর ধ্যানপরায়ণ হইয়া গন্ধ-পুষ্প-ধূপদীপাদি নানা উপচারসংযোগে পূজা করিবে। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগের প্রতি পুত্রদাত্রী ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা হইবেন। আর বিপ্রাতিথি অপেক্ষা যে সুরা তাহাও চণ্ডিকাপূজনার্থ তোমাদিগের পেয় হইল। কিন্তু তোমরা লোকক্ষয়ের হিতের নিমিত্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক আমার আজ্ঞা প্রতিপালন

করিবে। চিত্রগুপ্তদেব পুত্রদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী হইলেন। হে ভীষ্ম! আপনি যে আমাকে কায়স্থদিগের উপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। এক্ষণে চিত্রগুপ্তের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।

পুলস্ত্য বলিলেন—"এই পৃথিবীমণ্ডলে সৌদাস নামে এক রাজা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত থাকায় ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিচার করিতেন না। কিন্তু তিনি যে কারণে দিব্য স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন, তৎপুণ্যফল শ্রবণ করুন। ঐ সৌদাস রাজা অত্যন্ত দুরাচার, সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্মে রত ও সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত ছিলেন। রাজনীতি কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিলেন না এবং অতিথিসেবা প্রভৃতি কোন উত্তম কর্ম্ম সাধন করিতেন না। কিছুদিন পরে তিনি এক ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, অদ্যাবধি এই ভূমণ্ডলে কুত্রাপি কেহই কোন দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও দৈব, পিত্র্য এবং আতিথ্য কর্ম্ম করিতে পারিবে না; এই আদেশ করিয়া স্বদেশে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া বিদেশভ্রমণে গমন করিলেন। পৃথিবীমণ্ডলে ব্রাহ্মণাদি যে কেহ বসতি করিতেন, তাঁহারা কেহই যজ্ঞ-হবনাদি করিতে পারিতেন না। হে ভীষ্ম! তদবধি কোথাও কোন পুণ্যকর্ম্ম বা যজ্ঞাদি হইত না। সেই ধর্ম্মবিদূষক রাজা ব্রাহ্মণদিগের কর গ্রহণ করিতেন। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! তাঁহার কর্ম্মফল শ্রবণ করুন। পাপাত্মা সৌদাস কোন সময়ে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে দেখি-লেন যে, কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষে উত্তমা দ্বিতীয়া তিথিতে চিত্রগুপ্তের পূজা কর্ত্তব্য বলিয়া কায়স্থেরা ভক্তিভাবে ধূপদীপাদি নানা উপচারে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিতেছে। সৌদাস রাজা তথায় গমন করিলেন এবং তাঁহাদের পূজা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা এ কাহার পূজা করি-তেছ? তাহারা বলিল, আমরা চিত্রগুপ্তের শুভপূজা করিতেছি। তখন রাজা বলিলেন,—'আমিও চিত্রগুপ্তের পূজা করিব' এই বলিয়া বিধিবৎ স্নানান্তে তাহাদের পূজা দেখিয়া শ্রদ্ধা সহ-কারে চিত্রগুপ্তের পূজা করিলেন। অতঃপর মহীপতি সৌদাস চিত্রগুপ্ত প্রভাবে সদ্যই নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অতএব চিত্রগুপ্তের বিচিত্র প্রভাব ও মাহাত্ম্য তোমাকে কহিলাম। হে নৃপশার্দ্দূল! এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন।

ভীষ্ম মুনিবরের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে মহামুনে! কোন্ বিধানে ও কোন্ মন্ত্রে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন? যাহার পূজা করিয়া সৌদাস রাজা দিব্য স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। পুলস্ত্য কহিলেন, চিত্রগুপ্তের পূজার বিধি কহিতেছি, শ্রবণ করুন। গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাদি উপহার, ঘৃতপক্ক নৈবেদ্য, যথাকালজাত ফল, সুন্দর পট্টবস্ত্র, ভেরীশঙ্খ মৃদঙ্গ ও পটহাদি বাদ্য এবং অন্যান্য নানাবিধ নৈবেদ্য দ্বারা যজ্ঞক ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত হইয়া চিত্রগুপ্তের পূজা করিবেন। জলপূর্ণ নূতন কলসোপরি শর্করাপূর্ণ পাত্র রাখিয়া পূজান্তে দ্বিজাতিদিগকে দান করিবেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে ভোজন করাইবেন।

"হে চিত্রগুপ্ত! তুমি মসীপাত্র, লেখনী ও ছেদনী হস্তে ধারণ করিয়া পৃথিবীমণ্ডলে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। হে চিত্রগুপ্ত! তোমাকে নমস্কার। তুমি সাক্ষাৎ

ধর্ম্মরূপী, তোমাকে নমস্কার। তুমি লোক সকলের নিত্যপালক, তুমি আমাকে মঙ্গলপ্রদান কর, তোমাকে নমস্কার করি।" ইহাই চিত্রগুপ্তের পূজা। হে রাজেন্দ্র! মহারাজ সৌদাসও ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে এইরূপ মন্ত্রদ্বারাই চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করায় অচিরাৎ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, রাজ্যভোগান্তে মৃত্যু হইলে যমদূতেরা তাঁহাকে ভয়ানক যমপুরীতে আনয়ন করিল। তাঁহাকে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, "এই দুরাচার সৌদাস রাজা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত থাকিয়া নিরন্তর সংসারমধ্যে নানাবিধ পাপাচরণ করিয়াছেন।" ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিলে, ধর্ম্মাধর্ম্মবিশারদ মহামতি চিত্রগুপ্ত সৌদাসের কর্ম্মজনিত বিপাক জ্ঞাত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে বলিলেন—

"এই সৌদাস রাজা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত ছিলেন, তাহা আমি জ্ঞাত আছি। হে সূর্য্যপুত্র! তোমার প্রসাদে তোমা কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে আমি পূজ্য হইয়াছি। সৌদাস রাজা পাপকর্ম্ম করিয়াছে বটে, কিন্তু হে দেব! এই পৃথিবীমণ্ডলে একদা আমার পূজা দেখিয়া এই রাজা ভক্তিভাবে আমার পূজা করিয়াছিলেন, সেই হেতু আমি তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুপদ-প্রাপ্ত্যর্থ বর প্রদান করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ বিষ্ণুপদপ্রাপ্তির অনুমতি করিলেন। অতএব পৃথিবীতে যে কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিবেন। অতএব হে ভীষ্ম! তুমিও বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা কর।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, পুলস্ত্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম মহাশয় ভক্তিভাবে কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে যম, যমুনা, চিত্রগুপ্ত ও যমদূত সকলের পূজা করিলেন। এই নিমিত্ত এই তিথির নাম যমদ্বিতীয়া হইল। এই দিনে রক্তচন্দনমিশ্রিত চিত্র বিচিত্র পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি এবং গুড়মিশ্রিত মোদকদ্বারা চিত্রগুপ্তের পূজা করিবে। এই দিন ভগিনী-হস্তপ্রস্তুত অন্নাদি ও গণ্ডূষ পানভোজন করিলে বুদ্ধি, যশঃ, আয়ুর্বৃদ্ধি এবং সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। ভ্রাতা ভোজনান্তে দেয় দ্রব্যাদি ভগিনীকে দিবেন। মন্ত্র—"উৎপত্তি, প্রলয়, ভোগ, দান ও পাপপুণ্যে তুমি লেখক ও শ্রীমান্, হে চিত্রগুপ্ত! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর সহিত উৎপন্ন হইয়াছ। হে মহাবাহো! চিত্রগুপ্ত! অদ্য আমাকে বর প্রদান কর।"

চিত্রগুপ্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিলেন। হে মহাবাহো ভীষ্ম! আমার প্রসাদে তোমার মৃত্যু হইবে না। তুমি যখন ইচ্ছা করিবে, তখন তোমার মৃত্যু হইবে। চিত্রগুপ্তদেব ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এই প্রকারে যাহারা পৃথিবীতে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে নানাবিধ সুখভোগ করিয়া পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবেন। অতএব এই কায়স্থোৎপত্তিপ্রকরণে যে কেহ কায়স্থ চিত্রগুপ্তের কথা ভক্তিভাবে শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘায়ুঃ হইবেন এবং যেখানে তপস্বিগণ যাইয়া থাকেন, মরণান্তে সেই বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন।"

বাচস্পত্য ও শব্দকল্পদ্রুমের ২য় সংস্করণে ভবিষ্যপুরাণের দোহাই দিয়া উপরোক্ত যে বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, আমাদের সংগৃহীত 'চিত্রগুপ্তকথা' নামের তিনখানি ক্ষুদ্র পুথিতে ঐ সকল

বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ তিনখানি পুথির বর্ণনীয় বিষয় এক ও শ্লোকে শ্লোকে মিল হইলেও একখানি হস্তলিপির শেষে "ইতি ভবিষ্যোত্তরে পুরাণে চিত্রগুপ্তকথা" দ্বিতীয় পুথির শেষে "ইতি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে চিত্রগুপ্তকথা", এবং তৃতীয় পুথির শেষে "ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চিত্রগুপ্তকথা সমাপ্তা।" এইরূপ লিখিত আছে। কিন্তু স্কন্দের বিষয়, ভবিষ্য, ভবিষ্যোত্তর, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর এবং পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের ৩।৪ খানি বিভিন্ন স্থানের পুথি দেখিয়াছি, কোন মূলগ্রন্থে উক্ত চিত্রগুপ্তকথা ও ইহার শ্লোকগুলির নিদর্শন পাইলাম না, অথবা নারদপুরাণে যে বিভিন্ন পুরাণের বিষয়ানুক্রমণিকা বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও এই কায়স্থ-মাহাত্ম্য-প্রকাশক চিত্রগুপ্তকথার প্রসঙ্গ নাই। এই সকল কারণেই প্রক্ষিপ্ত মধ্যে গণ্য করিলাম। তবে যাঁহারা এখন চিত্রগুপ্তব্রত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐ বিবরণ অনেক কাজে আসিতে পারে। কিন্তু প্রাচীন কায়স্থজাতির ইতিহাস-নির্ণয় উপলক্ষে ঐ উপাখ্যানটী বিশেষ ফলদায়ক নহে।

পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডের* দোহাই দিয়া অনেকে এই বিবরণটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তদুদ্ভবোঽপি বৈচিত্র্যং জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ॥
চিত্রোবিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞেয়ৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ স্রষ্টাবস্য তু বেধসা॥
অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।
যথার্থবাদিনৌ স্যাতাং শান্তিকর্ম্মণি তাবুভৌ॥
কায়স্থসংজ্ঞয়াখ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বিণৌ।
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ॥
অস্মিন্ সংসারজলধৌ ষড়্‌বিধাঃ কায়বর্ত্তিনঃ।
তত্রস্থকায়বিজ্ঞানাৎ কায়স্থত্বমিহৈতয়োঃ॥
ধর্ম্মরাজস্য সাচিব্যং কুর্ব্বতোঃ শান্তিকর্ম্মণি।
হরেরনুগ্রহাদাসন্ তয়োশ্চিত্রবিচিত্রয়োঃ॥

* আমাদের কোন বন্ধু একখানি জাল পাতালখণ্ডের পুথি দেখাইয়া আমাদিগকেও প্রতারিত করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে বিশ্বকোষে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত পদ্মপুরাণ ও নানাস্থানের ১২ খানি পুথি অনুসন্ধান করিয়াও ঐ শ্লোকগুলি বা বিবরণটীর সন্ধান পাইলাম না। অথবা নারদপুরাণে যে পাতালখণ্ডের বিষয়ানুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যেও উক্ত বিবরণটীর কিছুমাত্র আভাস নাই। ইত্যাদি কারণে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই গ্রহণ করিলাম।

একবিংশতিভেদেন আভ্যাং কায়স্থজাতয়ঃ।
সন্তুষ্টঃ স ততস্তাভ্যাং পৃষ্টঃ স্বাত্মবিচেষ্টিতম্ ॥
অস্মাকং কে চ সংস্কারাঃ কিং বর্ণজা বয়ং প্রভো
তৎ সর্ব্বং কথয়স্বাবাং ভবৎসেবাপরায়ণৌ ॥
ইতি শ্রুত্বা তয়োর্ব্বাক্যমনুমোদ্য পিতামহঃ।
উক্তঃ পৌত্রযুৎকৃষ্টমুবাচ প্রহসন্নিব ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অত্র বর্ণাগ্র উৎকৃষ্টো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
তস্মাবরজতাং যায়াৎ ক্ষত্রিয়ঃ পরিরক্ষকঃ ॥
বিজ্ঞানজীবিতোপায়ী ব্যবহারনয়াম্বিতঃ।
বৈশ্যবর্ণস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্বর্ণদ্বিতয়সেবকঃ ॥
চতুর্থঃ শূদ্রবর্ণঃ স্যাদ্বর্ণত্রিতয়সেবকঃ।
অনেকব্যবহারস্থা ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্র বৈ ॥
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ ॥
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ।
পূর্ব্বপুণ্যবলোৎকর্ষাৎ সাধ্যসাধনভাবিনৌ ॥
এবমাখ্যায় ভগবান্ সর্ব্বামরগণান্বিতঃ।
অন্তর্দধে তয়োরস্তস্থিতঃ প্রত্যক্ষবৃত্তিতঃ ॥

সূত উবাচ।

একবিংশতিসংখ্যকাঃ পংক্তয়স্তৎ পৃথক্ মতাঃ।
আদাবেব হি তদ্বর্ণ্যঃ স্বধর্ম্মকৃতনিশ্চয়ঃ ॥
এতাবৎস্থ চ তাবৎস্থ কথ্যতে চ মহাধিপ।
মিথো ন ভক্তিসম্বন্ধনিষ্ঠয়ে তু কলৌ যুগে ॥
ইমে বীরা ইতি জ্ঞানকথা নহি নিষ্যতি।
অতঃ পৃথক্‌তয়া বর্গাঃ কৃতা ঐকৈকবিংশতিঃ ॥
সূর্য্যধ্বজঃ দ্বিতৌ কৃষ্ণঃ গুণজাতিবিচক্ষণঃ।

প্রথমঃ পুরুষো জ্ঞেয়ো যথার্থস্বাননামবান্ ॥
চিত্রদেবস্য সকাশাৎ পুমান্ স্বয়মজায়ত ।
স সূর্য্যধ্বজ ইত্যাখ্যামবাপ প্রাক্তনক্রিয়া ॥
সূর্য্যধ্বজাকৃতি প্রোক্তং চিহ্নং তস্য প্রবর্ত্ততে ।
দেহে যস্মাৎ ততো জ্ঞেয়ঃ সূর্য্যধ্বজ উদারধীঃ ॥
অহো তেজস্বিনং বেত্তি নাজয়াৎ সকুটম্বিনম্ ।
কুলেষ্টদেবতং যেষাং শ্রীমানাদিত্য এবচ ॥
এবং বিজ্ঞায় কায়স্থো ? ভবং সন্ততিসাত্বিকঃ ।
কুলেষ্টদেবতাত্মানং ত্বামহং পরিপূজয়ে ॥
এবং স্তুতিমতেস্তাসীৎ তস্য বিশ্বতমোদয়ঃ ।
বিবস্বান্ বিশ্বতশ্চক্ষুঃ প্রত্যক্ষঃ করুণানিধিঃ ॥
বরং বরয় ভদ্র ত্বং মত্তঃ সন্তোষবারিধেঃ ।
কিমিচ্ছসি স্তুতিং কুর্ব্বন্ ইত্যাহ গগনস্থিতঃ ॥
বিধেহি তারক মাং ত্বমেবৈকং সকলার্থদম্ ।
স্বস্থানবসতিস্থানং দেহি মে বিশ্বলোচন ॥
এবমাভাষিতঃ সূর্য্যো বরমেব হি দিৎসতে ।
এবমস্ত্বিতি সুব্যক্তং বভাষে ভগবানিদম্ ॥
সূর্য্যধ্বজস্য তস্যৈব নিবাসায় ভুবঃ স্থলে ।
কল্পয়ামাস সূর্য্যাখ্যাং পুরীং পরমশোভনাম্ ॥
সূর্য্যধ্বজাদ্ দ্বিজন্মানো দ্বিতীয়া ইহ ভারতে ।
ভবিষ্যন্তি নিজং কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ শাস্ত্রদর্শিতম্ ॥
আশ্রমং প্রথমং তে চ অনতিক্রম্য বৈদিকং ।
যুক্তিমাসাদ্য বিধিনা গার্হস্থ্যমথলপ্সন্ ।
তত্রাপি ষট্ স্বকর্ম্মাণি চক্রুঃ কেবলয়া ধিয়া ।
বানপ্রস্থা ভবেয়ুশ্চ ততঃ সন্ন্যাসসেবিনঃ ॥
চতুর্থাশ্রমযোগ্যেষু শান্ত্যমার্দবযুক্তমাঃ ।
সর্ব্বত্রবিষয়াসক্তিরহিতাঃ শিবহেতবে ॥

সদা সদাচারপরাঃ পরপ্রাণিহিতে রতাঃ ।
যজ্ঞীয়াং বৃত্তিমাসাদ্য গার্হপত্যাদিসেবকাঃ ॥
দ্বিতীয়স্তু স দ্বিজেন্দ্রশ্চন্দ্রহাস উদারধীঃ ।
চিত্রগুপ্তাখ্যকো জ্ঞাতির্যথা সূর্য্যধ্বজোঽভবৎ ॥
স একদা মুখ্যপুমান্ সখীনাং স্থিতিহেতবে ।
সন্ততৌ চ বিশুদ্ধায়ৈ বিত্তয়ে সমচিন্তয়ৎ ॥
কুলেষ্টদেবতা যস্য চন্দ্রমাঃ সমজায়ত ।
তস্মাদেনং সমারাদ্ধুমভবৎ কৃতনিশ্চয়ঃ ॥
এবং স চ বিনিশ্চিত্য চন্দ্রমসমুপাসিতুম্ ।
যযৌ সুমেরুশিখরং সুপর্ব্বশ্রেণিশোভিতম্ ॥
স্তুত্যানয়ৈবং সন্তুষ্টো রাজা সর্ব্বদ্বিজন্মনাম্ ।
ওষধীনামধিপতির্জহাস শুভবীক্ষণৈঃ ॥
আবিরাসীৎ সমক্ষেঽসৌ চন্দ্রমা মৃগলাঞ্ছনঃ ।
কৃপানিধিরুবাচেদং মধুরং পূর্ণবৎসলঃ ॥
বরং বরয়ত ক্ষিপ্রং যত্তো মনসি নিশ্চিতম্ ।
শ্রুত্বাপি সুভগং পুণ্যং বরয়ামাস সত্বরম্ ॥
দদাসি যদি দেবেশ বাঞ্ছিতং মে দদস্ব তৎ ।
মদীয়বংশবর্গ্যস্তু বাসস্থানমনুত্তমম্ ॥
উপাসনায় তে স্বামিন্ মর্ত্ত্যে চ সন্ততং স্থিতাঃ ।
তস্মাদ্ যাচেহ মে নাথ ভবতা দেয়মর্থবৎ ॥
এবমাভাষিতঃ প্রীত্যা প্রহর্ষ্য পুনরপ্যুত ।
মনঃসংকল্পিতং সর্ব্বমেতাবত্তে ভবিষ্যতি ॥
ভবদ্ভক্তিবশাজ্জাতো হাস্যোঽয়ং ভদ্রবানপি ।
চন্দ্রহাসাভিধানেন সর্ব্বকায়স্থমণ্ডলে ॥
গণ্ডদেশঃ সুতেজস্বী চন্দ্রবংশশোভিতঃ ।
মাহিষ্মতীসমীপস্থ-চন্দ্রহাসাধিবাসকঃ ॥
অতুলস্থিতিমৎ স্থানং পুরং নির্ম্মায় শোভনম্

চন্দ্রহাসাভিধং লেভে কায়স্থজাতিলক্ষণম্ ॥
ভবন্তত্র পুরুষাঃ সত্ত্বৈকগুণমূর্ত্তয়ঃ ।
যথা বৈ লেখনং সর্ব্বে লভিষ্যন্তে চ তে ধ্রুবম্ ॥
এষাং লেখনধর্ম্মোঽস্তু ক্ষত্রবর্ণানুধর্ম্মিণাম্ ।
শ্রীমতাং মুখ্যপুরুষে ময়ি সম্মানদায়িনাম্ ॥
ভগবদ্-ভক্তিচিত্তানাং সর্ব্বজীবহিতাত্মনাম্ ।
ভরদ্বাজপ্রসাদেন সদাচারস্বধর্ম্মিণাম্ ॥
বেদাভ্যাসনস্থতীনাং শ্রৌতস্মার্ত্তানুযায়িনাম্ ।
চিত্রগুপ্তস্য পুণ্যেন সর্ব্বব্যাপারবর্ত্তিনাম্ ॥
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
চন্দ্রহাসস্তদাদেশং চক্রে স বিধিপূর্ব্বকম্ ॥
তত্র স্থিতিমতস্তস্য বহুধা বংশতন্তুভিঃ ।
পুত্রপুত্রজপুত্রাদি-নপ্তৃনপ্তৃজনপ্তৃকৈঃ ॥
চন্দ্রহাসস্য বংশীয়াঃ কৃতযজ্ঞোপবীতিনঃ ।
সুহৃৎসম্বন্ধিতদ্বর্গ-বিত্তৈর্ব্যাপৃতা মহী ॥
তৃতীয়ঃ পুরিচন্দ্রার্কশ্চন্দ্রদেবশ্চতুর্থকঃ ।
পঞ্চমো রবিদাসোঽপি রবিরম্ভশ্চ তৎপরঃ ॥
সপ্তমো রবিধীরঃ স্যাদষ্টমো রবিপূজকঃ ।
গম্ভীরো নবসংখ্যকো দশমঃ প্রভুসংজ্ঞকঃ ॥
একাদশো মহাখ্যাতো বল্লভঃ পরমার্থধীঃ ।
উদারহাসো বিজ্ঞেয়ো রবির্দ্দশসংখ্যকঃ ॥
মধুমানস্তৎপরশ্চ বিশ্বদৈবতসংখ্যয়া ।
তুষ্টঃ সুতুষ্টঃ সর্ব্বজ্ঞো ধীমান্ পঞ্চদশোঽপরঃ ॥
শ্রীগৌরঃ ষোড়শতমো রাজধানী ততঃ পরম্ ।
অষ্টাদশ আনন্দঃ সংপ্রত্যেকোনবিংশতিঃ ॥
বিশ্বাসঃ পঞ্চবৃন্দ একবিংশতমঃ স্মৃতঃ ।
এতেষামনুসন্তানো বিংশবিংশমিতাঃ পুনঃ ॥"

এই জগতের আদিকারণ ভগবান্ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন। তাঁহা হইতেই চিত্র ও বিচিত্র নামক দুই ব্যক্তি উৎপন্ন হন্। তাঁহারা উভয়ে ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী, অসাধুগণের দণ্ডদাতা, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী, শান্তিকর্ম্মস্থাপক এবং কায়স্থ নামে পরিচিত। তাঁহারা কায়স্থ সকলের আদিপুরুষ এবং লেখনকার্য্যে নিপুণতা-হেতু শ্রেষ্ঠকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কামক্রোধাদি কায়বর্ত্তী বহুবিধ-বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া তাঁহারা এই সংসারে কায়স্থ নামে পরিচিত এবং ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ভগবান্ হরির অনুগ্রহে তাঁহাদের দ্বারা একবিংশতিপ্রকার কায়স্থ জাতি উৎপন্ন হইলে একদা তাঁহারা উভয়ে ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে প্রভো! আমরা নিরন্তর আপনার সেবাপরায়ণ, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমরা কোন্‌বর্ণ ও কি প্রকার সংস্কারসম্পন্ন হইব? তাহা আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ সকল বর্ণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিজ্ঞানবিশিষ্ট কর্ম্মোপজীবী ব্যবহারান্বিত ক্ষত্রিয় দ্বিতীয়বর্ণ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সেবক বৈশ্য তৃতীয়বর্ণ। শূদ্র চতুর্থবর্ণ। এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে পৃথিবীতে ব্যবহারোপজীবী যে সকল ক্ষত্রিয় আছে, অক্ষরোপজীবী কায়স্থ তাহাদেরই অন্তর্গত। তোমরা ক্ষত্রিয়, দ্বিজাতি মধ্যে পরিগণিত। তোমাদের উপনয়ন হইয়া থাকে ও তোমাদের বেদে অধিকার আছে।' ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সূত কহিলেন, এই কায়স্থ জাতি একবিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। পূর্ব্বকল্পে তাহাদের যে ধর্ম্ম ছিল, তৎকালে তাহাই তাহাদের স্বধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চিত হইল, কিন্তু হে মহাধিপ! কুলক্রমাগত ধর্ম্মে ভক্তি না থাকিলে কলিযুগে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না এবং 'এই আমার ধর্ম্ম' ইত্যাকার জ্ঞান না থাকিলেও কোনরূপ সিদ্ধিলাভ অসম্ভব; সুতরাং তাদৃশ জ্ঞানের পার্থক্য হওয়ায় এই একবিংশতি-শ্রেণীর ধর্ম্মও পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সূর্য্যধ্বজ। তিনি চিত্রদেবের সংকল্পানুসারে প্রথমে একটী পুরুষরূপে উৎপন্ন হন, পরে ইহার শরীরে সূর্য্যধ্বজের চিহ্ন থাকায় তিনি সূর্য্যধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তাঁহার কুলদেবতা সূর্য্য। সুতরাং তিনি প্রথমে গৃহাশ্রম না করিয়া নিরন্তর সূর্য্যদেবের পূজা ও স্তব করিতেন। ক্রমে তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব একদা প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—'আমি প্রীত হইয়াছি, তুমি অভীষ্টবর প্রার্থনা কর।' সূর্য্যধ্বজ কহিলেন, 'হে বিশ্বলোচন! আপনার নামে আমাকে একটী বসতিস্থান প্রদান করুন।' 'তথাস্তু' বলিয়া সূর্য্যদেব অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যধ্বজের নিবাস জন্য ভূতলে সূর্য্য নামক একটী পুরী কল্পিত হইল। ক্রমে সূর্য্যধ্বজ হইতেই ভারতে বেদ বিভীষ দ্বিজরাগণ উৎপন্ন হইলেন; তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়া প্রথমতঃ বৈদিক আশ্রম অনতিক্রম-পূর্ব্বক বিধি অনুসারে চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক স্বীয় ষট্‌কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী হইলেন এবং সর্ব্ববিষয়েই আসক্তিহীন হইয়া চতুর্থাশ্রম-যোগ্য উত্তম শান্তি আশ্রয় করিলেন। তাঁহারা সদাচারসম্পন্ন, সর্ব্বপ্রাণিহিতকারী এবং যতীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া গার্হপত্যাদির সেবা করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রহাস। যেমন সূর্য্যধ্বজ চিত্রগুপ্তের জাতি, তদ্রূপ এই চন্দ্রহাসও তাঁহার জাতি। চন্দ্রহাসের কুলদেবতা চন্দ্র। এই চন্দ্রহাস

একদিন বন্ধুগণের স্থিতি, বিত্তবৃদ্ধি, ও ধনের নিমিত্ত চিন্তিত হইয়া স্বীয় কুলদেবতা চন্দ্রমাকে একাগ্রমনে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি সুমেরুশিখরে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রের স্তব করায় চন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া হাস্যপূর্ব্বক অভিমত বর জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, আমার বন্ধুগণের বাসের জন্য একটী উত্তম স্থান দান করুন। প্রীত হইয়া চন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, 'তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। তোমার বাক্যে আমি হাসিয়াছি, এজন্য তুমি চন্দ্রহাস নামে কায়স্থমণ্ডলে প্রসিদ্ধ হইবে ও বাহিরতীর নদীগর্ভ চন্দ্রহাস নামক নিবিড় অধীশ্বর হইবে। তোমার বংশধরগণ চন্দ্রহাস নামক পুরীতে বাস করিবে; তাহারা জগন্মঙ্গলকর, সর্ব্বজীবহিতকারী, মহর্ষি অত্রাজের প্রসাদে সদাচারসম্পন্ন, চিত্রগুপ্তের পুণ্যে শ্রৌতস্মার্ত্তাচারী ও সর্ব্বব্যাপারসম্পন্ন হইয়া আদিপুরুষস্বরূপ তোমাকে সম্মান করিবে।' এইরূপ বর দান করিয়া চন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন। চন্দ্রহাস তাঁহার আদেশ বিধিপূর্ব্বক পালন করিলেন। ক্রমে পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে তাঁহার বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার বংশধরগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেন। তৃতীয় সূর্য্যচন্দ্রার্ক। চতুর্থ চন্দ্রদেহ। পঞ্চম রবিদাস। ষষ্ঠ রবিদত্ত। সপ্তম রবিধীর। অষ্টম রবিপূজক। নবম গম্ভীর। দশম প্রভু। একাদশ বসন্ত। দ্বাদশ উদারহাস রবি। ত্রয়োদশ মধুমান। চতুর্দ্দশ ভট্ট। পঞ্চদশ সুভট্ট। ষোড়শ শ্রীগৌর। সপ্তদশ রাজধানা। অষ্টাদশ আনন্দ। ঊনবিংশ সম্ভ্রম। বিংশ বিশ্বাস। একবিংশ পঙ্কজ। এই একবিংশ কায়স্থের প্রত্যেকে আবার বিংশ বিংশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।"

কমলাকরভট্ট 'শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে' ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গাগাভট্ট 'কায়স্থধর্ম্মপ্রদীপে' পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডের দোহাই দিয়া এই কএকটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপঃ পুমান্ বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীম্॥
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্মলেখায় স নিরূপিতঃ॥
ব্রহ্মণাহতীন্দ্রিয়জ্ঞানী-দেবাগ্ন্যোর্যজ্ঞভুক্ স বৈ।
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ॥
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে।
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥"

ক্ষণকাল ধ্যান-নিরত হইলে ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে এক সুন্দর পুরুষ বাহির হইলেন, তিনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত, প্রাণিগণের সদসৎকর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তিনি ধর্ম্মরাজের নিকট নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা দেবাগ্নি মধ্যে সেই ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানী পুরুষকে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা ভোজনকালে ঐ পুরুষকে আহুতি দিয়া থাকেন। ব্রহ্মকায়

হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনি কায়স্থ জাতি নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার বংশসম্ভূত কায়স্থগণ নানাগোত্রে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছেন।

উক্ত বিবরণটি ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডের ৫ খানি হস্তলিপিতে পাওয়া গেল না। উক্ত শ্লোকগুলি মূল মহাপুরাণের অন্তর্গত অথবা প্রক্ষিপ্ত কিনা? তৎপক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ রহিল। কমলাকরভট্ট-বিরচিত নির্ণয়সিন্ধুপাঠে জানা যায়, তিনি ১৬১২ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। সুতরাং অন্যূন আড়াইশত বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহারই রচিত শূদ্রকমলাকরে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গাগাভট্টও ঐ শ্লোকগুলি লিখিয়াছেন। সুতরাং শ্লোকগুলির মৌলিকত্ব সম্বন্ধে উভয়েই দায়ী। সৃষ্টিখণ্ডে যে প্রকৃত বচন পাওয়া গিয়াছে, তাহা পরে উদ্ধৃত করিয়াছি।

প্রকৃত পুরাণবর্ণিত কায়স্থ।

এখন দেখা যাউক, প্রচলিত পুরাণে কায়স্থ কিরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

১—অগ্নিপুরাণে এই বচনটী পাওয়া যায়—

"চাটতস্কর দুর্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষ্যাঃ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ।
রক্ষিতা তদ্ভয়েভ্যস্তু রাজ্ঞো ভবতি সা প্রজা॥" (অগ্নিপুরাণ ২২৩।১২)

রাজবল্লভ ও তস্করগণ, বিশেষতঃ কায়স্থগণ প্রজাপীড়নে প্রবৃত্ত হইলে বিট-ভীতা স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রজা রক্ষা করা রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য ও পরম ধর্ম।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও অগ্নিপুরাণের বচন দ্বারা বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বকালে কায়স্থেরা অতিশয় প্রজাপীড়ক, ধূর্ত্ত ও নির্দয় ছিল, সেইজন্য তাহাদের হস্ত হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কায়স্থেরা রাজসভায় লেখক এবং সান্ধিবিগ্রহীর কার্য্য করিত। পূর্ব্বকালে কায়স্থের হস্ত হইতেই ব্রহ্মোত্তরাদি ভূমিদান, সীমানির্দ্দেশ, দান প্রভৃতি শাসনপত্র লিখিত হইত এবং তাহারা উপস্থিত থাকিয়া ঐ সকল ভূম্যাদির দানকার্য্যাদি সমাধা করিত। এতদ্ভিন্ন অপরার্কের নিবন্ধ হইতে জানা গিয়াছে, কায়স্থেরাই "করাধিকারী" বলিয়া গণ্য ছিল। এই অবস্থায় তাহাদের হস্তে থাকায় তাহারা সুবিধামত যে কোন লোক, তাহার নিকট অন্যায়রূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে কাতর হইত না। অনেক সময়ে অন্যায়রূপে অর্থ সংগ্রহ করিত এবং সেইজন্য বোধ হয় অনেকেই তাহাদের উৎপীড়িত হইত। কায়স্থের রাজার অতি 'প্রিয়পাত্র' ছিল বলিয়া তাহাদের কোন

অনিষ্টাচরণ করিতে কোন প্রকা[illegible] হইবে না, সুতরাং তাহাদের ঐ সকল অত্যাচার হইতে প্রজা রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজার প্রতি ধর্মশাস্ত্রে আদেশ বিহিত হইয়াছে। কারণ তাহাদের উপর রাজার বিশেষ দৃষ্টিপাত না থাকিলে, তাহারা আপন ইচ্ছানুসারে সামান্য পয়সার একজনের ভূমি অপরকে দান করিয়া তাহাকে সর্বস্বান্ত, পিতৃপিতামহের বাসস্থান হইতে নির্বাসিত ইত্যাদিরূপ নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটাইতে পারে এবং তাহাতে রাজ্যমধ্যে ঘোর অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কায়স্থ-জাতির প্রতি কটাক্ষ করিবার পরেই লিখিত হইয়াছে—

"সীমাপহারী দুষ্টশ্চ ভূমিচৌরশ্চ হিংসকঃ।
ভূমিদানাপহারী চ কালসূত্রং ব্রজেদ্ধ্রুবম্॥" (ব্রহ্মখণ্ড ৮৫।১৩৪)

সীমাপহরণকারী, দুষ্ট, ভূমিচৌর, হিংসাকারী এবং যে ভূমিদান অপহরণ করে, সে নিশ্চয়ই কালসূত্র-নরকে গমন করে।

এ জন্যই মনু বিধি করিয়াছেন—

"কূটশাসনকর্তৄংশ্চ * প্রকৃতীনাঞ্চ দূষকান্।
স্ত্রীবালব্রাহ্মণঘ্নাংশ্চ হন্যাদ্বিট্‌সেবিনস্তথা॥
অমাত্যাঃ প্রাড়্‌বিবাকো বা যৎকুর্য্যুঃ কার্য্যমন্যথা।
তৎ স্বয়ং নৃপতিঃ কুর্য্যাৎ তান্ সহস্রঞ্চ দণ্ডয়েৎ॥" (মনুসংহিতা ৯।২৩২)

মিথ্যারাজশাসনপত্রলেখক, প্রকৃতিবর্গের ভেদকারী, স্ত্রী, বালক ও ব্রাহ্মণহন্তা এবং শত্রুসেবীকে রাজা বধ করিবেন। অমাত্য অথবা প্রাড়্‌বিবাক যদি কোন অর্থী প্রত্যর্থীর অভিযোগ অন্যথা নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, তবে রাজা স্বয়ং ঐ অভিযোগের পুনর্বিচার করিবেন এবং অন্যায় বিচারকারীদিগকে সহস্র পণ দণ্ড করিবেন।

বাস্তবিক মসিবিগ্রহকারী কায়স্থগণ সকলেই যে উক্ত প্রকার অত্যাচারী ছিল, তাহা নয়; ব্রহ্মবৈবর্তের 'সৎসু সজ্জনঃ সোঽপি কায়স্থঃ' এই বচন দ্বারা উক্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইতেছে। মিতাক্ষরার মতে, কায়স্থেরা রাজার অতি প্রিয়পাত্র, অতিমায়াবী ও অতি দুর্দ্ধর্ষ। অতি প্রিয়পাত্র বলিয়া রাজকর্মচারী কায়স্থের উপর রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিতে পারে। তাই বোধ হয় যাজ্ঞবল্ক্য কায়স্থগণ উল্লেখের পরই বলিয়াছেন—

"যে রাষ্ট্রাধিকৃতাস্তেষাং চারৈর্জ্ঞাত্বা বিচেষ্টিতম্।
সাধূন্ সংমানয়েদ্রাজা বিপরীতাংস্তু ঘাতয়েৎ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৩৮)

রাজা যাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, গোয়েন্দা দ্বারা তাহাদিগের আচরণ

---

* 'কূটশাসনক[illegible] [illegible] রাজাদিভিঃ [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]

জানিয়া যাহারা সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদিগকে সম্মানিত এবং যাহারা অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন।

২—পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে পুষ্করমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"কায়স্থা দাসবর্গাশ্চ দুহিতা কৃপণং পরম্।
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেন্নিত্যমসজ্বরঃ।" (১৪ অঃ)

কায়স্থগণ, দাসবর্গ ও কন্যা এই তিন কৃপণের (দীনের) নিকট তিরস্কৃত হইলেও সর্ব্বদাই সহ্য করিবে।

৩—স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে চিত্রগুপ্ত 'কায়স্থ' বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন এবং তাঁহার উৎপত্তি-কথা এইরূপ বর্ণিত আছে—

"মিত্রো নাম পুরা দেবি ধর্ম্মাত্মাভূদ্ধরাতলে ॥২
কায়স্থঃ সর্ব্বভূতানাং নিত্যং প্রিয়হিতে রতঃ।
তস্যাপত্যং দ্বয়ং যজ্ঞে ঋতুকালাভিগামিনঃ ॥৩
পুত্রঃ পরমতেজস্বী চিত্রো নাম বরাননে।
তথা চিত্রাভবৎ কন্যা রূপাঢ্যা শীলসগুনা ॥৪
তাভ্যাং তু জাতমাত্রাভ্যাং মিত্রঃ পঞ্চত্বমাপ্তবান্।
অথ তস্য চ সা ভার্য্যা সহ তেনাগ্নিমাবিশৎ ॥৫
অথ তৌ বালকৌ দীনাবৃষিভিঃ পরিপালিতৌ।
বৃদ্ধিংগতৌ মহারণ্যে বালাবেব স্থিতৌ ব্রতে ॥৬
প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য তপঃ পরমমাস্থিতৌ।
প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং ভাস্করং বারিতস্করম্ ॥৭
পূজয়ামাস ধর্ম্মাত্মা ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ।
বসিষ্ঠকথিতৈশ্চৈব অষ্টষষ্টিসমন্বিতৈঃ ॥৮
এবংস্তুতবতস্তস্য চিত্রস্য বিমলাত্মনঃ।
তস্য তুষ্টঃ সহস্রাংশুঃ কালেন মহতা বিভুঃ ॥৩১
অব্রবীদ্বৎস ভদ্রং তে বরং বরয় সুব্রত।
সোঽব্রবীদ্যদি মে তুষ্টো ভগবাংস্তীক্ষ্ণদীধিতিঃ ॥৩২
প্রৌঢ়ত্বং সর্ব্বকার্য্যেষু জায়তাং মে রুচিস্তথা।
তথেত্যেতি প্রতিজ্ঞাতং সূর্য্যেণ বরবর্ণিনি ॥৩৩

তত: সর্ব্বজ্ঞতাং প্রাপ্তশ্চিত্রো মিত্রকুলোদ্ভবঃ।
তং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মরাজস্তু বুদ্ধ্যা চ পরয়া যুতঃ ॥৩৪
চিন্তয়ামাস মেধাবী লেখকোঽয়ং ভবেদ্‌যদি।
ততো মে সর্ব্বসিদ্ধিস্তু নিবৃত্তিশ্চ পরা ভবেৎ ॥৩৫
এবং চিন্তয়তস্তস্য ধর্ম্মরাজস্য ভামিনি।
অগ্নিতীর্থগতশ্চিত্রস্নানার্থং লবণাম্ভসি ॥৩৬
স তত্র প্রবিশন্নেব নীতস্তু যমকিঙ্করৈঃ।
সশরীরো মহাদেবি যমাদেশপরায়ণৈঃ ॥৩৭
স চিত্রগুপ্তনামাভূদ্বিশ্বচারিত্রলেখকঃ ॥" (প্রভাসখণ্ড ১২৩ অঃ)

হে দেবি! পুরাকালে এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বভূতের প্রিয় ও হিতকর মিত্র নামে এক ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন। বহুকালে গমন করিয়া তিনি পরম তেজস্বী চিত্র নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহার রূপগুণশালিনী চিত্রা নামে একটী কন্যাও হইয়াছিল। এই দুইটী পুত্রকন্যা জন্মিবামাত্রই মিত্র পরলোকে গমন করায় তাঁহার পত্নীও তাঁহার সহিত চিতাগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অসহায় শিশু পুত্র-কন্যা দুইটী ঋষিগণ কর্ত্তৃক মহারণ্যে প্রতিপালিত হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহারা বালক অবস্থায়ই ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রভাস-ক্ষেত্রে গমন করিল এবং তথায় গিয়া মহাদেব ও সূর্য্যের মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া ধূপ, মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে তপস্যা করায় কিছু দিন পরে ভগবান্ সূর্য্যদেব পরিতুষ্ট হইয়া চিত্রকে বলিলেন, "হে সুব্রত! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর প্রার্থনা কর।" চিত্র বলিল, হে ভগবন্! আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার সর্ব্বকার্য্যে দক্ষতা ও স্পৃহা জন্মে। হে বরবর্ণিনি! সূর্য্যদেব "তথাস্তু" বলিয়া তাহাকে বর প্রদান করিলেন। পরে চিত্র সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ চিত্রকে তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন জানিতে পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদি এই মেধাবী আমার লেখক হয়, তবে আমার সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে। হে ভামিনি! ধর্ম্মরাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া একদা স্নানার্থ লবণ-সমুদ্র-প্রবিষ্ট চিত্রকে অগ্নিতীর্থ হইতে স্বীয় অনুচরবর্গদ্বারা নিজ পুরে আনয়ন করিলেন। সেই চিত্রই সর্ব্বলোক-চরিত্রলেখক চিত্রগুপ্ত নামে বিখ্যাত হন।

৪—গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানান্তু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ ॥" (উত্তরখণ্ড ১৪।২)

তথায় (যমলোকে) বিংশতি-যোজন-বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর আছে, সেখানে কায়স্থগণ সকলের পাপপুণ্য বিচার করিয়া থাকেন।

৫—স্কন্দপুরাণের রেণুকামাহাত্ম্যে (৬৭ অধ্যায়ে) লিখিত আছে,—

"এবং হত্বাহর্জ্জুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্।
অযথাবৎ স তান্ হন্তং সর্ব্বানেবাহয়াবয়ান্ ॥১৩
কেচিৎ গগনমাশ্রিত্য কেচিৎ পাতালমাবিশৎ ॥১৪
কেচিদ্বৈতালিকাঃ শূরাঃ রাজানস্তদ্ভয়ার্দ্দিতাঃ।
সগর্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্য্যা দাল্‌ভ্যাশ্রমং গতা ॥১৯
হুমন্তশ্চ স যাং কন্যাং চন্দ্রসেনস্য দত্তবান্।
তস্যাঃ শাপমভূদ্রাজন্ দুর্ব্বাসা চ ঋষেস্ততঃ ॥২০
ততো রামঃ সমায়াতো দাল্‌ভ্যাশ্রমমনুত্তমম্।
পূজিতো মুনিনা রামো হর্ঘ্যপাদ্যাসনাদিভিঃ ॥২১
অথ মধ্যাহ্নসময়ে তস্মৈ ভোজনমাদয়াৎ।
দদৌ দাল্‌ভ্যো মুনিশ্রেষ্ঠো ভার্গবায় মহাত্মনে ॥২২
ভোজনাবসরে তত্র গৃহীত্বাপোহশনং করে।
রামস্ত যাচয়ামাস হৃদিস্থং মনসোরথম্ ॥২৩
তস্মৈ প্রাদান্মুনিঃ কামং ভার্গবায় মহাত্মনে।
যাচয়ামাস রামাদ্বৈ কামং দাল্‌ভ্যো মহামুনিঃ ॥২৪
ততো তৌ পরমপ্রীতৌ ভোজনং চক্রতুর্ম্মুদা।
ভোজনান্তে মহাভাগাবাসনে উপবিশ্য চ ॥২৫
তাম্বূলানন্তরং দাল্‌ভ্যো পপ্রচ্ছ ভার্গবং প্রতি।
যৎ ত্বয়া প্রার্থিতং দেব তৎ ত্বং শংসিতুমর্হসি ॥২৬

রাম উবাচ।

তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ ॥২৭
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহী স্ত্রী সগর্ভা মহামুনে।
ততো দাল্‌ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥২৮।

যন্ময়া প্রার্থিতং দেব তন্মে দাতুং ত্বমর্হসি ।
ততঃ স্ত্রিয়ং সমাহূয় চন্দ্রসেনস্য বৈ মুনিঃ ॥২৯
ভীতা সা চপলাপাঙ্গী কম্পমানা সমাগতা ।
রামায় প্রদদৌ তত্র রামঃ প্রীতমনা অভূৎ ॥৩০
যং ত্বয়া প্রার্থিতং বিপ্র ভোজনাবসরে পুরা ।
তন্মে শংস মহাভাগ দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥৩১

দাল্ভ্য উবাচ ।

প্রার্থিতং যন্ময়া পূর্ব্বং রামদেব জগদ্গুরো ।
স্ত্রীগর্ভস্থমমুং বালং তন্মে দাতুং ত্বমর্হসি ॥৩২
ততো দাল্ভ্যং ব্রবীদ্রামো যদর্থমিহমাগতঃ ।
ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং তৎ ত্বং যাচিতবানসি ॥৩৩
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থং গর্ভমুত্তমং ।
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভম্ ॥৩৪
জায়মানো যদা বালো ক্ষাত্রধর্ম্মা ভবিষ্যতি ।
দৃষ্টৌবৈ ক্ষাত্রধর্ম্মাৎ তু বারয়িতুঞ্চ ত্বমর্হসি ॥৩৫
ততো দাল্ভ্যঃ প্রত্যুবাচ ভার্গবং প্রতি হর্ষিতঃ ।
মা কুরুষাত্র সন্দেহং দুর্বুদ্ধির্ন ভবিষ্যতি ॥৩৬
এবং রামো মহাবাহুর্হিত্বা তং গর্ভমুত্তমং ।
নির্জগামাশ্রমাৎ তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ ॥৩৭

*　　*　　*　　*

একাকী নির্জ্জয়ো রামো ঘাতয়ন্ বত্তীং তদা ।
মহীং বভ্রাম তান্ প্রেক্ষন্ কল্পান্তাগ্নিসমপ্রভঃ ॥৪১

*　　*　　*　　*

পুত্রান্ পৌত্রাংস্তথা বন্ধূন্ পিতৃন্ জাতীন্ সখীংস্তথা ।
ঘাতয়ামাস তান্ রামো স্ত্রীণাং গর্ভেষু সংস্থিতান্ ॥৪০
কায়স্থ এষ উৎপন্নো ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ ততঃ ।
রামাজ্ঞয়া স দাল্ভ্যেন ক্ষাত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ ॥৪৪

বতকায়স্থবর্গোঽথৈব চিত্রগুপ্তস্ত যঃ স্মৃতঃ ।
প্রাগুক্তকায়স্থনামধারেখ্যা মুক্তিশ্চ সুহৃতাম্ ॥৪৫
তস্য ভার্য্যাকৃতা চিত্রগুপ্ত-কায়স্থবংশজা ।
তদ্বংশজাশ্চ কায়স্থাঃ দাল্‌ভ্যগোত্রাস্ততোঽভবন্ ॥৪৬
দাল্‌ভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ ।
সদাচাররতা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে ॥৪৭
দেবদ্বিজপিতৃণাং বৈ অতিথীনাঞ্চ পূজকঃ ।
যজ্ঞদানতপঃশীলা ব্রততীর্থরতাঃ সদা ॥৪৮"

পরশুরাম এইরূপে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিহত করিয়া ধনুকে নিশিত শরসমূহ সন্ধানপূর্ব্বক অন্যান্য অসুর বংশীয়দিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন। অসুরগণ ভীত হইয়া কেহ গহনতল আশ্রয় করিল, কেহ বা পাতালে প্রবেশ করিল, কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া ভূতলে ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সময় ভয়-বিতাড়িত কএকজন রাজা ও চন্দ্রসেনের গর্ভবতী ভার্য্যা মহর্ষি দাল্‌ভ্যের আশ্রমে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজা চন্দ্রসেন দুষ্মন্ত-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, হে রাজন্! উহার পরই মহর্ষি দুর্ব্বাসা ঐ কন্যাকে শাপ প্রদান করেন। অনন্তর পরশুরাম রমণীয় দাল্‌ভ্যাশ্রমে উপনীত হইয়া মুনি কর্ত্তৃক পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসনাদি দ্বারা পূজিত হইলেন। পরে মধ্যাহ্নকাল উপনীত হইলে মহর্ষি দাল্‌ভ্য যত্নপূর্ব্বক ভৃগুনন্দনকে আহারীয় বস্তু প্রদান করেন। পরশুরাম ভোজন-সময়ে স্বীয় করে জল ও আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করিয়া মহর্ষি দাল্‌ভ্যের নিকট স্বীয় মনোরথ প্রকাশ করিলেন। মহামুনি দাল্‌ভ্য ভার্গবকে তাঁহার অভীষ্ট প্রদানে সম্মত হইয়া স্বয়ংও তাঁহার নিকট একটী বর প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর উভয়েই প্রীত হইয়া ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং ভোজনান্তে আসনে উপবেশন করিয়া তাম্বূল-গ্রহণান্তে মহর্ষি দাল্‌ভ্য ভার্গবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দেব! ইহার পূর্ব্বে আপনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করুন।" ভার্গব কহিলেন, "হে মহাভাগ! ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেন রাজার গর্ভবতী স্ত্রী আপনার আশ্রমে আসিয়াছে, আপনি তাহাকে প্রদান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।" দাল্‌ভ্য কহিলেন, "আমি তাহাকে প্রদান করিব। কিন্তু আমি আপনার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাও আপনি আমাকে দান করুন।" অনন্তর মহর্ষি দাল্‌ভ্য সেই ভয়-বিকম্পিতা কমলাক্ষী চন্দ্রসেনপত্নীকে আহ্বান করিয়া পরশুরামের নিকট সমর্পণ করিলেন। পরশুরাম তাহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া মহর্ষিকে বলিলেন, "হে বিপ্র! ভোজন-সময়ে আপনিও আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা বলুন, আমি প্রদান করিতেছি।" দাল্‌ভ্য কহিলেন, "হে জগদ্গুরো! আমি এই চন্দ্রসেন-পত্নীর গর্ভস্থ বালকটীকে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি সমর্পণ করুন।" ভার্গব কহিলেন,

আমি ক্ষত্রিয়দিগের বিনাশ করিয়া থাকি, আমি যাহার নিমিত্ত এই আশ্রমে আসিয়াছি, তাহাই আপনি প্রার্থনা করিলেন; অতএব এই ক্ষত্রিয় বালকের অভিধানে 'কায়স্থ' এই নামই হইল। কিন্তু জন্মগ্রহণ করিয়া এই বালক যদি ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী হয়, তবে আপনি ইহাকে ঐ ধর্ম হইতে নিবারণ করিবেন।" দাল্ভ্য কহিলেন, "আপনি এ বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না, এ কখনই ক্ষাত্র-ধর্ম্মাবলম্বী হইবে না।" ভৃগু-নন্দন এইরূপে সেই গর্ভস্থ বালককে পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি দাল্ভ্যের আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম একাকীই নির্ভীকচিত্তে তদানীন্তন ক্ষত্রিয় নরপতিদিগকে বিনাশ করিয়া প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় এই সমগ্র পৃথিবী-মণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়দিগের বিনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, জ্ঞাতি, এমন কি গর্ভস্থ শিশুদিগকেও হত্যা করিতে লাগিলেন। যাহাহউক পূর্ব্বোক্তরূপে ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে কায়স্থের জন্ম হয়। পরশুরামের আদেশ অনুসারেই দাল্ভ্য মুনি কায়স্থ বালককে ক্ষাত্রধর্ম হইতে পৃথক্ করিয়া দিলেন। বালকের নাম কায়স্থ হইল, বলিয়া ঐ বালককে চিত্রগুপ্তের প্রসিদ্ধ কায়স্থ-ধর্ম এবং রাজাদিগের লেখ্যবৃত্তি প্রদান করিলেন। চিত্রগুপ্ত-বংশজাত কোন এক কন্যা ঐ বালকের ভার্য্যা হইল। পরে তাঁহার বংশোৎপন্ন কায়স্থগণ দাল্ভ্য-গোত্ররূপে পরিচিত হইল। মহর্ষি দাল্ভ্যের উপদেশে কায়স্থগণ সত্যবাদী, ধার্ম্মিক ও সদাচার-সম্পন্ন হইয়া হরিহরার্চ্চনে রত হইল এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতৃ ও অতিথিদিগের পূজায় রত হইয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা, সংস্কার এবং তীর্থ-কার্য্যে সর্ব্বদা আসক্ত হইল।

পাঠারপ্রভুর উৎপত্তি।

৬—স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি-খণ্ডে (২১ অঃ) সূর্য্যবংশীয় প্রভু-কায়স্থগণের * উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং শ্রুতিসম্মতম্।
পাঠারীয়-প্রভূণাং বৈ হ্যুৎপত্তিং কথয়ামি তে ॥১
ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা কশ্যপাদিমুনীশ্বরাঃ।
কশ্যপস্য সুতঃ শ্রীমান্ সূর্য্যো ভাস্বান্ জগৎপ্রভুঃ ॥২
জগচ্চক্ষুর্দ্দর্শনায় বিশ্বসাক্ষী সহস্রপাৎ।
বৈবস্বতো মনুস্তস্মাৎ সূর্য্যাৎ সমভবৎ কিল ॥৩
তস্মিন্ কুলে সমুৎপন্নো দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ।

* সূর্য্যবংশীয় কায়স্থগণ অদ্যাপি মহারাষ্ট্রে বাস করিতেছেন।

জাতো বলাকঃ পুত্রশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪
দিলীপাৎ তু রঘুর্জজ্ঞে তস্মাদজসমুদ্ভবঃ।
অজাদ্দশরথো জাতস্তৎপুত্রো রাম ইত্যভূৎ ॥৫
রামাৎ কুশঃ কুশাজ্জজ্ঞে হ্যতিথির্নাম ভূপতিঃ।
অতিথের্নিষধো জাতো নভশ্চস্ততো হ্যভূৎ ॥৬
পুণ্ডরীকস্ততো জজ্ঞে ক্ষেমধন্বা ততঃ স্মৃতঃ।
দেবানীকস্ততো হ্যাসীদ্‌হীনো নাম চ তৎসুতঃ ॥৭
দলো রাজা ততো জাতঃ শীলস্তৎসুত ইত্যভূৎ।
উন্নাভস্তৎসুতো জজ্ঞে বজ্রনাভস্ততঃ পরম্‌ ॥৮
খগুনস্তৎসুতো হ্যাসীদ্ব্যুষিতশ্চ ততঃ পরম্‌।
তস্মাদ্‌বিশ্বসহশ্চাসীদ্‌ব্রাহ্মণ্যো ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ ॥৯
হিরণ্যনাভ ইতি বৈ তৎসুতঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।
কৌশল্যস্তৎসুতো জজ্ঞে তস্মাৎ সোনসুতঃ প্রভুঃ ॥১০
ব্রহ্মিষ্ঠশ্চাত্মজস্তস্য পুষ্যস্তৎসুত ইত্যভূৎ।
তস্মাৎ সুদর্শনো নাম হ্যগ্নিবর্ণস্ততঃ স্মৃতঃ ॥১১
তস্য বঙ্কো নৃপো জজ্ঞে হ্যশ্বপতিরিতীরিতঃ।
অপুত্রঃ সোঽভবদ্রাজা পুত্রার্থং যত্নবানভূৎ ॥১২
ঋষীণাং সম্মতিং কৃত্বা পুত্রেষ্টিং কৃতবানিতি।
সর্ব্বস্বং দক্ষিণাং তত্র ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদত্তবান্‌ ॥১৩
নারায়ণঃ প্রসন্নোঽভূদ্বাক্যমেতদুবাচ হ।
ভৃগুঃ প্রসন্নঃ কর্ত্তব্যঃ স তে পুত্রং প্রদাস্যতি ॥১৪
ভৃগুঃ প্রসাদিতস্তেন বিচারং কৃতবানিতি।
সমীপস্থান্‌ মুনীন্‌ সর্ব্বান্‌ দ্বাদশাদিত্যসন্নিভান্‌ ॥১৫
উত্তস্য যদি দাস্যামি তেষাং কোপো ভবেত্ততঃ।
তাবদ্ভির্নিজবিদ্যাভির্দাপয়ামাস বৈ মনূন্‌ ॥১৬
সংখ্যাকান্‌ দ্বাদশ মন্ত্রান্‌ দাপয়ামাস বৈ মুনীন্‌।
তে মন্ত্রা ঋষিবক্ত্রোত্থাঃ সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ ॥১৭

জনস্তপসা শ্রেষ্ঠান্ তানৃষীন্ প্রব্রবীমি তে ।
ভারদ্বাজঃ পুতমাক্ষো বশিষ্ঠঃ কশ্যপস্তথা ॥১৮
হারীতো বৃদ্ধবিষ্ণুশ্চ তথা জন্ম-জনার্দ্দনঃ ।
শৌনকঃ কৌণ্ডিন্যশ্চৈব মাণ্ডব্যঃ কৌশিকস্তথা ॥১৯
বিশ্বামিত্রঋষিঃ শ্রেষ্ঠো দ্বাদশৈতে প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
মুনিপ্রণীতা মন্ত্রাস্তে তেষাং বৈ দেবতাঃ শৃণু ॥২০
প্রভাবতী কালিকা চ চণ্ডিকা চ ততঃ স্মৃতা ।
মহালক্ষ্মী ইতি প্রোক্তা তথা যোগীশ্বরীতি চ ॥২১
ইন্দ্রাণী চৈব কামাক্ষী হেকবীরাম্বিকা তথা ।
মাহেশ্বরী তথা দুর্গা কথিতা হনুপূর্ব্বশঃ ॥২২
অম্বুজো দেবকশ্চৈব পৃথুর্বৈ ঋতুপর্ণকঃ ।
জয়ঃ সুশিক্ষঃ সৌবামঃ সুমন্তঃ কৌণ্ডিনস্তথা ॥২৩
মণ্ডূকঃ কুচিকশ্চৈব মার্ত্তণ্ডশ্চ ততঃ স্মৃতঃ ।
ভারদ্বাজকুলীনশ্চ যুক্তিযুক্তশ্চ ধীমতাম্ ॥২৪
প্রভাদেব্যাশ্চ ভক্তস্তু ধার্ম্মিকস্তু দমস্তু চ ।
ঋষেরম্বুজবংশস্তু বিস্তারং চ ব্রবীমি তে ॥২৫
অম্বুজস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কৃপারত্তৎসুতো হ্যভূৎ ।
বরুণার্ণবস্ততঃ প্রোক্তঃ সিদ্ধিমাধবস্ততঃ পরম্ ॥২৬
তস্মাৎ সুধর্ম্মিঃ সঞ্জাতঃ কঙ্কণশ্চ ততঃ পরম্ ।
মাদল্যশ্চ কৃপশ্চৈব মৃতবীজশ্চ তৎসুতঃ ॥২৭
ভাবিতশ্চ ততো জ্ঞেয় ইত্যেতে হ্যম্বুজাঃ সুতাঃ ।
কালিকায়াস্তু ভক্তস্তু পুতমাক্ষমুনেঃ কুলে ॥২৮
জাতস্য দেবকস্যাপি বিস্তারং প্রব্রবীম্যহম্ ।
দেবকস্য সুতঃ প্রোক্তো হিরণ্য ইতি নামতঃ ॥২৯
তস্মাৎ সুতনামা চ রৈবতশ্চ ততঃ পরম্ ।
জয়বত্তততঃ প্রোক্তস্তস্মাৎ দুর্জ্জয়ো নৃপঃ ॥৩০
মন্মথশ্চ ততো জ্ঞেয়ঃ মতঙ্গশ্চ ততঃ পরম্ ।

সারঙ্গস্তৎসুতো জ্ঞেয়ঃ সারঙ্গাললালনঃ ॥৩১
ধনদস্তৎসুতঃ প্রোক্তো সুবাহুশ্চ ততঃ পরম্।
পূতমাঙ্কবুলে চৈতে জাতাঃ পরমধার্ম্মিকাঃ ॥৩২
চণ্ডিকায়াশ্চ ভক্তস্য বাসিষ্ঠস্য মহামুনেঃ।
গোত্রবংশস্য চ পৃথোর্বিংশং সম্যগ্বদাম্যহম্ ॥৩৩
পৃথোস্তু বণস্তুপালোরন্তিজিচ্চ ততঃ পরম্।
রন্তিনাথস্ততো জ্ঞেয়ো রন্তিকালস্ততঃ পরম্ ॥৩৪
কির্ম্মিরী তৎসুতঃ প্রোক্তো গূঢ়নাভিশ্চ তৎসুতঃ।
দৃঢ়িশ্চ তৎসুতঃ প্রোক্তঃ কেতুমালী ততঃ পরম্ ॥৩৫
বাসিষ্ঠাঃ পার্থিবা জ্ঞেয়াশ্চণ্ডিকাঃ কুলদেবতাঃ।
কশ্যপস্য মুনেগোঁত্রে ঋতুপর্ণনৃপস্য চ ॥৩৬
মহালক্ষ্ম্যাঃ পাদপদ্মসেবকস্য মহাত্মনঃ।
ব্রবীমি বংশবিস্তারং গুণগৌরবমাদরাৎ ॥৩৭
ঋতুপর্ণাদ্বারুণকো বারুণিশ্চ ততঃ পরম্।
তস্মাচ্চ গোপতির্জ্ঞেয়ো ধ্রুতধন্বা ততঃ পরম্ ॥৩৮
শিলীরক্ষুস্ততো জ্ঞেয়স্তৎসুতঃ পুত্রবানিতি।
সিদ্ধপূর্ণস্ততো জ্ঞেয়ো হ্যপাঙ্গশ্চ ততঃ পরম্ ॥৩৯
শব্দভেরী ততো জ্ঞেয়শ্চিত্রকশ্চ ততঃ পরম্।
রুচিরশ্চ ততো জ্ঞেয়ো বজ্রপাণিস্তথা পরম্ ॥৪০
মধুরশ্চ ততঃ প্রোক্তো ব্রহ্মবিষ্ণুস্ততঃ পরম্।
কাশ্যপা ঋতুপর্ণাশ্চ মহালক্ষ্মীপ্রসেবকাঃ ॥৪১
হারীতস্য কবের্বংশে জয়নাভজানসনৃপতেঃ।
যোগেশ্বরীসেবকস্য বংশবৃদ্ধং ব্রবীমি তে ॥৪২
জয়াত্তু পৌণ্ড্রকো রাজা তস্মাৎ বণ্ড ইতীরিতঃ।
বণ্ডাচ্চ দমনো জ্ঞেয়ো বীর্য্যযুক্তস্ততঃ পরম্ ॥৪৩
শাকলস্ততো জ্ঞেয়ো ভাস্করশ্চ ততঃ পরম্।
লিপিজয়স্তৎসুতোঽহূসেনশ্চ ততঃ পরম্ ॥৪৪

শার্দ্দূলশ্চ ততো জ্ঞেয়ো গোপালশ্চ ততঃ স্মৃতঃ ।
যোগেশর্য্যাঃ প্রসাদেভ্যো হরিতো জনার্দ্দনঃ ॥৪৫
কথিতাস্তে ময়া তাত কাশ্যপাশ্চ শিলায়বাঃ ।
বৃষভিকুমুনিঃ প্রোক্ত ইন্দ্রাণী নাম দেবতা ॥৪৬
হরিত্রস্পৃ পক্তির্জ্জে রক্ত বংশং বদামি তে ।
হরিকর্ণাত্মজানশ্চ বুধানন্দ্যস্ততঃ পরম্ ॥৪৭
চিন্দ্রিরাজস্ততো জ্ঞেয়ো বৈরাজশ্চ ততঃ স্মৃতঃ ।
দেবরাজস্ততো জ্ঞেয়ো প্রোক্তপালস্ততঃ পরম্ ॥৪৮
মৃত্যুঞ্জিতস্ততো জ্ঞেয়ো মিতবৃদ্ধিস্ততঃ পরম্ ।
কটুকশ্চ ততঃ প্রোক্তঃ সারদশ্চ ততঃ স্মৃতঃ ॥৪৯
বৃষবিষ্ণুশ্চ বিজ্রাণাং হরিত্রর্নায়কা নৃপাঃ ।
কথিতাস্তে মহাবুদ্ধে হস্তং নিগদতঃ শৃণু ॥৫০
কামাক্ষিদেবতা যত্র মুনির্ব্বস-জনার্দ্দনঃ ।
সৌদামনামকো রাজা তস্য বংশং বদামি তে ॥৫১
সৌদামাত্মজপীঠশ্চ হরিদত্তস্ততঃ পরম্ ।
গুণবিষ্ণুস্ততো জ্ঞেয়ঃ কামমালী ততঃ পরম্ ॥৫২
বনায়ুজস্ততো জ্ঞেয়ো যোগমালী ততঃ পরম্ ।
এবং গদিতবংশা বৈ নৃপা ব্রহ্মজনার্দ্দনাঃ ॥৫৩
সৌনকঋষির্বৎস্যশ্চ বেকবীরাশ্চ দেবতাঃ ।
তস্মাজ্জাজলিকো রাজা তস্য বংশং ব্রবীমি তে ॥৫৪
হনবন্ত ততো রাজা মাতঙ্গশ্চ ততঃ পরম্ ।
মাতঙ্গাৎ মলবোধশ্চ মধুবোধাত্মজস্ততঃ ॥৫৫
ধনঞ্জয়াত্মজার্জ্জুনশ্চ মার্গণামিবদেবতা ।
তস্মাজ্জাজলিকো রাজা কুক্কবোণী ততঃ পরম্ ॥৫৬
তস্য হর্ষস্ততো রাজ্ঞে বৎসনাভস্ততঃ পরম্ ।
বৎসনাভাত্মবির্ণশ্চ চৈনকশ্চ মহাযশাঃ ॥৫৭
চৈনাকো নাম নৃপাখ্যো রাজধানী [illegible] ।

সৌনন্নাস্বেকবীরায় ভক্তাঃ সৌনস্তবঃ স্মৃতাঃ ॥৫৮
কৌণ্ডিন্যানম্বিকায়াশ্চ কৌণ্ডিনান্ প্রব্রবীমি তে।
কৌণ্ডিনাস্তত্রপাণিশ্চ সাগরশ্চ ততঃ স্মৃতঃ ॥৫৯
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তা রাজানঃ শুভলক্ষণাঃ।
মাণ্ডব্যা মুনিকর্ষশ্চ মাহেশ্বর্য্যাশ্চ সেবকাঃ ॥৬০
মণ্ডূকবংশজা এব তানহং বচ্মি সাম্প্রতম্।
মণ্ডূকাজ্জাঠরির্জজ্ঞে জাঠরেবির্ষজাঙ্গলঃ ॥৬১
তৎপুত্রপৌত্রা বিজ্ঞেয়াঃ শাস্ত্যাদিগুণসংযুতাঃ।
কৌশিকশ্চ মুনিঃ প্রোক্তো দুর্গা দেবী তথৈব চ ॥৬২
কুশিকো রাজবর্ষশ্চ তস্য বংশং বদামি তে।
কুশিকান্ নহুষো রাজা নহুষাৎ জাঙ্গলিস্তথা ॥৬৩
জাঙ্গলেশ্চ সুতঃ সোঽভূৎ কুণ্ডিনশ্চ ততঃ পরম্।
কথিতাঃ কৌশিকা দৌর্গা ব্রাহ্মণ্যা রাজসত্তমাঃ ॥৬৪
বিশ্বামিত্রস্য গোত্রঞ্চ স্বরিতা দেবতা তথা।
মার্ত্তণ্ডনামকং ভূপং বর্ণয়ামি সমাসতঃ ॥৬৫
মার্ত্তণ্ডাচ্চণ্ডপরশুস্তস্মাৎ ভীমরথস্তথা।
বর্ণিতাস্তেব রাজানঃ সাম্বয়াশ্চ সদেবতাঃ ॥৬৬
তেষাং চ বংশবিস্তারস্ত্বনন্তত্বান্ন বর্ণ্যতে।
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ প্রসূতা বৈ মহীতলে ॥৬৭
কথিতং তে ময়া তাত মাহাত্ম্যং বংশসম্ভবম্।
তস্য স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৬৮

(২৮শ অধ্যায়ে)—বিশ্বেশ্বর জগন্নাথ ভক্তানুগ্রহকারক।
পাঠারীয় ইতি প্রোক্তং কারণং বদ সাম্প্রতম্ ॥১
গণেশস্য বচঃ শ্রুত্বা জগাদ বৃষভধ্বজঃ।
গজবক্ত্র মহাপ্রাজ্ঞ কারণং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥২
কদাচিৎ তীর্থযাত্রায়াং নিমিত্তেন ময়া যযৌ।
শাম্বরোদ্ভবশক্তী রাজা পত্তনং পাঠনং যযৌ ॥৩

তীর্থযাত্রাবিধিজ্ঞেন যথাশাস্ত্রমনুষ্ঠিতঃ।
তুলাপুরুষদানাদি কৃতং তেন মহাত্মনা ॥৪
ভৃগুস্তদ্দর্শনার্থায় তত্রস্থং সমুপাযযৌ।
মুনিমাগতমালোক্য নোত্থিতো রাজসত্তমঃ ॥৫
অর্ঘ্যপাদ্যাদিকা পূজা ন কৃতা দৈবযোগতঃ।
ভৃগুস্তচ্চেষ্টিতং দৃষ্ট্বা কোপপাত্রং বভূব হ ॥৬
রাজশ্রিয়া মদোন্মত্তং রাজানং চ শশাপ হ।
পূর্ব্বোপকারিণং মাং ত্বং দৃষ্ট্বা ন স্মরসি প্রভো ॥৭
তস্মাৎ ত্বং রাজ্যহীনো বা বংশনাশো ভবিষ্যসি।
এবং শপ্তস্তদা তেন মুনিনা রাজসত্তমঃ ॥৮
আত্মানমপরাদ্ধং চ জ্ঞাত্বা তং শরণং যযৌ।
ঋষে ন ত্বাং বিস্মরামি মম বংশবিবর্দ্ধন ॥৯
দানাদিকর্ম্ম-করণে ব্যগ্রমানশ্চ হ্যাস্থিতঃ।
অতস্ত্বমপরাধং মে ক্ষন্তুমর্হসি ভো প্রভো ॥১০
বিষবৃক্ষোঽপি সম্বর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুং ন সাম্প্রতম্।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য মুনিঃ সন্তুষ্টমানসঃ ॥১১
উবাচ স মুনিশ্রেষ্ঠো রাজানং দানতৎপরম্।
রাজন্ মে ন বৃথা শপ্তং যদ্ভবিষ্যং ন সংশয়ঃ ॥১২
ত্বং চেচ্ছরণমাপন্নো বংশবৃদ্ধির্ভবিষ্যতি।
ত্বদ্বংশজাশ্চ রাজানো নিঃশৌর্য্যা রাজ্যহীনতঃ ॥১৩
অদ্যপ্রভৃতি তেষাং বৈ লিপিকাজীবনং ভবেৎ।
পৈঠণে পত্তনে শপ্তা ময়া কোপবশাৎ কিল ॥১৪
পাঠারীয়াঃ প্রসিদ্ধাস্তে পত্তনাখ্যা ভবন্তু বঃ।
প্রভৃত্যপদং তেষাং পত্তনপ্রভবাশ্চ যে ॥১৫
ইত্যুক্ত্বা মুনিবর্য্যোঽসৌ জগাম নিজমাশ্রমম্।" (২৮ অঃ)

অতঃপর প্রতিসমত পাঠারীয় প্রভুগণের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বলিতেছি—
ব্রহ্মার মানসপুত্র কশ্যপ, তৎপুত্র সূর্য্য, তৎপুত্র বৈবস্বত মনু, তদ্বংশে দিলীপ, তৎপুত্র রঘু,

তৎপুত্র অজ, তৎপুত্র দশরথ, তৎসুত রাম, তৎসুত কুশ, তৎপুত্র অতিথি, তৎসুত নিষধ, তৎসুত নভঃ, তৎপুত্র পুণ্ডরীক, তৎপুত্র ক্ষেমধন্বা, তৎপুত্র দেবানীক, তৎপুত্র বাসী, তৎসুত দল, তৎপুত্র শীল, তৎপুত্র উনাভ, তৎপুত্র বজ্রনাভ, তৎপুত্র খণ্ডন, তৎসুত ঘুষিত, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তৎসুত ব্রাহ্মণ্য, তৎসুত হিরণ্যনাভ, তৎসুত কৌশল্য, তৎসুত সোম, তৎপুত্র ব্রহ্মিষ্ঠ, তৎসুত পুষ্য, তৎসুত সুদর্শন, তৎসুত অনিবর্ণ। এই অনিবর্ণের অশ্বপতি নামে এক পুত্র জন্মে।

অশ্বপতি অপুত্র ছিলেন, এজন্য যত্নপূর্ব্বক ঋষিদিগের সম্মতি লইয়া এক পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদন করেন, ঐ যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণদিগকে তিনি সর্ব্বস্বই দান করিয়াছিলেন। অতঃপর ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, হে নৃপ! তুমি ভৃগুকে প্রসন্ন কর, তিনিই তোমাকে পুত্রদান করিবেন। অনন্তর ভৃগু অশ্বপতি কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদি আমি এই দ্বাদশ সূর্য্যসদৃশ সমীপবর্ত্তী ঋষিদিগকে অতিক্রম করিয়া ইহাকে পুত্রদান করি, তবে এই ঋষিদিগের ক্রোধ হইবার সম্ভাবনা; অতএব সমুদায় ঋষি-দ্বারাই মন্ত্রদান করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া মহর্ষি ভৃগু দ্বাদশ ঋষিদ্বারা দ্বাদশটী মন্ত্রদান করাইলেন। সেই মন্ত্র সকল ঋষিগণের মুখ হইতে নির্গত হইয়া সমস্ত অভীষ্ট ফল দান করিয়াছিল।

যাহারা মন্ত্র দান করেন, সেই সকল শ্রেষ্ঠ ঋষিগণের নাম তোমার নিকট বলিতেছি;—

ভারদ্বাজ, পূতমাষ, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, হারীত, বৃদ্ধবিষ্ণু, ব্রহ্মজনার্দ্দন, সৌনম, কৌণ্ডিন, মাণ্ডব্য, কৌশিক ও বিশ্বামিত্র এই দ্বাদশজন ঋষি।

ইহাদিগের প্রণীত মন্ত্র সমুদায়ের যে সকল দেবতা, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর—

প্রভাবতী, কালিকা, চণ্ডিকা, মহালক্ষ্মী, যোগীশ্বরী, ইন্দ্রাণী, কামাক্ষী, একবীরা, অম্বিকা, মাহেশ্বরী, দুর্গা ও বনিতা। (সেই দ্বাদশ ঋষির মন্ত্রপ্রভাবে অশ্বপতির) অম্বষ্ঠ, সেবক, পৃথু, বভ্রুপর্ণক, কর, সুশিক্র, সৌবাস, সুমন্ত, কৌণ্ডিন, মণ্ডূক, কুচিক ও মার্ত্তণ্ড এই দ্বাদশটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

প্রভাদেবীর ভক্ত ধার্ম্মিক ঋষির গোত্র অম্বষ্ঠ বংশের বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছি,—

অম্বষ্ঠের তিন পুত্র। তন্মধ্যে একজনের পুত্র রূপার, তৎপুত্র বরপার্ণ ও তৎপুত্র সিদ্ধিনাথ, ইহার পুত্র সুবর্ণ, তৎপুত্র বরুণ। বরুণের পুত্র মাদল্য, হুণ ও মৃতজীব। মৃতজীবের পুত্র ভাবিত। ইহারা অম্বষ্ঠ-বংশীয়।

কালিকার ভক্ত পূর্ব্বোক্ত মুনির কুলে উৎপন্ন সেবকের বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

সেবকের পুত্র হিরণ্য, তৎপুত্র সুভদ্র, সুভদ্রের পুত্র দৈবজ্ঞ, তৎপুত্র জয়দত্ত। জয়দত্ত হইতে রাজা সুচেন, তৎপুত্র সুরথ, সুরথের পুত্র সুভদ্র, তৎপুত্র সারঙ্গ। সারঙ্গ হইতে জালন্ধর। জালন্ধরের পুত্র বসন, বসনের পুত্র সুরজিৎ। এই সকল পরম ধার্ম্মিকগণ পূতমাষ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন।

মহামুনি চণ্ডিকা-ভক্ত বসিষ্ঠের ষোড়শজন পুত্রের বংশবিস্তার বলেছি,—

পৃথু হইতে কুলচন্দ্রপাল, তৎপুত্র রবিজিৎ, তৎপুত্র রবিনাথ, রবিনাথের পুত্র রবিকাল,

চণ্ডিকার হইতে কিঙ্কিণী, তৎপুত্র পৃথ্বপতি, পৃথ্বপতির পুত্র বৃতি এবং বৃতির পুত্র দেবুধারী। ইহারা বশিষ্ঠগোত্রীয় রাজা, ইহাদের কুলদেবতা চণ্ডিকা।

কশ্যপ মুনির গোত্রে মহালক্ষ্মীর পাদপদ্ম-সেবক মহাত্মা বসুপর্ণ রাজার জয়গৌরবগাথা বংশবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ কর। বসুপর্ণ হইতে যাজ্ঞক, যাজ্ঞক হইতে যাজনি উৎপন্ন হন। তৎপুত্র গোপতি, গোপতি হইতে বৃতধর্মা, বৃতধর্মা হইতে শিলীমন্যু, এবং শিলীমন্যু হইতে পুত্রবান্ উৎপন্ন হন। তৎপুত্র সিন্ধুপর্ণ, সিন্ধুপর্ণ হইতে অপার, অপার হইতে শত্রুজেতা, তৎপুত্র চিত্তুর, চিত্তুর হইতে রুচির, রুচিরের পুত্র তাম্রপাণি, তৎপুত্র মহার এবং মহার হইতে ব্রহ্মবিদ উৎপন্ন হন। ইহারা কাশ্যপগোত্রীয় বসুপর্ণ বংশীয় এবং মহালক্ষ্মীর উপাসক।

হারীত ঋষির গোত্রে যোগীশ্বরী-সেবক ভূপতিদিগের বংশসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর—জয় হইতে রাজা পৌণ্ড্রক, তৎপুত্র দণ্ড এবং দণ্ড হইতে মদন, মদনের পুত্র দীর্ঘবুদ্ধি, তৎপুত্র পাকজন্ত, তৎপুত্র তাম্রবি, তাম্রবি হইতে লিপিঞ্জয়, লিপিঞ্জয়ের পুত্র নগন, নগন হইতে শার্দ্দূল, তৎপুত্র গোপাল এবং যোগীশ্বরীর প্রসাদজ জয়। হে তাত! আমি কাব্যশাস্ত্র-বিশারদদিগের নাম তোমার নিকট বলিলাম। এক্ষণে বৃদ্ধবিষ্ণুবংশীয় ইন্দ্রাণীর উপাসক সুবিক্রনৃপের বংশবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুবিক্র হইতে যাতুধান, যাতুধানের পুত্র সুধাকর, তৎপুত্র চিন্তিরাজ, চিন্তিরাজ হইতে বৈরাজ, বৈরাজ হইতে দেবরাজ, দেবরাজের পুত্র ক্রোড়পাদ, তৎপুত্র দৃঢ়বুদ্ধি, দৃঢ়বুদ্ধি হইতে কটুক এবং কটুকের পুত্র সারদ। এই সুবিক্রবংশীয় রাজগণ বৃদ্ধবিষ্ণুগোত্রীয় ও ইন্দ্রাণীর উপাসক। ইহাদিগের নাম তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে কামাক্ষীদেবীর উপাসক ব্রহ্মজনার্দ্দনগোত্রীয় রাজা সোমদামের বংশবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ কর। সোমদামের পুত্র তন্ত্রপীঠ, তন্ত্রপীঠের পুত্র হরিদত্ত, তৎপুত্র জলবিন্দু, জলবিন্দু হইতে কামপালী, তৎপুত্র বনায়ুধ এবং বনায়ুধ হইতে যোগমালী উৎপন্ন হন। এই সকল ব্রহ্মজনার্দ্দন নৃপতিদিগের বংশবিস্তার বলিলাম, এক্ষণে অপর বংশ শ্রবণ কর। সৌনক ঋষিগোত্রীয় নৃপতিদিগের দেবতা একবীরা, এই বংশেই রাজা আজলিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশবিস্তার বলিতেছি। সুমন্ত হইতে জয়, জয়ের পুত্র রাজা মাতঙ্গ, তৎপুত্র মলঘোষ, মলঘোষের পুত্র ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয় হইতে মার্গণ, মার্গণ হইতে নিষদেবতা, তৎপুত্র রাজা আজলিক, তৎপুত্র সূক্ষ্মযোগী, তৎপুত্র অজহর্ষ। এই অজহর্ষ হইতে বৎসনাভ জন্মগ্রহণ করেন, বৎসনাভ হইতে বিবর্ণ, মৈনক, মহাবল, ও কৈলাক, তৎপুত্র ভূপতি রামাজীব উৎপন্ন হন। ইহারা সৌনকগোত্রীয় একবীরার ভক্ত ও সুমন্ত রাজার বংশধর বলিয়া বিখ্যাত।

অম্বিকা-ভক্ত কৌণ্ডিন্যগোত্র কৌণ্ডিন্যদিগের বংশবিস্তার বলিতেছি,—কৌণ্ডিন্য হইতে তয়শালি এবং তয়শালি হইতে সাগর উৎপন্ন হন। এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত রাজগণ সকলেই ভক্তসম্পাদিত ছিলেন।

সম্প্রতি মাণ্ডব্যগোত্রীয় মাহেশ্বরী-সেবক মণ্ডুকবংশীয় রাজাদিগের বংশবিস্তার বলিতেছি। মণ্ডুক হইতে আর্চ্চি উৎপন্ন হন এবং আর্চ্চি হইতে বিজয়াদন জন্মগ্রহণ করেন। ইহার

পুত্রপৌত্রাদি যে সকল রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শমদমাদি বিবিধ গুণে ভূষিত ছিলেন।

কৌশিকগোত্রীয় দুর্গাদেবীর উপাসক রাজাদিগের বংশবিস্তার তোমার নিকট বলিতেছি। রাজশ্রেষ্ঠ কুশিকের পুত্র নহুষ, নহুষ হইতে জাজলি এবং জাজলি হইতে কুণ্ডিন উৎপন্ন হন। ইহারা কৌশিকবংশীয়, দুর্গাদেবীর উপাসক এবং নিরন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন।

বিশ্বামিত্র গোত্র সবিতা-দেবীর উপাসক মার্ত্তণ্ড নামক ভূপতির বংশবিস্তার সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। রাজা মার্ত্তণ্ডের পুত্র চণ্ডপরশু এবং চণ্ড পরশু হইতে ভীমরথ জন্ম গ্রহণ করেন। কুল ও দেবতাসহ এই রাজাদিগের বর্ণন করিলাম। বাহুল্য বশতঃ ইহাদিগের বিস্তৃত বংশবিবরণ প্রকাশ করিলাম না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহাদিগের পুত্রপৌত্র সকল বিস্তৃত হইয়াছে। হে তাত! এই তোমার নিকট আমি বংশ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহার স্মরণ মাত্রই লোক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, এবং অপুত্র ও নির্ধন ব্যক্তি পুত্র ও ধন প্রাপ্ত হয়।

হে ভক্তানুগ্রহকারক জগন্নাথ বিশ্বেশ্বর! আপনি যে পাঠারীয় জাতির কথা বলিলেন, সম্প্রতি উহার উৎপত্তি-বিবরণ প্রকাশ করুন। গণেশের বাক্য শুনিয়া ভগবান্ বৃষভধ্বজ বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ গজানন! আমি সেই বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। একদা রাজা অশ্বপতি সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইয়া পৈঠণনগরে গমন করিলেন। তথায় তিনি যথাশাস্ত্র তীর্থযাত্রা বিধি অনুষ্ঠান করিয়া তুলাপুরুষদান প্রভৃতি অনেক সৎকার্য্য সম্পাদন করিলেন। এই সময়ে এক দিবস মহর্ষি ভৃগু তীর্থস্থ রাজাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই নৃপশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি তাঁহাকে দেখিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন না বা পাদ্যঅর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজাও করিলেন না। এই কারণে মহর্ষি ভৃগু তাঁহার দুর্ব্যবহার-দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ঐশ্বর্য্য-মদোন্মত্ত রাজাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন,—আমি পূর্ব্বে তোমার উপকার করিয়াছি, তথাপি তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিলে, অতএব তুমি নিশ্চয়ই রাজ্যহীন অথবা বংশহীন হইবে। তৎকালে মুনি শাপ প্রদান করিলে রাজা স্বীয় অপরাধ বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন এবং বলিলেন, হে গুরো! আপনি আমার বংশ-প্রতিষ্ঠাতা, আমি আপনাকে ভুলি নাই। দানাদি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়াই আপনার অভ্যর্থনা করিতে পারি নাই, অতএব আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, হে প্রভো! একটী বিষবৃক্ষকেও যদি প্রথমে জলসেকাদি দ্বারা বর্দ্ধিত করা হয়, তবে পরে স্বয়ং তাহার ছেদন করা অসম্ভব হইয়া থাকে। রাজার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি সন্তুষ্টচিত্তে সেই দানশীল রাজাকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, আমি যে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছি, তাহা অবশ্যই হইবে। তবে তুমি আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, এ কারণ তোমার-বংশ বৃদ্ধি হইবে, তোমার বংশীয় রাজগণ রাজ্য-লোপহেতু গৌরবহীন হইবে। অদ্য হইতে তাহাদিগের লিপিকাকার্য্য জীবিকা হইবে। আরও আমার

ক্রোধে প্রসিদ্ধ পাঠারীসগণ এই পৈঠন-পত্তনে অভিশপ্ত হইল বলিয়া তোমরা 'পত্তন' নামে খ্যাত হইবে এবং এই 'পত্তন' হইতে যাহারা জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহারা 'পত্তনপ্রভু' এই পদ লাভ করিবে। এই বলিয়া সেই মুনিবর নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

৭—স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে (৩০ অঃ) চন্দ্রবংশীয় কামপতির ধারা কায়স্থগণের * উৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে,—

"শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি চন্দ্রবংশপ্রবিস্তরম্।
যং শ্রুত্বা বংশবর্ত্তং হি বিস্ময়ো জায়তে নৃণাম্।
চন্দ্রবংশে মহাবীরা হরিনন্দ্যাদয়ো নৃপাঃ ॥৬
তং বংশং চ বদিষ্যামি তবাগ্রে চ গজানন।
ন কস্যাপি ময়া প্রোক্তং কারণং বংশনির্ণয়ম্ ॥৭
যদি তে শ্রবণে বুদ্ধির্বক্তুমিচ্ছামি হ্লাদিতঃ।
জজ্ঞিরে কশ্যপো হ্যাদৌ তস্মাদত্রিরভূৎ পুরা ॥৮
বিষ্ণুস্তেজঃসমো লোকে জাতোঽত্রিস্তপসা পুরা।
অত্রিচক্ষুঃসমুৎপন্নস্তেজসাং পতিরীশ্বরঃ ॥৯
আহ্লাদকো হি লোকানামোষধীনাং চ পোষকঃ।
ধাত্বর্থস্য বলাৎ সোঽপি চন্দ্রনামেতি বিশ্রুতঃ ॥১০
তৎপত্নী রূপসৌভাগ্যা নাম্না রূপাঙ্গনা শুভা।
তস্যাং চ নির্ম্মিতঃ পুত্রো রূপলাবণ্যসংযুতঃ ॥১১
বদান্যো বীরজিদ্বীরো বরকর্ম্মা বরাননঃ।
নাম্না বুধ ইতি খ্যাতো বুধানাং বোধকারকঃ ॥১২
পুরাণেষু চ সর্ব্বেষু বিশ্রুতো বরদো বিভুঃ।
তৎপুত্রঃ শ্রীমতাং শ্রেষ্ঠঃ পুরূরবা মহামতিঃ ॥১৩
পুরূরবাসুতঃ পুত্রো হ্যভূজো হ্যায়ুবিত্যভূৎ।
ত্রপোর্বার ইতি খ্যাতো বামাৎ কুশসমুদ্ভবঃ ॥১৪

---

* চন্দ্রবংশীয় কামপতির ধারা [illegible] অদ্যাপি মহারাষ্ট্রে বাস করিতেছেন। [বর্তমান প্রভু-কায়স্থগণের বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।]

কুশাত্তাম্নুঃ সমুৎপন্নো ভানোঃ সোমশ্চ বৈ নৃপঃ।
সোমাচ্ছিরাস্তনামাভূচ্ছিরসস্তু ধনঞ্জয়ঃ ॥১৫
ধনঞ্জয়াত্তু মাঙ্গল্যঃ কামরাজা ততঃ পরম্।
কামাত্তু পঙ্গুনামাভূত্তৎসুতো রবিমণ্ডনঃ ॥১৬
তদ্বংশে নৃপতির্জ্জাতো বীর্য্যবাংশ্চ সনাতনঃ।
ধর্ম্মিষ্ঠো নীতিদক্ষশ্চ সর্ব্বজিতঃ পরাক্রমঃ ॥১৭
সর্ব্বজিতান্মধুর্জ্জাতস্তৎপুত্রো মাঘভূপতিঃ।
মাঘাত্তু শিশুপালস্তৎসুতো দুষ্টদুর্ম্মনাঃ ॥১৮
দুষ্টদুর্ম্মনসো ধর্ম্মো ধর্ম্মাৎ কাম ইতি শ্রুতঃ।
কামাত্তু কৌশিকো রাজা তৎপুত্রো রণমণ্ডনঃ ॥১৯
তদ্বংশে সিন্ধুভূপালস্তৎপুত্রো বাগলালনঃ।
তদ্বংশে বজ্রনামাভূত্তৎপুত্রস্ত্রিশূলমণ্ডনঃ ॥২০
তৎসুতঃ কামপালোঽভূত্তদ্বংশে সলিলঃ পরম্।
সলিলাদময়ো জজ্ঞে তৎপুত্রঃ কাশি-ঈশ্বরঃ ॥২১
তস্য ভূষণভূপালঃ কান্তিরাজা তু তৎসুতঃ।
কান্তিরাজকুলে চৈব জাতশ্চ পৃথুভূপতিঃ ॥২২
তস্য বংশে নৃপো জজ্ঞে কামপতিরিতীরিতঃ।
অপুত্রঃ সোঽভবদ্রাজা পুত্রার্থং যত্নবানভূৎ ॥২৩
ঋষীণাং সম্মতিং কৃত্বা হৃষমেবং চকার সঃ।
পুত্রেষ্টিং চ ততঃ কৃত্বা সবত্রদক্ষিণাং দদৌ ॥২৪
নারায়ণঃ প্রসন্নোঽভূৎ বাক্যমেতদুবাচ হ।
নারায়ণঃ স্বমুখেন মন্ত্রাষ্টাক্ষরদেশিকঃ ॥২৫
তে মন্ত্রা ঋষিসংযুক্তা মন্ত্রবীজস্য দেবতাঃ।
মহাঋষিসমস্তস্য মন্ত্রপ্রভৃতিসমাযুতম্ ॥২৬
তে মন্ত্রা ঋষিবক্ত্রেভ্যোঽভাদ্বীন্ প্রব্রবীমি তে।
শাণ্ডিল্যশ্চ নবশ্চৈব গৌতমঃ কৌণ্ডিন্যস্তথা ॥২৭
সৌনকশ্চ শকশ্চৈব বশিষ্ঠঃ কশ্যপস্তথা।

বিশ্বামিত্রো ভৃগুশ্চৈব ভারদ্বাজোঽঙ্গিরেব চ ॥২৮
হিরণ্যো হারিতশ্চৈব দেবরাজঋষিস্তথা।
বৃকতুরঙ্গিরা গর্গো মাণ্ডব্যঃ শৌনকস্তথা ॥২৯
ভত্রঋষিঃ কৃপায়ুশ্চ শূলকঃ শীলচামরঃ।
মার্কণ্ডো হি ঋষিশ্রেষ্ঠো বিশ্বাবসু ঋষীশ্বরঃ ॥৩০
দাল্‌ভ্যশ্চ পূতিমাষশ্চ কাশ্যপগণকোঋষিঃ।
বৈরুক্ষো বৈতসশ্চৈব জমদগ্নিশ্চ তাপসঃ ॥৩১
ভাবনঃ সৌমনশ্চৈব ঋষির্নামাভিচ্ছুন্দুভিঃ।
দ্রাবিণো গোপকুমারো মৈত্রেয়শ্চৈব মণ্ডনঃ ॥৩২
বকদালভ্যরোমাণঃ কুমারো ভাবনিস্তথা।
শালিবস্ত ঋষিশ্চৈব হৃষিকো ঋষিসত্তমঃ ॥৩৩
মুদ্গলঃ পারিজাতশ্চ ঋষির্দামোদরস্তথা।
সাল্যনশ্চ ঋষিশ্রেষ্ঠঃ পার্থপশ্চ মহাঋষিঃ ॥৩৪
চারণাক্ষোগ্রঋষিস্থবষ্ঠঋষিভাবনঃ।
সোমকান্তো ভীমঋষিশ্চমকঃ প্রোক্ত ইত্যপি ॥৩৫
মুনিপ্রণীতা মন্ত্রাস্তে তেষাং বৈ দেবতাঃ শৃণু।
যোগেশ্বরী মহালক্ষ্মী হেকবীরা চ কালিকা ॥৩৬
কুমারী চৈব কামাক্ষী হৃম্বিকা চ সরস্বতী।
উমা বাগীশ্বরী চৈব ললিতা হরিণাক্ষিকা ॥৩৭
চণ্ডিকা রেণুকা চৈব মহাকালী চ তালিকা।
ইন্দ্রাণী বজ্রিণী চৈব ব্রাহ্মী পদ্মাবতী তথা ॥৩৮
নীলাখ্যা চৈব কোলাখ্যা স্বধা নাগেশ্বরী তথা।
রক্তাক্ষী বিজয়া দেবী মহাদেবী চ তামসী ॥৩৯
সুনন্দা পূতিমাক্ষী চ লীলা দেবী জলেশ্বরী।
মাতৃকা মাতৃনন্দা চ মালিনী চৈব হ্যম্বিকা ॥৪০
অরুণা চারুণাক্ষী চ কুরুলা পানমালিনী।
চম্পাবতী তথা দুর্গা শীশ্বরী বিন্ধ্যেশ্বরী ॥৪১

শার্ঙ্গা চ পাটলা দেবী ত্বরিতা মালমালিনী।
মুণ্ডা মাহেশ্বরী চিত্রা কাত্যাকাপি চ স্বপ্নরা ॥৪২
দাড়িমা ভদ্রিকা দেবী বৈষ্ণবী চ তথোগ্রিণী।
মোহিনী চ সুবর্ণাক্ষী ভৈরবী ভামিনী তথা ॥৪৩
জাতিকা সৌমনী দেবী দলিনী দৈত্যনাশিনী।
প্রভাবতী চ শীলাখ্যা বগিলা ভামিনী তথা ॥৪৪
অমরা পার্ব্বতী চৈব শক্তিঃ সোমেশ্বরী তথা।
মহামারী তুলাদেবী বালণা পন্নগেশ্বরী ॥৪৫
ত্রিপুরা চৈব কামাক্ষী চিত্রজ্বালা বিশেশ্বরী।
সর্প্পা চ বিজুলী নাম্নী বালাখ্যা হ্যনুপূর্ব্বশঃ ॥৪৬" (৩০ অঃ)

শঙ্কর বলিলেন, হে বৎস গজানন! আমি চন্দ্রবংশের কথা বিস্তাররূপে বলিতেছি শ্রবণ কর—যাহা শ্রবণ করিলে কুলশ্রেষ্ঠ মানবদিগেরও বিস্ময় জন্মে। চন্দ্রবংশে হরিনতাদি মহাবীর নৃপগণ ছিলেন, আমি তাহারই বংশের কথা তোমার নিকট বলিতেছি। আমি ইহা পূর্ব্বে কাহাকেও বলি নাই, যদি তোমার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে আদি হইতে বলিতেছি।

পূর্ব্বকালে কশ্যপ হইতে অত্রি জন্ম গ্রহণ করেন, ইনি তপস্যা দ্বারা বিদ্যুতের ন্যায় তেজো-বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। এই অত্রির চক্ষু হইতে তেজস্পতি চন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। রূপাঙ্গনা নাম্নী চন্দ্রের পত্নীর গর্ভে রূপলাবণ্যশালী বীরজিৎ বরকর্ম্মা বুধ জন্ম লইয়াছিলেন। বুধের পুত্র মহামতি পুরূরবা, তাঁহার পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র রাম, রামের পুত্র কুশ, কুশ হইতে ভানু, ভানুর পুত্র সোম, সোম হইতে শিরস্, তাঁহা হইতে ধনঞ্জয় জন্ম গ্রহণ করেন। ধনঞ্জয় হইতে মাঙ্গল্য, তৎপুত্র কাম-রাজ, কামরাজের পুত্র পদ্ম, তৎপুত্র রবিমণ্ডল। এই রবিমণ্ডলের বংশে বীর্য্যবান্ এবং নীতিশাস্ত্র-দক্ষ সর্ব্বজিৎ জন্ম গ্রহণ করেন। সর্ব্বজিতের পুত্র মধু, তৎপুত্র মাঘ, মাঘের পুত্র ইন্দু, ইন্দু হইতে ধর্ম্ম নামে যে পুত্র জন্মে তিনি দুষ্ট ও দুর্ম্মনস ছিলেন। ধর্ম্মের পুত্র কাম, তৎপুত্র কৌশিক, কৌশিকের পুত্র রণমণ্ডল, এই রণমণ্ডলের বংশে সিমি নামে রাজা জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্রের নাম বাগলাঙ্গন। বাগলাঙ্গনের বংশে বজ্র নামে রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। বজ্রের পুত্র ইন্দুমণ্ডল, তাঁহার পুত্র কামপাল। এই কামপালের বংশে সলিল জন্ম গ্রহণ করেন, সলিল হইতে অমর, অমরের পুত্র কাশীশ্বর, তৎপুত্র ভূষণ, ভূষণের পুত্র কান্তিরাজ, এই কান্তিরাজকুলে পৃথু নামে ভূপতি জন্মিয়াছিলেন, এই পৃথুর বংশে কামপতি নামে রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। কামপতি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া ঋষিদিগের সম্মতিগ্রহণপূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পুত্রেষ্টি যাগ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে যত্নের সহিত দক্ষিণা দান করিলে

শ্রীনারায়ণ প্রসন্ন হইয়া স্বীয় মুখে অষ্টোত্তর মন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই মন্ত্র সকল ঋষি-সংযুক্ত। সেই মন্ত্র সকল যে যে ঋষির মুখ হইতে উদিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। পরাশর, নর, গৌতম, কৌণ্ডিন, সৌনক, চম্পক, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, ভৃগু, ভারদ্বাজ, অত্রি, হিরণ্য, হারিত, দেবরাজ, মৃকণ্ডু, আঙ্গিরা, গর্গ, মাণ্ডব্য, শৌনক, তত্ত্বঋষি, কৃপাদ্র, পুলক, শীলচামর, ঋষিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ড, কবীশ্বর বিশ্বাবসু, বাল্ত্য, পুষ্টি-মান, জৈগীষব্য, বৈকল্প, বৈতস, জমদগ্নি, ভাবন, সৌমনস, সুপ্ততি, দ্রাবিণ, গোপকুমার, মৈত্রেয়, মণ্ডন, বকদাল্ভ্য, যোগ্য, কুমার, ভাবনি, শালিবত, অম্বিক, মুদ্গল, পারিজাত, দামোদর, সালান, পার্বণ, চারপাক, উগ্রঋষি, অষষ্ঠ, ভাবন, সোমকান্ত, জীব, চ্যবক, এবং আত এই সকল মুনিগণ কর্তৃক মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের দেবতাগণের নামও শ্রবণ কর। যোগেশ্বরী, মহালক্ষ্মী, একবীরা, কালিকা, কুমারী, কামাক্ষী, অম্বিকা, সরস্বতী, উমা, বাগী-শ্বরী. ললিতা, হরিণাক্ষী, চণ্ডিকা, রেণুকা, মহাকালী, তালিকা, ইন্দ্রাণী, বজ্রিণী, ব্রাহ্মী, পদ্মাবতী, নীলাম্ব., কোলাম্বা, অম্বা, নাগেশ্বরী, রক্তাক্ষী, বিজয়াদেবী, মহাদেবী, তামসী, সুনন্দা, পুষ্টি-মাক্ষী, নীলাদেবী, জলেশ্বরী, মাতৃকা, মাতৃনন্দা, মালিনী, উর্মিলা, অরুণা, অরুণাক্ষী, সুনন্দা, পানমালিনী, চম্পাবতী, দুর্গা, ঈশ্বরী, বিন্ধ্যেশ্বরী, শার্দা, পাটলাদেবী, ঘর্ষিতা, বামমালিনী, মৃগা, মাহেশ্বরী, চিত্রা, কাত্যায়কা, অপরা, দাড়িমা, ভদ্রিকা, বৈষ্ণবী, উগ্রিণী, মোহিনী, সুব-র্ণাক্ষী, ভৈরবী, ভাসিনী, জাম্ভিকা, সৌমনী, মলিনী, দৈত্যনাশিনী, প্রভাবতী, লীলাক্ষা, বগিলা, ভামিনী, অমরা, পার্বতী, শক্তি, সোমেশ্বরী, মহামারী, তুলাদেবী, বালপা, পদ্মেশ্বরী, ত্রিপুরা, কামাক্ষী, চিত্রমালা, বিশ্বেশ্বরী, সর্পা, বিদ্যুৎনী এবং বালাম্বা।* (৩০ অধ্যায়)

মূল পুরাণ হইতে কায়স্থ-সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। উপরোক্ত বিবরণ হইতে চারিপ্রকার কায়স্থের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—১ম চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ, ২য় চান্দ্রসেনী কায়স্থ, ৩য় সূর্যবংশীয় পত্তন-প্রভু ও ৪র্থ চন্দ্রবংশীয় পত্তন-প্রভু †। এই চারি শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে চিত্রগুপ্তজ কায়স্থেরাই আদি কায়স্থ। অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মার কায় হইতে উদ্ভূত বলিয়াই 'কায়স্থ' নামে খ্যাত হন ‡। কিন্তু এখন প্রভাস-খণ্ডের প্রমাণে জানা যাইতেছে, চিত্রগুপ্তের পিতার নাম মিত্র, তিনি কায়স্থ ছিলেন। অতএব চিত্রগুপ্তের পূর্বেও কায়স্থের উৎপত্তি স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু এই বংশের পূর্বে অপর কোন বংশ কায়স্থাখ্যা লাভ করিয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, সেইজন্যই আমরা এই বংশকেই আদিকায়স্থ বলিয়া গণ্য করিলাম। চান্দ্রসেনী কায়স্থেরা প্রকৃত ক্ষত্রিয় সন্তান। মহাদ্রিখণ্ডীয় রেণুকামাহাত্ম্য হইতে জানা যাইতেছে, চিত্রগুপ্তজ কায়স্থের

---

* উপরোক্ত ৮৩ সুদাসেবী ও অন্তক ৮৩ জন ঋষিপ্রসাদে কামপতির ৮৩টি পুত্র হইয়াছিল এবং যে ঋষির প্রসাদে যে পুত্র জন্মে, তাহার সেই ঋষির নামেই গোত্র হইয়াছিল।

† দাক্ষিণাত্যে কায়স্থ বা লেখকবংশীয়গণ 'প্রভু' নামেই খ্যাত।

‡ কমলাকরোদ্ধৃত "ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থজাতিরুচ্যতে" এই বচনই তাহার কারণ।

সহিত তাঁহাদের বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে, চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণ হীনবর্ণ নহেন, নহিলে দাল্‌ভ্য-ঋষি-পালিত চন্দ্রসেন-রাজপুত্র কখনই চিত্রগুপ্তজ কায়স্থের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেন না। কেহ বলিতে পারেন, যখন চন্দ্রসেন-রাজপুত্র 'ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত' হইয়াছিলেন, তখন কেনই বা তিনি হীনবর্ণের কন্যা গ্রহণ করিবেন? বাস্তবিক তিনি ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারচ্যুত হন নাই, তিনি কেবল ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্যাদি হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। সেই জন্যই চান্দ্রসেনীয় কায়স্থদিগের সম্বন্ধে রেণুকামাহাত্ম্যে 'যজ্ঞদান ও তপস্যাপরায়ণ এবং ব্রততীর্থরত' বলা হইয়াছে *। যজ্ঞ, দান, ও তপস্যায় শূদ্রের অধিকার নাই, এই সকল অধিকার থাকায় ক্ষত্রিয়-সন্তান চান্দ্রসেনীয় কায়স্থগণের দ্বিজাতিত্ব রক্ষা হইতেছে। এইরূপে চিত্রগুপ্তের বর্ণ স্পষ্ট উক্ত না হইলেও তাঁহার তপস্যায় অধিকার থাকায় তিনিও দ্বিজাতি মধ্যে গণ্য হইতেছেন, বিশেষতঃ রেণুকামাহাত্ম্যে—

"দত্তকায়স্থধর্ম্মোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ।
প্রাপ্তকায়স্থনামত্বাল্লেখ্যা বৃত্তিশ্চ ভূভৃতাম্॥"

তাঁহার (চন্দ্রসেন-রাজপুত্রের) কায়স্থ নাম হইল বলিয়া তাঁহাকে চিত্রগুপ্তের কায়স্থ ধর্ম্ম এবং 'রাজাদিগের লেখ্যবৃত্তি' প্রদান করিলেন। ইত্যাদি উক্তিতে চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ ও চিত্রগুপ্তজ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।‡ এইরূপ সূর্য্যবংশীয় অশ্বপতির সন্তান এবং চন্দ্রবংশীয় কামপতির সন্তানেরাও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়সন্তান হইলেও লেখ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া 'প্রভু' (বা কায়স্থ) নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

সহ্যাদ্রিখণ্ডে উক্ত পত্তনী প্রভুগণ যজুঃশাখার কাত্যায়ন সূত্রানুযায়ী "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" নামেও আখ্যাত হইয়াছেন। যথা—

"ইদং বৃত্তং ত্বয়া প্রোক্তং মহাদেব সুনিশ্চিতম্।
পাঠারীয়প্রভূণাং বৈ কথিতো বিস্তরস্ত্বয়া॥
সূর্য্যবংশাসত্তামুক্তা ব্রহ্মক্ষত্রিয়নামতঃ।
তেষাং নামানি বংশাশ্চ কথিতাঃ পূর্ব্বতস্ত্বয়া॥" (পূর্ব্বার্দ্ধে ৩৬।১-২)
"যজুঃশাখাস্বকর্ম্মাণি সূত্রং কাত্যায়নং স্মৃতম্।
স্বকর্ম্মক্রতীসংযুক্তং কুর্য্যাত্তাজ্ঞাং যথাবিধি॥" ৩৬।৩৬

---

* "রাজাজ্ঞয়া ন কদাপি ক্ষাত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ" ইতি বাক্যবিরোধঃ তত্র ক্ষত্রিয়ত্বপদঃ শৌর্য্যাদিকক্রিয়াশালাকারণাত্মনঃ ন তু শ্রৌতস্মার্ত্তব্যবহারার্হত্বম্ঃ তথাহে লেখ্যক্রিয়াদি বর্ণাশ্রমপি বিবেচনকেঃ কিন্তু 'ব্রাহ্মণে মহাভাগ।' ইত্যাদ্যুক্তয়া কায়স্থোৎপত্তিযুক্ত। "বাদ্ধত্যাগবেশতস্তে বৈ" ইত্যাদি "যজ্ঞদানতপঃশীলা ব্রততীর্থরতাঃ সদা" ইত্যুপসংহারে উপক্রমোপসংহারাভ্যামপি চান্দ্রসেনীয়কায়স্থানাং শুদ্ধক্ষত্রিয়ত্বং প্রতীয়তে।"
গঙ্গাভট্ট-কৃত কায়স্থধর্ম্মপ্রদীপ।

‡ ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত গুরুনীতির প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

ইতিপূর্ব্বে শুক্রনীতির বচনদ্বারা জানা গিয়াছে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত। এখন পুরাণ আলোচনায় প্রতিপন্ন হইতেছে, যে সকল ক্ষত্রিয়সন্তান বংশপরম্পরায় লেখ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই 'কায়স্থ' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।*

কায়স্থই যখন লেখক, তখন পুরাণে লেখকের কার্য্য কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

"লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্ব্বাধিকরণেষু বৈ।
শীর্ষোপেতান্ সুসম্পূর্ণান্ সমশ্রেণিগতান্ সমান্॥
অক্ষরান্ বৈ লিখেদ্‌যস্তু লেখকঃ স বরঃ স্মৃতঃ।
উপায়বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তম।" (১১৫।২৫-২৮)

হে নৃপোত্তম! যিনি উপায়বাক্য-কুশল, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যিনি অল্প কথায় বহু অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন, যিনি সমান মাত্রায় সমান ছত্রে ফাঁক ফাঁক লিখিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক, এরূপ লেখকই রাজার সর্ব্বাধিকরণের উপযুক্ত।

গরুড়পুরাণের মতে—

"মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ॥" (১১২।৭)

মেধাবী, বাক্‌পটু, বিদ্বান্, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বশাস্ত্র যাহার দেখা আছে, সেই সাধুই লেখক। 'সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হওয়ায় পুরাণ-মতেও লেখক বা কায়স্থ দ্বিজাতির অন্তর্গত হইতেছেন, কারণ শূদ্রের সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার নাই।

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে—

"বিপ্রো লিপিকর্ত্তা চ অন্নদাতুধনং হরেৎ।
তমঃকুণ্ডে বর্ষশতং স্থিত্বা স্বর্ণবণিগ্‌ভবেৎ॥" (জন্মখণ্ড ৮৫।১২৯।)

বিপ্র লিপিকর্ত্তা হইলে ও অন্নদাতার ধন হরণ করিলে একশত বর্ষ অন্ধকার নরককুণ্ডে বাস করিয়া স্বর্ণ-বণিক্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

উক্ত প্রমাণদ্বারা বোধ হইতেছে যে, পৌরাণিক সময়ে ব্রাহ্মণদিগের লেখাবৃত্তি নিষিদ্ধ ছিল।

তন্ত্রে কায়স্থ।

কোন প্রাচীন তন্ত্রে কায়স্থজাতির বিবরণ নাই। শব্দকল্পদ্রুমপ্রমুখ যে সকল গ্রন্থে তন্ত্রের দোহাই দিয়া কায়স্থ-বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অধিকাংশই আধুনিক বা বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যক্তি-বিশেষের স্বকপোলকল্পিত। এই কারণ আমরা ঐ সকল বচন প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না*।

এতদ্ভিন্ন কোন কোন গ্রন্থে অগ্নিপুরাণীয় জাতিমালা, বৃহৎস্কন্দপুরাণ, ব্যোমসংহিতা ইত্যাদি কয়েকখানি অপ্রামাণিক গ্রন্থ হইতে কায়স্থ-জাতি-পরিপোষক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ শ্লোকগুলি যে নিতান্ত আধুনিক সময়ে রচিত অথবা কোন কোন মহাত্মার স্বকপোলকল্পিত, তাহা এস্থলে উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। তবে রাজা রাধাকান্তদেব-সঙ্কলিত শব্দকল্পদ্রুমো-দ্ধৃত আচারনির্ণয়তন্ত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলিয়া থাকা যায় না।

আচারনির্ণয়তন্ত্রের রচনাপ্রণালী ও বিবরণাদি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে উহা যে কোন বিশেষ উদ্দেশে আধুনিক সময়ে রচিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারা যায়। রাজা যে হস্তলিপি দেখিয়া শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই হস্ত লিপিখানি এখনও তাঁহার বাটীতে আছে, উহাতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৭০টী শ্লোক আছে এবং উহার লিপি দেখিলে শতাধিকবর্ষের অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ তন্ত্রসার, মহাসিদ্ধিসারস্বত, আগমতত্ত্ববিলাস, বারাহী-তন্ত্র ও রুদ্রযামলতন্ত্রে প্রায় ৫০।৬০ খানি বিভিন্ন তন্ত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু উক্ত কোন তন্ত্রে আচারনির্ণয়তন্ত্রের নামোল্লেখও নাই। এইজন্য আচারনির্ণয়তন্ত্রের বিবরণ ছাড়িয়া যাইতে হইল।

---

* কায়স্থ জাতি লইয়া যাঁহারা বহুদিন হইতে বাদানুবাদ এবং সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে-ছেন, তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে এই কয়েকটী অমূলক বচন দেখিতে পাওয়া যায়—

"বিরাটকায়দেহোৎপন্নঃ কায়স্থ ইতি বিশ্রুতঃ। আত্মাচ্ছন্নঃ প্রকাশাত্তু আর্য্যাবর্ত্তঃ প্রযুচ্যতে।

অতঃ স্তু বর্ণসংস্থানাং দ্বীপসাগরসংবৃতঃ। যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ॥" মেরুতন্ত্রে ১১পটল।

উক্ত বচনদ্বারা কেহ কেহ কায়স্থ-জাতিকে দেশের আত্মাচ্ছন্নপ্রকাশক বিরাটকায়সম্ভূত বংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু মূল মেরুতন্ত্রের কোন স্থলে এরূপ অসম্বদ্ধ উক্তি নাই, উহা যে আধুনিক হাত গড়া শ্লোক তাহাতে সন্দেহ নাই।

আবার কেহ বিজ্ঞানতন্ত্রের দোহাই দিয়া এই বচন রচনা করিয়াছেন—"ব্রহ্মোবাচ।—

"যাহা বং চিত্রগুপ্তোহসি মম কায়াদ্‌ভূতঃ। তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি।

কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন তু শূদ্রঃ কদাচন। অতো ভবেযুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদিকা বৎস॥" বিজ্ঞানতন্ত্র।

মেরুতন্ত্রের উক্ত শ্লোকের ন্যায় বিজ্ঞানতন্ত্রনামধেয় শ্লোকগুলিও এখনকার হাত গড়া বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞানতন্ত্র, বিজ্ঞানললিতাতন্ত্র, বিজ্ঞানভৈরবতন্ত্র এবং শিবধারিবিরচিত বিজ্ঞানভৈরবোদ্দ্যোতসংগ্রহ প্রভৃতি "বিজ্ঞান" নামের তন্ত্র গ্রন্থে ঐ শ্লোকগুলির নিদর্শন নাই।

সংস্কৃত কাব্যনাটকাদি বর্ণিত কায়স্থ।

প্রাচীন মৃচ্ছকটিক নাটকে কায়স্থের উল্লেখ আছে—

"ততঃ প্রবিশতি শ্রেষ্ঠিকায়স্থাদিপরিবৃতোঽধিকরণিকঃ।" (নবমাঙ্কে)

এখানে অধিকরণিক প্রধান বিচারপতি এবং শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ তাঁহার সভ্য (Assessor) রূপে অভিহিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে শূদ্রজাতির ধর্ম্মাধিকরণে বিচার করিবার অধিকার নাই। কিন্তু মৃচ্ছকটিকে কায়স্থ কেবল লেখক নয়, বিচারেরও সহায়তা করিতেছে। সুতরাং স্মৃতি মানিলে মৃচ্ছকটিকোক্ত বিচারকের সহকারী কায়স্থ যে শূদ্র নয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

মুদ্রারাক্ষসনাটকে অনেকস্থলে কায়স্থের উল্লেখ আছে, চন্দ্রগুপ্তের সময়েও কায়স্থেরা রাজসংসারে লেখকের কার্য্য করিত, এই নাটকে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে কায়স্থ শকটদাস একজন পাত্র, তিনি মহামন্ত্রী রাক্ষসের একজন বয়স্য ও বন্ধু। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবার জন্য ঐ শকটদাসকে নিযুক্ত করেন।

উক্ত নাটকের প্রথমাঙ্কে চাণক্য শকটদাসকে উল্লেখ করিয়া একস্থানে বলিতেছেন, "কায়স্থ ইতি লঘ্বী মাত্রা। তথাপি ন যুক্তং প্রাকৃতমপি রিপুমবজ্ঞাতুং।" এখানে 'লঘ্বী মাত্রা' দেখিয়া কেহ কেহ শকটদাসকে অতি সামান্য জাতি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এখানে তলাইয়া দেখা উচিত, যে কে কায়স্থ শকটদাসকে সামান্যভাবে সম্বোধন করিতেছে? চাণক্য। এখানে চাণক্যের সহিত শকটদাসের রাজনৈতিক সম্বন্ধ। জাতিগত কোন সম্বন্ধ উক্ত হয় নাই। কূটরাজনীতিতে যখন মহামন্ত্রী রাক্ষসও চাণক্যের নিকট পরাজিত, তখন তাঁহার নিকট শকটদাসত সামান্য! সামান্য হইলেও চাণক্য উপেক্ষা করেন নাই। অতএব চাণক্যের উক্তিতে কায়স্থ শকটদাসের নীচজাতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে না।

শ্রীহর্ষের উত্তরনৈষধচরিতে (দময়ন্তীর স্বয়ম্বরসভায়) চিত্রগুপ্ত কায়স্থ বলিয়াই বর্ণিত—

"দৃগ্গোচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈর্গুণ এতদীয়ঃ।
উদ্ভিন্ন পত্রস্য মসীদ একো মসের্দ্দধচ্চোপরি পত্রমন্যঃ॥" (১৪ সর্গ)

অনন্তর চিত্রগুপ্ত চক্ষুর গোচর হইলেন, ইনি কায়স্থ এবং উত্তম গুণযুক্ত। এই পুরুষ আপনার রূপ গোপন করিয়াছেন। ইনি কপালরূপ পত্রের উপর মসী প্রদান করেন অর্থাৎ মনুষ্যের শুভাশুভ গণনা করিয়া তাহার অদৃষ্টে লিখিয়া দেন এবং রূপে মসীর উপর জয়পত্র দিয়াছেন।

১০৫০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরদেশীয় বিখ্যাত কবি ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার সময়-মাতৃকায় কায়স্থের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"দানেন নশ্যতি বণিঙ্নশ্যতি সত্যেন সর্ব্বথা বেশ্যা।
নশ্যতি বিনয়েন গুরুর্নশ্যতি কৃপয়া চ কায়স্থঃ॥" (৪।৭০।)

ব্যবসায়ী দান করিলে, বেশ্যা সত্যবাদিনী হইলে, গুরু বিনয়ী হইলে এবং কায়স্থ দয়াপরবশ হইলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। [ব্রহ্মমাতৃকা ৫।৬৩ দেখ।]

১১০১ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীররাজ হর্ষদেবের মৃত্যু হয়, তাঁহার জননী রাণী সূর্য্যবতীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত সোমদেব সংস্কৃত ভাষায় কথাসরিৎসাগর রচনা করেন। এই গ্রন্থে কায়স্থের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়—

"কায়স্থো হি করোত্যেকো ব্যাপারং ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ।
লিখত্যুৎপুংসয়তি চ ক্ষণাদ্বিশ্বং করস্থিতম্॥" (৭২।৩২৩।)

কায়স্থ এককই ব্রহ্মা ও রুদ্রের কার্য্য করেন। তিনি লিখিতে পারেন, আবার ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত বিশ্বলোপ করিতে পারেন, সকলই তাঁহার করস্থিত।

কথাসরিৎসাগরের আর একস্থলে লিখিত আছে—

"সন্ধিবিগ্রহকায়স্থেনাহৃতেনার্থসঞ্চয়ৈঃ।
উপাংশু কাব্যালঙ্কারা ব্যসৃজল্লেখহারকম্॥" (৪২।৯১)

কাব্যালঙ্কারা জনৈক সান্ধিবিগ্রহিক কায়স্থকে আনয়ন করিয়া অর্থদ্বারা গোপনে পত্রবাহককে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কথাসরিৎসাগরের ইংরাজী অনুবাদক ঐ সন্ধিবিগ্রহকায়স্থের অর্থ Secretary for foreign affairs অর্থাৎ 'পররাষ্ট্রসচিব' লিখিয়াছেন।

কথাসরিৎসাগরের ৪২ তরঙ্গ পাঠে জানা যায় যে, রাজার যাহা কিছু লেখাপড়ার কার্য্য, সকলই কায়স্থের উপর অর্পিত ছিল। কায়স্থ রাজার হইয়া নাম পর্য্যন্ত সহি করিতে পারিত। রাজা কায়স্থকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। রাজ্যের শুভাশুভ, অসংখ্য লোকের ইষ্টানিষ্ট, এই কায়স্থের হস্তে অর্পিত ছিল। এই জন্যই রাজনিযুক্ত কায়স্থকে সকলেই রাজবল্লভ, অতি মায়াবী ও দুর্নিবার বলিয়া মনে করিত। এমন কি সেই সন্ধিবিগ্রহকায়স্থ যদি অতিশয় কূটবুদ্ধি ও অত্যাচারী হইতেন, তাহা হইলে মনে করিলে অপর লোকদ্বারা রাজপুত্রকে পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে পারিত, এই তরঙ্গে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে।

বৎসরাজসুত হরিদাস-বিরচিত লেখকমুক্তামণি নামক গ্রন্থে লেখকের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"শ্রীশস্ত্রামবদম্ পসেবি চিত্রকর্ম্মাকর্ণয় যেবি।
স্মৃতিপাঠকশ্চ শ্রুতিলেখিতা সকলপুরাণশাস্ত্রবেদিতা॥"

রাজসংসারে রাজার সহিত বিশেষ সংস্রব থাকায়, রাজার সেক্রেটরী প্রভৃতি উচ্চপদ ভোগ করায়, বিশেষতঃ লেখকের স্মৃতিপাঠ ইত্যাদিতে অধিকার থাকায় কায়স্থকে নিঃসন্দেহে দ্বিজাতি-মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

শিলালিপি-বর্ণিত কায়স্থ।

মধ্যপ্রদেশস্থ রত্নপুর হইতে আবিষ্কৃত ৮৬৬ সংবতে উৎকীর্ণ হৈহয়বংশীয় চেদিরাজ জাজল্লদেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে—

১—"গুরুপ্রস্পর্দ্ধি-মন্ত্রাগ্রণী কায়স্থোঽসমশাস্ত্রসারসুমতিঃ শ্রীমান্ স গৌড়ান্বয়ে"[১]

গুরুর প্রতিদ্বন্দ্বী মন্ত্রণাবিষয়ে অগ্রণী ও অসমশাস্ত্রাভিজ্ঞ সেই শ্রীমান্ কায়স্থ গৌড়বংশীয়কে ইত্যাদি।

মধ্যপ্রদেশস্থ মল্হার নামক স্থানে প্রাপ্ত হৈহয়বংশীয় জাজল্লদেবের আর একখানি প্রশস্তি-ফলকে কায়স্থ রত্নসিংহের পরিচয় স্থলে লিখিত আছে—

২—"কাশ্যপীয়াক্ষপাদীয়-নয়সিদ্ধান্তবেদিনা।
বিপক্ষবাদিসিংহেন রত্নসিংহেন ধীমতা ॥২৩
শ্রীরাঘবাঙ্ঘ্রি কমলাম্বুধরাভিষেকলব্ধোদয়প্রততশাখমহীরুহেন।
বাস্তব্যবংশকমলাকরভানুনেয়ং মামেসুতেন রচিতা রুচিরা প্রশস্তিঃ ॥"[২]

যিনি কাশ্যপীয় ও অক্ষপাদীয় নীতিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিপক্ষবাদীদিগের সিংহ স্বরূপ ছিলেন, যিনি শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্ঘ্রি কমলরূপ জলধরের অভিষেক দ্বারা সমুৎপন্ন বিস্তৃত ও শাখাসমন্বিত মহীরুহ ও বাস্তব্য (কায়স্থ) বংশ-রূপ কমলাকরের ভানু সদৃশ ছিলেন। সেই মামে-পুত্র ধীমান্ রত্নসিংহ কর্তৃক এই রম্য প্রশস্তিখানি রচিত হইয়াছে।

উক্ত বাস্তব্য কায়স্থবংশীয় রত্নসিংহের পুত্র দেবগণও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। রত্নপুর-দুর্গ হইতে আবিষ্কৃত চেদিরাজ পৃথ্বীদেবের প্রশস্তি-বর্ণিত শিলাফলকে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

☞ থিওসফিষ্ট পত্রিকায় জ্যোতিষী রামদয়াল লিখিয়াছেন, "ভৃগুসংহিতার মতে, এক দিনের ৬০ ঘটির মধ্যে, যে প্রথম ৫ম ঘটির মধ্যে জন্মিবে সে ব্রাহ্মণ, যে ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম ঘটির মধ্যে জন্মিবে সে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ, যে ১১শ হইতে ১৫শ ঘটির মধ্যে জন্মিবে সে বৈশ্য এবং ১৬শ হইতে ২০শ ঘটির মধ্যে যে জন্মিবে, সে শূদ্র হইবে।" (Theosophist, Vol. XI. p. 368) দুঃখের বিষয় আমরা এই ভৃগুসংহিতা দেখি নাই। প্রকৃত হইলে এই জ্যোতিঃশাস্ত্র-মতেও কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত হইতেছেন।

(১) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 36.

(২) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 42 ; Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VI. p. 884 দ্রষ্টব্য।

৩—"নিঃশেষাগমশুদ্ধবোধবিভবঃ কাব্যেষু যো ভব্যধীঃ
সৎতর্কাম্বুধিপারগো ভৃগুসুতো যো দণ্ডনীতৌ মতঃ।
ছন্দোঽলঙ্কৃতি-শব্দমন্মথ-কলাশাস্ত্রাব্জ-চণ্ডদ্যুতি-
শ্চক্রে দেবগণং প্রশস্তিমমলাং শ্রীরত্নসিংহাত্মজঃ॥"*

সমস্ত শাস্ত্রালোচনায় যাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়াছিল, যিনি কাব্যশাস্ত্রে উত্তম জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, যিনি সৎতর্কসাগরের পারগামী ও দণ্ডনীতি-বিষয়ে পরশুরামবৎ ছিলেন এবং যিনি ছন্দ, অলঙ্কার, শব্দ ও কামশাস্ত্ররূপ পদ্মের সূর্য্যস্বরূপ ছিলেন, সেই রত্নসিংহপুত্র দেবগণ এই বিমল প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন।

বাস্তব্য বা শ্রীবাস্তব কায়স্থগণের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কেবল যে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা নহে। সুদূর মধ্যপ্রদেশের রাজসভায়ও আমরা এই কায়স্থশ্রেণীকে প্রতিষ্ঠিত দেখি। মধ্যপ্রদেশের খলারিগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত ১৪৭০ সংবতে উৎকীর্ণ রাজা হরিব্রহ্মদেবের প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—

"শ্রীবাস্তব্যান্বয়েনৈষা প্রশস্তিরমলাক্ষরা।
লিখিতা রামদাসেন পণ্ডিতাধীশ্বরেণ চ॥"†

উক্ত শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে, আলোচ্য প্রশস্তি-রচয়িতা বাস্তব্য-কায়স্থবংশীয় রামদাসই রাজা হরিব্রহ্মদেবের সভায় 'পণ্ডিতাধীশ্বর' বলিয়া গণ্য ছিলেন।

গোরখপুর হইতে আবিষ্কৃত ১০ম শতাব্দে উৎকীর্ণ জয়াদিত্যের তাম্রফলকে—

৪—"সুগতপ্রতিমকৃপয়া গুণনিধিরজবর্জ্জিতেন্দ্রিয়ো বিদ্বান্।
বিপ্রিয়বাদে বিমুখঃ কায়স্থো নাগদত্ত ইতি॥২০
সচিবস্তু তেন রচিতা লক্ষণযুক্তা সুবর্ণকৃতশোভা।
সদ্বৃত্তা ললিতপদা ভক্ত্যা পরয়া প্রশস্তিরিয়ং॥২১
স্বগুণজ্ঞাপনভীরোস্তস্য ভ্রাত্রা কনীয়সা রচিতং।
আর্য্যাণাং ত্রিতয়মিদং বিদ্যাদত্তেন কৃতার্থং॥"‡

নাগদত্ত নামে জনৈক কায়স্থ ছিলেন। তিনি দয়ায় বুদ্ধতুল্য, গুণশালী, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্ ও প্রিয়ভাষী। তিনি সচিব হইয়া লক্ষণযুক্ত, সুবর্ণশোভিত, সদ্বৃত্ত ও ললিতপদান্বিত এই প্রশস্তি পরম ভক্তিসহকারে রচনা করিয়াছেন। স্বীয় গুণজ্ঞাপনে ভীরু সেই নাগদত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাদত্ত কর্তৃক (ভ্রাতার) ঐশ্বর্য্য প্রকাশার্থ এই আর্য্যা তিনটী রচিত হইয়াছে।

(*) Epigraphia Indica, Vol. I. p 48.
(†) Epigraphia Indica, Vol. II. p. 23.
(‡) Colebrooke's Miscellaneous Essays, Vol. II. p. 247.

৮১৪ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

৫—"শ্রীমদবার্য্যপৌত্রেণ যোগমার্য্যসুতেন চ।
কায়স্থকুমুদাব্জিনা লিখিতং পুণ্যার্য্যনাম্না॥"*

৬—সিংহলের অন্তর্গত পুলস্তিপুর নামক স্থানে সিংহলাধিপ পরাক্রমবাহুর ধ্বংসাবশিষ্ট দরবারগৃহের স্তম্ভে ১০৯২ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে রাজার পরই কায়স্থের (Secretary) আসন, তৎপরে প্রধান (Minister) ও তৎপরে সেনাপতির (Commander-in-Chief) আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দরবার-গৃহে যেখানে কায়স্থ বসিতেন, তথায় এইরূপ সিংহলীভাষায় শিলালিপি দৃষ্ট হয়—

"সিংহাসনয়ে বইদই হন্ কালএ পোত্তবরূণ অইত্তুলু বূ কায়স্থয়ণ্ট স্থানয়যি।"

সিংহাসনে (রাজা) বসিলে ঐ কালে পুস্তকাধারের মধ্যে কায়স্থের স্থান এই।

প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় পণ্ডিত রিস্ ডেভিস্ উক্ত দরবারগৃহের এইরূপ নক্সা প্রকাশ করিয়াছেন, †



খাজুরাহো হইতে আবিষ্কৃত ধঙ্গদেবের শিলালিপিতে আছে—

৭—"বিবস্থির্জ্জয়পালসী(শী)তকিরণোৎসুস্থাপরাধন্বিতো
গৌড়ঃ প্রোল্লিখদক্ষরাণি কুসুমাকারাণি সম্যক্ করঃ।
কায়স্থো জয়বর্ম্মদেবনৃপতেরীশস্ত বিভ্রৎকলাঃ
সাহিত্যাম্বুধিবন্ধুরুজ্জ্বলমো কুন্দানিন্দ্যাচ্ছ্যতিঃ॥ সং ১১৭৩।"‡

* Indian Antiquary, Vol. XII. p 267.
† Indian Antiquary, Vol. II. p. 247.
‡ Epigraphia Indica, Vol I. p. 147.

বিদ্বান্‌গণের বন্দনীয় গৌড় (কায়স্থ) জয়পালরূপ চন্দ্র কর প্রসারিত করিয়া কুমুদসদৃশ এই অক্ষরাবলি লিখিয়াছিলেন। এই কায়স্থ প্রভু জয়বর্ম্মদেব-নৃপতির করগ্রহীতা, সাহিত্যসমুদ্রে বন্ধু, উদ্ধত তমোনাশক ও অনিন্দ্যতেজস্বী ছিলেন।

গোয়ালিয়ারস্থ 'সাস্-বহুকা দেহরা' নামক মন্দিরে ১১৫০ সংবতে উৎকীর্ণ মহীপালের শিলালিপিতে লিখিত আছে—

৮—"রামেশ্বরো দ্বিজবরস্তথা দামোদরো দ্বিজঃ।
অষ্টাদশৈতে বিপ্রাশ্চ পদিনো শড্ঢলো দ্বিজঃ॥
পাদোনপদিকৌ রত্নতিহুণকৌ সুরার্চ্চকৌ।
ত্বার্দ্ধপদিনাবেষ বিপ্রাণাং সংগ্রহঃ কৃত॥৮৪
দদৌ দেবপদানাঞ্চ মধ্যাদর্দ্ধপদং নৃপঃ।
বিধায় শাশ্বতং লোহডটকায়স্থসূরয়ে॥"৮৫*

রামেশ্বর, দামোদর, শড্ঢল প্রভৃতি ১৮ জনকে একপাদ করিয়া এবং দেবপূজক রত্নকে একপাদ ও তিহুণকে একপাদের সিকি কম এবং দেবত্রের মধ্য হইতে লোহডট নামক কায়স্থ সূরিকে অর্দ্ধপদ প্রদত্ত হইল।

কোশলাধিপতি মহাভবগুপ্তের তাম্রশাসনখানিও তাঁহার মহাসান্ধিবিগ্রহিক ও রাণক কায়স্থ-প্রবর মল্লদত্ত কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল—

৯—"লিখিতমিদং ত্রিকলী তাম্রশাসনং মহাসন্ধিবিগ্রহী রাণক
শ্রীমল্লদত্তপ্রবিশুদ্ধকায়স্থ শ্রীমা × কিলপ্রিয়ঙ্করাদিত্যসুতেনেতি।
প্রণীতং কোশলেন্দ্রেণ প্রতিবোধ্য মহত্তমম্।
আদত্তং পুণ্ডরীকাক্ষশাসনং তাম্রনির্ম্মিতম্॥ উৎকীর্ণিতং মাধবেন।"†

১২২৮ সংবতে উৎকীর্ণ চন্দেল্লরাজ পরমর্দ্দিদেবের শাসনে লিখিত আছে—

১০—"কায়স্থাখিলবিত্তেন কায়স্থকুমুদেন্দুনা।
পৃথ্বীধরেণ লিখিতং শাসনং নৃপশাসনাৎ॥

---

* Indian Antiquary, Vol. XV. p. 40, প্রাচীন লেখমালা ১ম ভাগ ৯৪ পৃষ্ঠা।

† Indian Antiquary, Vol. V. p. 57. উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ঐ প্রবন্ধের টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন, "It is a noticeable fact that the *Sandhi-vigrahi* or Minister of War and Peace, and the Secretary, were always Kâyasthas, or men of the writer-caste. This not only occurs in the Kataka-plates, but in grants or inscriptions found in Ceylon and Central India." অর্থাৎ সান্ধিবিগ্রহিক-পদে সর্ব্বত্রই প্রায় কায়স্থকেই দেখা যায়। কেবল কটকের তাম্রফলক বলিয়া নহে, সিংহল ও মধ্যভারত হইতে প্রাপ্ত বহুতর তাম্রফলক বা শিলালিপিতেই এ কথা রহিয়াছে।

রাজপালস্য পুত্রেণ পাল্হণেন চ শিল্পিনা।
উৎকীর্ণা বর্ণঘটনা বৈদগ্ধীবিশ্বকর্ম্মণা॥"*

অখিল বিদ্যাবিৎ কায়স্থকুমুদচন্দ্র পৃথ্বীধর নামক কায়স্থ কর্ত্তৃক রাজাদেশে এই শাসন লিখিত ও পাল্হণ শিল্পী কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইল।

শ্রাবস্তী হইতে আবিষ্কৃত ১২৭৬ সংবতের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে—

১১—"কর্ত্তুং কীর্ত্তে র্বিতানং সুচরিতমুদিতো মৃত্তিকাপূর্ণা যত্নাৎ
কর্কোটাধীনরক্ষং স্বপুরমিদমসৌ নির্ম্মমে কায়ুথাখ্যং॥
তস্মিন্নভূবন্ ধনিনোঽতিধন্যাঃ শ্রীপূর্ব্ববাস্তব্যকুলপ্রদীপাঃ।
অদ্যাপি যদ্বংশভবৈর্যশোভির্জ্জগন্তি শুভ্রৈর্ধবলীক্রিয়ন্তে॥"†

ইনি স্বীয় কীর্ত্তিকলাপ বিস্তৃত করিবার জন্য যত্নপূর্ব্বক মৃত্তিকাদ্বারা চতুর্দ্দিক্ পূরিত করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কর্কোটের অধীনতায় রক্ষাভার সমর্পণপূর্ব্বক এই কায়ুথ নামক পুর নির্ম্মাণ করেন। এইস্থানে বাস্তব্যবংশপ্রদীপ অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন এবং অদ্যাপিও তাঁহার বংশধরগণ শুভ্র যশোরাশি দ্বারা এই জগৎ ধবলীকৃত করিতেছেন।

ঐরূপ কায়স্থ-প্রসঙ্গযুক্ত বহুতর শিলালিপি ও তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কেবল বিভিন্ন কায়স্থবংশের গৌরব-প্রকাশক বহুতর শিলালিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে পরে তিনখানি মাত্র কায়স্থলিপি উদ্ধৃত হইল।

১১৬১ সংবতে উৎকীর্ণ গোয়ালিয়রলিপি।

গোয়ালিয়র হইতে আবিষ্কৃত ১১৬১ সংবতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে রাজসম্মানিত একটী কায়স্থবংশের কীর্ত্তিকলাপের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"শ্রীমাথভূব মথুরাভিজনো বিমায়ঃ কায়স্থবংশবিপিনাম্বুধরঃ প্রহৃষ্টাঃ।
শিষ্টাস্ত্রিবর্গপথগামিমনোরথস্য যস্যাধ্যগীষত মনোরথ ইত্যভিখ্যাম্॥ (১১)
ভুবনপালনৃপত্রিবিণব্যয়াগমনিয়োগনিবন্ধনলেখিনঃ।
গণিতভবসমস্তলিপিজ্ঞতাগুণকৃতস্তবনেঽস্য গুরুর্ন্নপুঃ॥ (১২)
কান্তাঙ্গকা • • • ললিতাঙ্গযষ্টিঃ।
স্পষ্টীকৃতাস্বকুলশীলকলানুভাবা তাবানুরক্তিপরমাস্য রমেব বিষ্ণোঃ॥ (১৩)
যো মানিনাং কৈরবকুড্মলানাং প্রহ্লাদনং বৃত্তমধাদিবেন্দুঃ।
স মানিচন্দ্রশ্চতুরর্ণবান্তভ্রাম্যোরুকীর্ত্তিস্তনয়োঽস্য জজ্ঞে॥ (১৪)

* Indian Antiquary, Vol. XXV. p. 208.

† Indian Antiquary, Vol. XVII. p. 63.

স্মরারিপূর্ণামরমূর্ত্তিসুন্দরোদরাস্মাবেশ্মপ্রকরার্পিতধ্বজৈঃ।
মরুক্ষুতৈস্তর্জ্জয়দঙ্গিনামঘান্যচীকরৎ কীর্ত্তনমা * * (১৫)
* * * বিধানেষু যতস্তদীয়া।
শুচিস্মিতোল্লাসিতহারকান্তিস্ততো জনৈর্বাসগতির্নিরূচে ॥ (১৬)
ত্রিজগদ্বিততাত্মযশোবিসদীকৃতদিক্স তয়োঃ-
স্তনয়োঽভিজনোজ্জ্বলসর্ববিনিজান্বয়জাজ্জরবিঃ ॥
মধুসূদন ইত্যজনিষ্ট বিশিষ্টগুণপ্রণয়ঃ।
স্মতয়ো গুরুদারগুণঃ প্রতি সম্প্রতি যং বিদুষাং ॥ (১৭)
যশোবিকাসো মধুসূদনস্য মাস্মস্ময়ূখা **** চূর্ণ্যমাণঃ ক্ষয়মাপদিন্দুঃ। (১৮)
যেন ত্রিলোকজনতাশয়শুদ্ধিহেতুর্ধর্ম্মোঽপি নির্ম্মলতমঃ ক্রিয়তে স্ম শশ্বৎ।
তস্যাবদাতচরিতাদ্ভুতবর্ণনায়ামোজো বিজৃম্ভিতমহো যদি শারদায়াঃ ॥ (১৯)
করাঞ্জলিপুটাক্ষতং জলমিবৈষ শশ্বৎসুধীঃ
সমগ্রজগদঙ্গিনাং প্রগলদায়ুরালোচয়ন্ ॥
শ্রুতৈর্বিহিতশমাম্বুসংশমিতরাগপাত্রাপি- * *
* * * * * *
আশাসু যঃ শিষ্টজগজ্জনস্য শ্রিয়ং স্বধাদাত্মকরাবকৃষ্টাং।
জনা যদীয়াবরজং তমাশাচন্দ্রং জগুঃ প্রীতগুরুং সুবৃত্তং ॥ (২০)
পতিতপ্রপতৎ প্রপতিষ্যদমর্ত্ত্যগৃহোদ্ধরণৈঃ
স্বভুজার্জ্জিতশুদ্ধধনব্যয়কৃতিতপুণ্যনিধিঃ।
যতিবিপ্রবরার্ত্তবিপন্নজনার্ত্তিহরো ভবনং
ভবনাশকরস্য হরস্য স কারয়তি স্ম কৃতী ॥ (২১)
শ্রীবিক্রমার্কনৃপকালাতীতসম্বৎসরাণাং মকষষ্ট্যধি-
কায়ামেকাদশশত্যাং মাঘশুক্লষষ্ঠ্যাং প্রতিষ্ঠাভূৎ।"*

মাথুর কায়স্থ-বংশ-কাননের জলধর স্বরূপ অকপট ও শ্রীযুক্ত (জনৈক ব্যক্তি) ছিলেন। ইহার মনোরথ নিরন্তর ত্রিবর্গপথের অনুসরণ করিত বলিয়া সাধুগণ আহ্লাদ সহকারে ইহাকে 'মনোরথ' নামেই অভিহিত করিতেন। ইনি ভুবনপাল-রাজের রাজস্ব সম্বন্ধীয় আয়, ব্যয় ও নিয়োগ-বিয়োগ নিবন্ধাদি লিখিতেন। ইহার গণিততত্ত্ব ও সমস্ত লিপি বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ-রাশি ছিল, তাহার প্রশংসা সম্বন্ধে অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও অপারগ হইয়াছিলেন।

* Indian Antiquary, Vol. XV. p. 201.

পরম সুন্দরাকৃতি ইহার একটী রমণী ছিলেন। (তিনি স্বামীর প্রতি নিরন্তর সদ্ব্যবহার করিয়া) স্বীয় উত্তম কুলশীলাদির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। বিষ্ণুর যেমন লক্ষ্মীদেবী সদাই অনুরাগিণী, তদ্রূপ তিনিও স্বামীর প্রতি বিশেষরূপে ভাব ও অনুরাগবতী ছিলেন। তাঁহার (মনোরথের) মানিচন্দ্র নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। চন্দ্র যেমন কৈরব-কোরক-নিকরের আহ্লাদপ্রদ, তিনি তদ্রূপ মাননীয়দিগের প্রীতি বিধান করিতেন ও তাঁহার বিপুল কীর্ত্তিরাশি চতুঃসাগরের প্রান্ত পর্য্যন্তও বিশ্রান্তি-লাভের জন্য ভ্রমণ করিয়াছিল।

অজয়গড়ে রাজা ভোজবর্ম্মার সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি।*

১ম পংক্তি— "ওঁ নমঃ কেদারায় ॥

গঙ্গাতরঙ্গতরলীকৃতসর্পরাজ-বেষ্টায় চারুশশিখণ্ডবিভূষণায়।
কন্দর্পদর্পশমনায় সুরার্চ্চিতায় কেদাররূপবিধৃতায় নমঃ শিবায় ॥১॥
ষট্ত্রিংশতঃ করণকর্ম্মনিবাসপূতা আসন্ পুরং পরমসৌখ্যগুণাতিরিক্তাঃ।
তন্মধ্যগা বিবুধলোকমতা বরিষ্ঠা টকারিকা সমজনি স্পৃহনীয়কল্পা ॥২॥
সর্ব্বোপকারকরণৈ

২য়— কনিধেঃ স্বকীয়বংশস্য পাত্রসুস্তগস্য দ্বিজাগ্রয়স্য।
কল্পাবসানসময়স্থিতয়ে পুরীং যাং বাস্তুঃ স্বয়ং সমধিগম্য সমাসসাদ ॥৩॥
তস্যাং প্রতেম্নিনদসজ্জনিনাদিতায়াং বাস্তব্যবংশতিলকরণাস্তু আসন্।
আশাঃ সমস্তভুবনানি যদীয়কীর্ত্ত্যা পূর্ণানি হংসধবলানি বিশেষয়স্ত্যা ॥৪॥
বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশকলাঃ সকলাঃ সমীয়ু পদ্মাভিরা-

৩য় — মমিব বল্লভমায়তাক্ষ্যঃ।
যং গর্ভমবিলম্বিতমদ্বিতীয়ং দুঃখং বিয়োগজমসংবৃতমুদ্বহন্ত্যঃ ॥৫॥
তদ্বংশতঃ স উদপাদি নরেশ্বরেণ গণ্ডাহ্বয়েন যুধি দুর্জ্জয়তাং গতেন।
জাজূকসংজ্ঞ ইতি ঠক্কুরধর্ম্মযুক্তঃ সর্ব্বাধিকারকরণেষু সদা নিযুক্তঃ ॥৬॥
আরাধ্য তং নৃপতিমণ্ডলমণ্ডনৈকং দেবং গদাধরমিবাচ্যুতবাসমাক্তম্।

৪র্থ—কায়স্থবংশনলিনীগণভানিনেশো গ্রামং দুগৌড়মপি তাম্রকমাপ্ত লেভে ॥৭॥

---

* অজয়গড় দুর্গের অন্তর্গত জীবোবান বাবের নিকট পর্ব্বতোপরি এই শিলালিপি খৃষ্টীয় ১২শ বা ১৩শ শতাব্দীর নাগরাক্ষরে উৎকীর্ণ। এই লিপিতে ১০টী পংক্তি আছে। তন্মধ্যে শেষ পংক্তিটী অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে ও অতি অস্পষ্ট। দৈর্ঘ্যে ০ ফিট ১-১/২ ইঞ্চ ও প্রস্থে ২ ফিট ০ ইঞ্চ। শেষ পংক্তি ব্যতীত অপর পংক্তি গুলির অক্ষরায়তন প্রায় ১১/২ ইঞ্চ।

তৎসম্ভূতো সকলবাঙ্ময়পারদৃশ্বা ভূভূষণং নিশিপতেরিব কান্তিভর্ত্তা।
মোহান্ধকারকুহরেষু নিপাতহর্ত্তা মাহেশ্বরঃ সমভবৎ সুকৃতাভিসর্ত্তা।৮॥
যঃ পীতশৈলবিষয়েষু মহীপতীনাং চূড়ামণিং সমনুসেব্য সমার্জ্জয়চ্চ।
শ্রীকার্ত্তিবর্ম্মনৃপতিং বি

৫ম পংক্তি— শিষাভিধানং কালঞ্জরস্য পিপলাহিকয়া সমেতম্।৯॥
তস্মিন্ কুলে মহতি সজ্জনলোকজুষ্টে গঙ্গাধরঃ সমুদভূৎ সচিবোভিরামঃ।
নূনং বিচার্য্য পরমর্দ্দিনরেশ্বরেণ যুক্তঃ স কৃষ্ণকিতয়া পরয়া তু ধীরঃ॥১০॥
জৌনাধরস্তদনুজঃ সহকর্ম্মচারী সদা রতঃ সমরকর্ম্মণি মোক্ষকারী।
তৌ বীরমার্গমনুসৃত্য গিরৌ গরিষ্ঠে কালঞ্জরে

৬ষ্ঠ— যুযুধতুর্বিশিখাকুলেন॥১১॥
তপৈব মালাধরনামধেয়স্তস্য দ্বিতীয়োঽজনি বীরমুখ্যঃ।
সুরৈঃ সদা কল্পতরুপ্রসূনৈরভ্যর্চ্চিতো যঃ সমরেষু রেমে॥১২॥
ক্রমেণ তস্মিন্ প্রবভূব ধীর আলহূ প্রতোলীরুচিরাধিকারঃ।
যেনাবরুদ্ধে কলুষে বৃষেণ সদৈব রেমে রতসেন দুর্গে॥১৩
তস্যাত্মজশ্চাপি বভূব রম্যঃ শুভান্বিতঃ শোভন-

৭ম— নামধেয়ঃ।
চিত্রৈশ্চরিত্রৈঃ ককুভাং মুখানি বশ্চিত্রয়ামাস শুচিগুণৌঘৈ॥১৪
বিদ্যানিধানং তনয়শ্চ তস্য বিদ্যাধরৈস্তুল্যতমূর্বভূব।
যস্মিন্ নৃপো বীরননামধেয়ে বিন্যস্য রাজ্যং সুমনাঃ সদৈব।১৫
বণং পুরাত্ত্যোতি জনস্য চিত্তং ত্রৈলোক্যবর্ম্মক্ষিতিপস্য চাত্র।
ইতীব বাশেরচিতাভিধানো বভূব পুত্রোঽস্য শুভৈরুদারঃ॥১৬
কার্য্যক্রমস্তং বি-

৮ম— গণষ্য রাজা দুর্গে জয়াখ্যে বিশিষাধিকারে।
নিয়োজ্য তস্মৈ ব্যতরৎ প্রসিদ্ধং গ্রামং সদা বর্ত্তবরীতি নাম্না॥১৭
তস্মিন্ মনোরমবয়াং সুরসজ্জবাপীং বাস্তব্যবংশতিলকঃ সুজলাং চ রম্যাম্।
বিজ্ঞায় দেহমচিরং চিরতাং নিনঙ্কুঃ প্রাচীকরৎ তদনুপাধিকলেবরেণ॥১৮
তত্রাবং পরিপন্থিপার্থিবচমূকক্ষেষু দাবানলো বৈরাজ্যং জন

৯ম — রক্ষমপ্রতিহতং কৃত্বা কৃতাত্মাতিথিম্।
ক্ষোভূকং যুধি যুদ্ধদুর্ম্মদনিধিং বাশেকনামা সুধী-

তূর্য্যো যেন মহীশবংশতিলকঃ ত্রৈলোক্যবর্ম্মা কৃতঃ ॥১৯
স্ফীতং রাজ্যমকণ্টকং গুণিগণাক্রান্তাভিসর্ব্বাম্পদং
দানেনোজ্জ্বলবিধায় বিধিবৎ সীমাঃ সমস্তা অপি।
তেনালস্থি মহীধরে জয়পুরে কৈলাসবাসোপমে
বাসো বাসববাস-

১০ম পংক্তি— দর্পদলনো রম্যপ্রতোলীকৃতে ॥২০
অস্যাত্মজঃ পুণ্যযশা উদার আনন্দনামা প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্।
সদৈব লোকং মদয়ন্তমারাদ্ যং সত্যনামানমুদাহরন্তি ॥২১
তিয়ামভূমিং বিগণয্য চৈনং দুর্গাধিকারে নৃপতিঃ প্রচক্রে।
আজ্ঞাকরান্ পল্লিনিবাসিনোঽয়ং চকার ভিল্লান্ শবরান্ পুলিন্দান্ ॥২২
তস্যাত্মজোঽভবদ-

১১শ — সৌ রুচিরাভিধানো বিদ্যাসু তাসু সকলাসু শুচিঃ কলাসু।
যো লীলয়ৈব বিহরন্ সমরাঙ্গণেষু তীব্রানরাতিনিবহান্ কুণিতামনৈষীৎ ॥২৩
দুর্গে জয়াখ্যে প্রবলাসুরোচ্চৈর্বিধ্বংসিনীস্তোত্রপরম্পরাভিঃ।
দুর্গাং স্তবন্নেব সদৈব ভক্ত্যা কৃতাঞ্জলিঃ পুণ্যতমামুপাস্তে ॥২৪
গুণৈরুদারঃ সুকৃতৈকচারঃ পা-

১২শ— পাপহারঃ সুজনৈকসারঃ।
শাস্ত্রাস্ত্রবিদ্যানিপুণঃ প্রবীণঃ কলাসু রেজে স সদা যশস্বী ॥২৫
তস্যাত্মজো গোপতিনামধেয়ো বিদ্যাবদাতো নৃপতিপ্রপূজ্যঃ।
প্রিয়াং গিরাং চাপ্যবিরোধবাসো বন্দ্যঃ সতাং সাধুজনৈকসেব্যঃ ॥২৬
তস্যানুজন্মা মহিপালনামা সৌন্দর্য্যশৌর্য্যপ্রবরো ররাজ।
যঃ বীক্ষ্য

১৩শ— লজ্জাবনতো মনোভূঃ সদৈব চিত্তেষু তিরোবভূব ॥২৭
জয়তি তদনুজন্মা শ্রীবিলাসৈকসৌধঃ সুকৃতিজনবরিষ্ঠো বাগ্মিনামগ্রণীশ্চ।
নৃপতিসমিতিদক্ষঃ শ্লাঘনীয়স্বভাবঃ সুভট ইতি চ নাম্না কীর্ত্তনীয়স্বরূপাঃ ॥২৮
পরোপকারপ্রতিবদ্ধকাঙ্ক্ষঃ প্রারব্ধকার্য্যাধিগতার্থসিদ্ধিঃ।
শ্রীভোজবর্ম্ম-

১৪শ— ক্ষিতিপস্য সোঽভূৎ কোষাধিকারাধিপতিঃ সদৈব ॥২৯
সর্ব্বাভারধুরন্ধরোঽপি সুভটো বিশ্বাসবিদ্যাস্থিতিঃ

শ্রীমদ্‌ভোজমহীমহেন্দ্রসচিবঃ প্রখ্যাতকীর্ত্তিগুণৈঃ।
নির্ম্মর্য্যাদপরোপকারনিরতঃ সৌজন্যমুদ্রানিধি-
র্ভাণ্ডাগারপতিশ্চিরং বিজয়তে ধর্ম্মৈকবুদ্ধির্ভৃশম্ ॥৩০
লোকঃ শোক

১৫শ পংক্তি— • • • দুঃখত্রয়ো মন্দিরং
দোলান্দোলনচঞ্চলং ধনমিদং স্বল্পায়ুষো মানুষাঃ।
ধর্ম্মঃ কেবল এব দেহবিরহে দেহান্তরং গচ্ছতো
গত্বা ত্যাগবিধেরসম্ভবতয়া দেবালয়ঃ ক্রীয়তাম্ ॥৩১
ততো জাতা মহাপ্রাজ্ঞা মহীপাল-সুতাস্ত্রয়ঃ। •
কীর্ত্তিপালো বৃহৎকীর্ত্তিঃ কুমারো মারসন্নিভঃ ॥৩২"

উক্ত শিলালিপির অনুবাদ।

যাঁহার শিরোদেশে মনোহারিণী শশিকলা ভূষণরূপে শোভা পাইতেছে, গঙ্গার তরঙ্গে যাঁহার মস্তকে স্থিত সর্পরাজবেষ্টন তরলিত হইতেছে, যিনি কন্দর্পের দর্প দলন করিয়াছেন, সুরগণ সতত যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, কেদাররূপধারী সেই মঙ্গলমূর্ত্তি মহাদেবকে নমস্কার।১।

কায়স্থগণের বাসদ্বারা পবিত্র, পরম সমৃদ্ধিশালী ছত্রিশটী পুর ছিল, তাহার মধ্যে টকারিকা পুরই শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিতগণের অভিপ্রেত ও স্পৃহণীয়া ছিল। ২। সকল লোকের উপকারক দ্বিজগণের আশ্রয় স্বরূপ, সৎপাত্রযুক্ত, স্বীয় বংশের কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতির নিমিত্ত যেন স্বয়ং বাস্তুই সেই পুরীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ৩। বেদনির্ঘোষে নিনাদিত, টকারিকাপুরে বাস্তব্যবংশীয় কায়স্থগণ বাস করেন। যাঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ কীর্ত্তি দ্বারা হংসবৎ ধবলীকৃত সমস্ত ভুবন ও দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৪। বিশালনয়না রমণীগণ যেমন বিরহ জন্য বিপুল দুঃখ বহন করিয়া পরে কমলের ন্যায় মনোহররূপ প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চতুর্দ্দশ বিদ্যা* ও সকল কলা গর্ভবাসকালেই যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই 'জাজুক' নামক মহাত্মা উক্ত কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঠক্কুর-ধর্ম্মযুক্ত এবং রণদুর্জ্জয় 'গুপ্ত' নৃপতি কর্ত্তৃক রাজ্যের সর্ব্বাধিকারপদে সর্ব্বদাই নিযুক্ত ছিলেন। ৫-৬। কায়স্থবংশরূপ সরোরুহের দিনমণি-স্বরূপ সেই জাজুকদেব গদাধরের ন্যায় সমস্ত রাজগণের ভূষণ স্বরূপ সেই রাজার আরাধনা করিয়া যিনিই তাম্রশাসনসহ দুগোড় নামক গ্রাম লাভ করেন। তাঁহার সকল শাস্ত্রপারদর্শী, পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ, চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্, মোহান্ধকারনাশক, পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ 'মাহেশ্বর' নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। যিনি শীতশৈলপ্রদেশের নৃপচূড়ামণি 'কীর্ত্তিবর্ম্মা'র অনুবর্ত্তী হইয়া কালঞ্জরে পিপলাহিকা গ্রাম এবং 'বিদিব' এই সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত

---

* মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, চারি বেদ, ষড়ঙ্গ, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা।
(যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১।৩)

হন। ৭-৯। সেই জনসেবিত সুমহদ্বংশে গুণগৌরববান্ গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করেন, তিনি পরমর্দ্দিদেবের প্রিয় সচিবপদে নিযুক্ত হন। পরে সেই রাজা বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে রাজ্যের কঞ্চুকিতা (Office of Chamberlain) রূপ অভ্যুচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১০। তাঁহার অনুজ জৌনাধর, ইনি তাঁহার সহকারী, যুদ্ধকর্ম্মে সর্ব্বদা রত ও বিপদ্‌ত্রাণকারী। উভয় ভ্রাতা বীরপদবীর অনুসরণ করিয়া কালঞ্জর নামক মহাপর্ব্বতে যাগবর্দ্ধনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১১। ঐরূপ মালাধর নামেও তাঁহার এক বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রধান বীরপুরুষ, ইনি দেবগণ কর্ত্তৃক কল্পতরু কুসুমপুঞ্জে পরিপূজিত হইয়া সর্ব্বদাই সমরপ্রাঙ্গণে বিহার করিতেন। ১২। কালক্রমে ইহার ঔরসে প্রত্যেকটীর অধ্যক্ষ ধীমান্ আল্হু জন্মগ্রহণ করেন, যিনি দর্পবলে দুষ্কৃত দমনপূর্ব্বক দুর্গ মধ্যে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতেন।১৩। তাঁহার মঙ্গলমূর্ত্তি পরমসুন্দর শোভন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হন, ইহা'র বিচিত্র চরিত্রে ও গুণসমূহ দ্বারা দিক্ সকল সুচিত্রিত হইয়াছিল। ১৪। শোভনের বিদ্যাধরতুল্য বিদ্যানিধান বীদন নামে এক পুত্র জন্মে, রাজা তাঁহার উপর রাজ্যভার বিন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।১৫। ভবিষ্যৎকালে সমস্ত মানবের ও রাজা ত্রৈলোক্যবর্ম্মারও চিত্ত ইহার বশীভূত হইবে, যেন এই নিমিত্তই বাশেক নামে তাঁহার একটী গুণশালী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৬। রাজা তাঁহাকে কার্য্যক্ষম বিবেচনা করিয়া জয়পুরদুর্গের 'বিশিষ' অধিকারে নিযুক্ত করিয়া বর্ত্তবরী নামক এক প্রসিদ্ধ গ্রাম প্রদান করেন। ১৭ : সেই বাস্তব্যবংশতিলক (বাশেক) স্বীয় দেহকে অচিরস্থায়ী মনে করিয়া এবং উপাধিশূন্য চিরজীবন লাভের ইচ্ছায় সেই গ্রামে একটী মনোরম দেবমন্দির নির্ম্মাণ ও নির্ম্মলসলিলা একটী রমণীয়া বাপী খনন করাইয়াছিলেন : ১৮। সুদুর্দ্দম অপ্রতিহতপ্রভাব ভোজুক* (কালঞ্জর) রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিলে, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যরূপ তৃণরাশির দাবানলস্বরূপ সেই বাশেক নামক সুধীবর, তাঁহাকে রণস্থলে যমালয়ের অতিথি করিয়া (পুনর্ব্বার) ত্রৈলোক্যবর্ম্মাকে রাজবংশতিলক করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই (কায়স্থতিলক) সমৃদ্ধ গুণিগণাস্পদ রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া তাহার সীমানির্দ্ধারণ ও যথানিয়মে দান করিয়া, কৈলাসনিবাস তুল্য জয়পুর নামক পর্ব্বতে ইন্দ্রপুরের দর্পদলনকারী মনোহর রথ্যাসমন্বিত একটী ভবন নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। ১৯-২০। তাঁহার কনিষ্ঠ জগৎপ্রসিদ্ধ পুণ্যযশা উদারপ্রকৃতি আনন্দ, ইহার নামও যেমন, তেমনি সকলের আনন্দদায়ক ছিলেন। 'সত্য' ইহার অপর নাম। ভয় ইহার হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় না, এই ভাবিয়া রাজা ইহাকে দুর্গাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন। ইনি ভীল, শবর ও পুলিন্দদিগকে আজ্ঞাধীন করিয়া তাহাদিগকে এক এক পল্লীতে বাস করাইয়াছিলেন। ২১-২২। এই আনন্দের সকল কলাবিদ্যায় পারদর্শী রুচির নামে এক পুত্র জন্মে।

* ১২২৫ সংবতে উৎকীর্ণ লিপিতে এই ভোজুকের পুত্রের নাম পাওয়া যায়—"বদরৈবাট ভোজুকস্য পুত্র অজয়দেব ইদং লিখাং সংবোধি শ্রীবর্দ্ধা রাজ্যে সং ১২২৫।" (Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. XXI. plate xiv.)

তিনি সমরাঙ্গণে বিচরণ করিয়া অতি প্রবল অরাতিদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তিনি জয়পুরদুর্গ মধ্যে ভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া অসুরদলবিনাশিনী পুণ্যময়ী দুর্গাদেবীর নিয়তই স্তব করিয়া উপাসনা করিতেন। ইনি সদ্‌গুণ দ্বারা অতি মহান্, একমাত্র পুণ্যকর্ম্মশীল, পাপবিধ্বংসী, সজ্জনগণ মধ্যে রত্নস্বরূপ, শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ, সমস্ত কলাভিজ্ঞ ও যশস্বী ছিলেন। ২৩-২৫। তাঁহার পুত্র গোপতি, তিনি বিদ্যাবিশুদ্ধ, নৃপতিগণের পূজনীয়, সজ্জনগণের বন্দনীয় ও সাধুসেব্য ছিলেন, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইহার নিকট অবিরোধে বাস করিতেন। ২৬। মহিপাল নামক তাঁহার সহোদর, অতি সুন্দর ও বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই যেন কন্দর্প অনঙ্গ হইয়া জনগণের মানসে তিরোভূত হইয়া রহিয়াছেন। ২৭। মহিপালের কনিষ্ঠ সুভট; তাঁহার আকৃতি পরম সুন্দর ও শোভার আধার; তিনি পুণ্যশীল জনগণের শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিগণের অগ্রণী, রাজসভায় সুদক্ষ সভ্য, এবং প্রশংসনীয়স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার গুণগৌরব বর্ণনীয়। তিনি রাজা ভোজবর্ম্মার কোষাধিকারের অধিপতি ছিলেন। ২৯। তিনি পরের উপকার-সাধনে কৃতনিশ্চয় ছিলেন এবং যাহাতে হাত দিতেন, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। পরে তিনি ভোজরাজেন্দ্রের বিশ্বাস, বিদ্যা ও মর্য্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রী হইয়াছিলেন। বিবিধগুণে তাঁহার অশেষ কীর্ত্তি অবনীতলে বিঘোষিত হইয়াছিল। বাস্তবিক সুভট সৌজন্যগুণের আধার, পরোপকারনিরত অভিমানশূন্য, সুধার্ম্মিক ও সুযোদ্ধা ছিলেন বলিয়া ভোজরাজ তাঁহার উপর রাজ্যের সমস্ত কার্য্যভারই অর্পণ করিয়াছিলেন। এ ছাড়া ইনি উক্ত মহারাজের ভাণ্ডাগারের অধিপতিও ছিলেন। ইনি বুঝিয়াছিলেন—মানবগণ শোকপরায়ণ, এই দেহ দুঃখত্রয়ের মন্দির, ধনসমূহ দোলার ন্যায় চঞ্চল, মনুষ্যগণ অল্পায়ু, একমাত্র ধর্ম্মই লোকান্তরগামী মানবের অনুসরণ করিয়া থাকেন, প্রাণপ্রয়াণকালে দানাদি করা অসম্ভব; অতএব জীবনকালে দেবালয়প্রতিষ্ঠাদি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা একান্তই কর্ত্তব্য। ২৮-২৯। মহাত্মা মহীপালের কন্দর্পতুল্য, উদীর্ণকান্তি 'কীর্ত্তিপাল', 'বৃহৎকীর্ত্তি', ও 'কুমার' নামে তিনটী পুত্র আছে। ৩২। ইত্যাদি।

অমরকণ্ঠ হইতে আবিষ্কৃত ১০৫৫ সংবতে উৎকীর্ণ শিলালিপি *

"আসীন্মহর্ষিঃ সকিলাদিবেদী জনো বিদাং কাশ্যপ ইত্যুদারঃ।
যং আত্তবেদোবিধিভিঃ সুরাণাং সত্ত্ব্বরে যজ্ঞবিধিঃ সসর্জ্জ ॥১১
কুশস্থনাভ ইতি প্রথিতো সুতাবিহ বভূবতুরস্য মহাত্মনঃ।
অপি তমোহরণে তদনুত্তমং রবিশশিদ্বয়মুক্ততামসং ॥১২
কুশস্য কৌশাম্বপুরে নিবাসো বভূব পুণ্যোন্নতচারুমূর্ত্তিঃ।
অগস্ত্যশক্তিঃ সমনুক্তবোত্থ্যং তত্র স্থিতিং কোঽপি পুমান্ বভার ॥১৩

---

* এই শিলাফলকখানি কলিকাতার যাদুঘরে (Indian Museum) রক্ষিত আছে।

স কোপি কায়স্থতয়া প্রতীতো মনীষিভির্মানিতসেবুদ্ধীকঃ।
সদ্‌গোত্রমাদীনতমাশয়জ্ঞস্তং কাশ্যপীভূতমলঞ্চকার ॥১৪

সবাং প্রপাং গোষ্ঠতনৌ গুতায়াং সুমন্ত্রমার্গাবরণেষু নিত্যং।
শ্রিয়ো নিবাসাদজয়ই প্রবংশো বাস্তবাতামপ্রতিরূপকোঽত্রিং ॥১৫

জজ্ঞে মনশ্চারুতয়া জনীনাং মহীক্ষিতাং দণ্ডনরাঙ্কুরৈশ্চ।
সুবিনায়া ধীরকুলস্য ধীমান্ হারুকনামাত্তবদত্র জন্তুঃ ॥১৬

লিপিকরকুলকোটেঃ কোটরস্যাগমানাং সুকৃতবিটপি-মূলস্যাশয়স্য হ্যাত্তীনাং।
অতবদমিততেজা জাঙ্গনস্তস্য সূনুঃ সুরগুরুরিব ভূমৌ ভূপতীনাং ক্রিয়ার্হৈঃ ॥১৭

ততো গুণানাং স নিধির্বিধিজ্ঞো গঙ্গাধরোঽজায়ত মানবেন্দ্রঃ।
যস্মিন্ নৃপে ভূরতিশক্রবৃত্তে মজ্জেঽতিনাকশ্রিয়মাসসাদ ॥১৮

কমলাপতিপদপঙ্কজেন্দ্রয়ং বিভ্রদনিন্দ্যমানসঃ
কমাল ইতি নাম কোমল সুকৃতশোভিতকায়সুন্দরঃ ॥১৯

ততোঽজস্মজনীকাশো মালিকোঽমলবিগ্রহঃ।
মালাভূতমিদং যত্র গুণবৃন্দং বিদিত্যাতে ॥২০

পদ্মসিংহো রত্নসিংহো জগসিংহঃ সুতোত্তমাঃ।
জাতাঃ সমরসিংহশ্চ চত্বারশ্চতুরাস্ততঃ ॥২১

তেষাং সংখ্যাবতাং শ্রেষ্ঠো রত্নসিংহোমহামনাঃ।
অজায়ত জিতাত্মনঃ শ্রীপৃতানমিতৌজসঃ ॥২২

উৎপূর্বোঽপূর্বমূর্ত্তিঃ প্রতিকৃত-বিনয়োঽভূৎস্তমৈকঃপ্রবীণঃ।
শ্রীতিপ্রজ্ঞারুচীনাং গণপতিরপরো বিশ্ববিস্ফীতিকায়ঃ।
ধাম জ্ঞানোদ্ধতানামতিহতমহিমা নামনামোন্নতাঙ্গঃ
রেজে রাজীবচক্ষুঃ ক্ষিতিপতিসমিতিপ্রাপ্তমানানুভাবঃ ॥২৩

দিগ্‌জনীকর্ণকুহরবিশ্রান্তযশসা স্তুতঃ।
চন্দ্রাত্রেয়নরেন্দ্রাণাং সচিবত্বমুপাগতঃ ॥২৪

তয়োঃ সবিজ্ঞানবিধির্মনীষী মনোরমো নানইতি প্রতীতঃ।
শ্রীভোজবর্ম্মাণমুপেত্য নাম্নং যথমমিত্রোদয়মাততান ॥২৫

প্রিয়ম্বদত্বাৎ প্রমদাজনানাং সত্যাত্মকত্বাৎ জগতীশ্বরাণাং।
পূমানবঃ প্রাণতয়া গুণীয়ো নানাভিধানং সফলীচকার ॥২৬

যস্মিন্ গুণাধারতয়া প্রদিষ্টে বিকৃষ্যমাণে নয়কুত্যমুক্তৈঃ।

নবাস্তিবেকামিব রাজলক্ষ্মীং প্রভুশ্চিরং কাময়তে স্বলায় ॥ ২৭
তথা বহুপ্রবলকম্বুজালং পয়োনিধিং যস্য যশোঽবসারি।
অপগুণ্যগুণসারশোভাধিকেন রূপেণ মনোম্নুহারি ॥ ২৮
বিহারিণী যস্য দিগঙ্গনাভিঃ সমং সমৃদ্ধা শ্রুতবৃত্তবৃত্তিঃ।
মরুদ্বধূভিঃ কিল কর্ণপুরীকৃতা মুনিভ্যো মুদমাদধাতি ॥ ২৯
নবেন্দুসংকাশতনুপ্রকাশঃ সদাশয়স্তঃ কুমুদোদ্যমুচ্চৈঃ।
মনোরমত্বাৎস্পৃহনীয়দেহঃ পৃথ্বীধরং তং তনয়ো ররাজ ॥ ৩০
অবেত্য পোতং ভবনীররাশৌ সমুত্তিতীর্ষুর্দয়িতং শ্রিয়োঽমুম্।
স মুক্তয়ে পুণ্যাতরান্নুভাবাদারাধনীং বৃত্তিমলঙ্করোতি ॥ ৩১
সমীক্ষ্য সংসারসুখং পটীয়ান্ আপাতরম্যং বিষয়ানুসারি।
মুমুক্ষুবাত্মোদয়মিষ্টকীর্ত্ত্যা বিভর্ত্তি সত্ত্বগুণসরোরুহেণ ॥ ৩২
অথ স্বগণিতবুদ্ধির্নান এব প্রভাবো জয়বতি জয়দুর্গে কীর্ত্তিহেতোঃ কলানাং।
সুরচিত্তহরিদেহং পৈত্রমেতং গুণজ্ঞঃ
প্রথিততনয়জালোঽকারয়ৎ কৃত্যবেদী ॥ ৩৩
মাননীয়মতিমান. প্রমিতীকৃত কেশবং।
প্রাসাদং স্থাপয়ামাস পিতৃবিশ্রামহেতবে ॥ ৩৪
যাবন্নগা বসুমতী সরিতাং কুলানি রত্নাকরাঃ শশিদিবাকরদীপ্তিবৃন্দং।
তাবৎ স পুণ্যবসতির্মনুজো বিধাতুর্বেশ্মাধিতিষ্ঠতি সুরোৎকরমাননীয়ঃ ॥ ৩৫
অমরপতিরনঘো গুর্ব্বলঙ্কারসারাং পটুপদলপনীয়ামেষ শিষ্টঃ স্থবিষ্ঠঃ।
অচয়দুরুগুণার্কঃ সত্ত্বতাভিজ্ঞসংজ্ঞঃ কৃতিকুতুকমতীশপূর্বাকৃপদ্মীং চিত্রবর্ণাং ॥ ৩৬
কণদেশে কণগতশ্রুতিভূতসমন্বিতে।
সংবৎসরে শুভেঽলেখি বৈশাখে মাসি সদ্দিনে ॥ ৩৭
অব্দেঽপি ১৩৩৫ সময়ো বৈশাখঃ।
পরস্পরপ্রীতিযুক্তৌ প্রিয়ম্বদৌ যুতৌ সুকর্ম্মোত্তরনাথবল্লভৌ।
নয়েন যুক্তৌ ভুবনে যশস্বিনৌ স চম্পকায়াং তনয়াবজীজনৎ ॥ ৩৮
কায়স্থবাত্যন্তে প্রত্যোলিকাধিতজয়পুরদুর্গাধিপ-
ঠক্কুরসুতোসুত সংসুহৃদ্ধকেনৈতৎ লিখিতং।"

(পুরাকালে) আদিদেব-বক্তা বিদ্বান্‌গণের অগ্রণী কাশ্যপ নামে প্রসিদ্ধ এক মহর্ষি ছিলেন। যাঁহাকে বজ্রবিধি হোমাদি দ্বারা দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলেন।১১। ঐ মহাত্মার (কশ্যপের) কুশ ও সুনাভ নামে প্রসিদ্ধ দুইটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা তমোহরণবিষয়ে (একপক্ষে অন্ধকার অন্য পক্ষে অজ্ঞান) অন্ধকারাপনয়নকারী চন্দ্র এবং সূর্য্য স্বরূপে (বিরাজমান ছিলেন)।১২। কুশের কৌশাম্বপুরে নিবাস ছিল। ঐ পুরে কোন একটী পুরুষ অবস্থান করিতেন, ইঁহার (ঐ পুরুষের) শক্তি বাক্‌পথের অতীত ছিল এবং ইনি মনুষ্যদিগের উৎকৃষ্ট গুণ সহ ধর্মকর্ম দ্বারা উন্নত ও মনোজ্ঞ মূর্ত্তি-বিশিষ্ট ছিলেন।১৩। ঐ ব্যক্তি জনৈক কায়স্থরূপে বিদিত ছিলেন। মনীষিগণ কর্ত্তৃক ইঁহার বুদ্ধিমত্তা মানিত হইয়াছিল এবং ইনি দরিদ্রদিগের অতিপ্রার্থক হইয়া পবিত্র কাশ্যপ-বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।১৪। তিনি গোষ্ঠের নিকট রাজপথের ধারে গোদিগের পানার্থ একটী জলাধার স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মীর নিবাস এবং মন্ত্রগুপ্তিবিষয়ে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট বান্ধবাবংশ পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় ছিল।১৫। হারুক নামে খ্যাত জহ্ন এই বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই ধীমান্ জহ্ন রূপে মনুষ্যদিগের, দণ্ডনীতি গুণে মহীপতিদিগের, এবং বিদ্যাবত্তায় বিদ্বান্‌দিগের মন হরণ করিয়াছিলেন।১৬। স্মৃতি সমুদায়ের আকর, আগম সকলের কোটর, পুণ্যরূপ বিটপীর মূল ও লিপিকরকুলের কোটি স্বরূপ সেই জহ্নের অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন জাল্হণ০ নামে এক পুত্র হয়, এই জাল্হণ ভূমিতলে বৃহস্পতির ন্যায় রাজাদিগের ক্রিয়া-দক্ষ ছিলেন।১৭। অনন্তর গঙ্গাধর নামে এক মানবেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সকল গুণের আধার ও বিধিজ্ঞ ছিলেন। ইন্দ্রবুদ্ধি অতিক্রমণকারী এই গঙ্গাধরের রাজত্বকালে পৃথিবী স্বর্গের শোভা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া সকলেই মনে করিতেন।১৮। গঙ্গাধরের কমাল নামে একপুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এই কমাল সর্ব্বদা মনো মধ্যে ভগবান্ কমলাপতির পাদপঙ্কজদ্বয় ধারণ করিতেন। ইঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল এবং ইনি কোমল প্রকৃতি দ্বারা শোভিত ছিলেন।১৯। অনন্তর কোমলবিগ্রহধারী অজরাজসদৃশ মালিক জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহাতে গুণবৃন্দ মালাস্বরূপে শোভিত হইয়াছিল।২০। ইঁহা (মালিক) হইতে পদ্মসিংহ, রত্নসিংহ, জগৎসিংহ ও সমরসিংহ নামে চারিটী চতুর সুতোত্তম জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।২১

সেই জিতাত্মা শ্রীপূত অসীম পরাক্রমশালী মালিকের পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে মহামনা রত্নসিংহই পাণ্ডিত্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন।২২। রত্নসিংহের পুত্র (নান), ইঁহার দেহ উন্নত ছিল, ইনি প্রীতি, প্রজ্ঞা ও শোভায় অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি ছিলেন এবং ইনি বিনয়ের প্রতিকৃতি ও সুধামেদের প্রধান ছিলেন। দ্বিতীয় গণপতির ন্যায় ইঁহার স্থূল দেহ সর্ব্বত্রই বিদিত ছিল। ইনি শান্তিপর মহিমশালী ও জ্ঞানবান্‌দিগের আশ্রয় ছিলেন। ইঁহার নামের সহিত যশও উন্নত ছিল এবং ইঁহার নয়নদ্বয় কমলের ন্যায় শোভিত ছিল। এই নান পৃথিবীপতিদিগের সভাস্থলে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।২৩। ইঁহার যশ দিগঙ্গনাদিগের কর্ণকুহরে বিশ্রাম করিয়া ইঁহাকেই স্তব করিত এবং ইনি চন্দ্রাত্রেয় বংশের সচিবত্ব লাভ করিয়াছিলেন।২৪

ঐ বংশধরের মূর্ত্তিমান্ বিজ্ঞান বিধির ন্যায় সুন্দরাকৃতি মনীষী 'মান' বিনা অর্থে শ্রীতোজ-বর্ম্ম-নৃপতির নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় মন্ত্রবলে মিত্রদিগের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।২৫। ইনি গুণী ছিলেন। ইনি প্রিয়বাদিতা হেতু প্রমদাদিগের ও সভ্যতা হেতু নৃপতিদিগের প্রাণ স্বরূপ হইয়া গুণযুক্ত স্বীয় নানাভিধান সফল করিয়াছিলেন।২৬। ইনি গুণাধাররূপে নিযুক্ত হইয়া বিশাল নর-কুম্ভ আকর্ষণ করিলে প্রভু রাজলক্ষ্মীকে ফলের নিমিত্ত নবাভিষিক্তার ন্যায় প্রতিদিন কামনা করিতেন।২৭।

অলঙ্কার সমুদায়ের সারশোভা হইতেও অধিক রূপ দ্বারা মনোহর ইহার বিস্তৃত যশোরাশি, প্রচুর উৎকট শঙ্খসমূহশালী সমুদ্রকেও ভূষিত করিয়াছিল।২৮। ইহার উজ্জ্বল শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহারাদির কথা দিগঙ্গনাদিগের সহিত বিহার করিত এবং মরুদ্বধূ কর্ত্তৃক কর্ণভূষণরূপে পরিগৃহীত হইয়া মুনিদিগেরও প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল।২৮।

রত্নসিংহের পুত্র মান। ইনি মহাশয়দিগের অভিপ্রায়জ্ঞ ছিলেন এবং অতিশয় সুন্দর ছিলেন বলিয়া ইহার দেহ সর্ব্বত্রই পূজিত ছিল। ইহার শরীরশোভা নবোদিত নিশাকরের ন্যায় ছিল বলিয়া ইনি সেই কুমুদবিকাশরূপ পৃথিবীপতিকে প্রাপ্ত হইয়া বিরাজমান ছিলেন।৩০। ইনি সেই লক্ষ্মীপ্রিয় রাজাকে পোতস্বরূপে অবগত হইয়া ভবসমুদ্র পার হইতে ইচ্ছাকরত পুণ্যাত্তর প্রভাবে মুক্তির নিমিত্ত সেবাবৃত্তি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।৩১। সেই কীর্ত্তিশালী পটীয়ান্ মান বিষয়ানুগত সংসার-সুখকে আপাতরম্য মনে করিয়া মুমুক্ষু হইয়া মুখপদ্মে আত্ম-বিকাশ ধারণ করিয়াছিলেন।৩২।

অনন্তর গুণজ্ঞ বুদ্ধিমান্ প্রভাবশালী মান ফলের কীর্ত্তন করিবার জন্য জয় নামক জয়যুক্ত দুর্গ মধ্যে নীতিজাল বিস্তার করিয়া পিতৃদিগের নিমিত্ত একটী প্রাসাদ-নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং কৃতাবিৎ মান ঐ প্রাসাদ মধ্যে একটী হরিবিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন।৩৩। সেই মান-শীল মতি মান প্রাসাদ মধ্যে কেশবের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পিতৃদিগের বিশ্রামের নিমিত্ত সেই প্রাসাদ স্থাপিত করিয়াছিলেন।৩৪। যতদিন পর্য্যন্ত পর্ব্বত, পৃথিবী, বায়ুকুল, সমস্ত সমুদ্র এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের দীপ্তিপুঞ্জ থাকিবে, ততদিন এই সুরসমূহ মাননীয় পুণ্যবান্ ব্যক্তি বিধাতার গৃহে অবস্থান করিবেন।৩৫।

সমধিক গুণশালী, অদ্বিতীয় সাধু ও অভিজ্ঞ অমরপতি কৃতীর কুতূহল উৎপাদন করিতে অভিলাষী হইয়া এই গুরু-অলঙ্কার-সারযুক্ত মনোহর-পদশালিনী চিত্রবর্ণপ্রাকৃশস্তী সংগ্রহ করিয়াছিলেন।৩৬।

শুভ ১৩৪৪ সংবৎসরে বৈশাখমাসে উত্তম দিনে ইহা লিখিত হইয়াছিল।

সেই মান চম্পকার গর্ভে পরস্পর প্রীতিযুক্ত নীতিশালী যশস্বী প্রিয়ংবদ সুকর্ম্মোত্তর নাথ ও বসন্ত নামে দুইটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।৩৭

অষ্টত্রিংশৎ কায়স্থবংশধরে প্রজোদিকান্বিত জয়পুর দুর্গাধিপতি ঠাকুর সুবোদুত পাংসু-রত্ন কর্ত্তৃক ইহা লিখিত।

মন্তব্য।

শিলালিপি ও তাম্রশাসনে প্রাচীন কায়স্থ জাতির সামাজিক অবস্থা অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। ঐ সকল সুপ্রাচীন ও প্রামাণিক বিবরণী হইতে জানা যাইতেছে যে পূর্ব্বকালে কায়স্থগণ হিমালয়স্থ উত্তর ভারত হইতে সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত হিন্দুর অধিকারভুক্ত সর্ব্বত্রই হিন্দুরাজগণের নিকট সমাদৃত হইয়াছিলেন। সান্ধিবিগ্রহিক (Minister of peace and war, and Secretary) কার্য্য এক সময়ে কায়স্থগণের একচেটিয়া ছিল, হিন্দুনরপতিগণের নিত্য আয়ব্যয়-রক্ষারূপ জাতীয় লেখকতা ও গণকতা-কার্য্য ব্যতীত অনেক কায়স্থ হিন্দুরাজসভায় মন্ত্রিত্ব, কঞ্চুকিতা (Office of Chamberlain), সর্ব্বাধিকার, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি সমুচ্চপদ ভোগ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে আবার শৌর্য্যবীর্য্যপ্রভাবে পুরুষানুক্রমে দুর্গাধিপপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। যে পাণ্ডিত্য লইয়া প্রধানতঃ ব্রাহ্মণজাতিই হিন্দুরাজসভায় শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভ করিয়াছেন, কায়স্থগণের অশেষ সৌভাগ্যগুণে সে পণ্ডিত-সমাদর-লাভে বিদ্বান্ কায়স্থ-পণ্ডিত অক্ষম ছিলেন না। হিন্দুরাজগণের সময়ে যে সকল শিলালিপি বা তাম্রশাসন বাহির হইত, তাহা অধিকাংশই রাজসভায় প্রধান পণ্ডিত বা রাজকবির রচনা। হিন্দুরাজসভায় এরূপ কায়স্থ কবিরও অভাব ছিল না। এইরূপ বহুতর শিলালিপি দৃষ্টে বুঝিয়াছি, ব্রাহ্মণ-রাজকবি ক্ষত্রিয়রাজসভায় বিদ্বান্ কায়স্থের সুখ্যাতিগান করিতে বিস্মৃত হন নাই। ভারতবর্ষ হইতে যে সহস্র সহস্র শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, অধিকাংশ স্থলেই দেব বা ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে দান করিবার জন্যই ঐ সকল প্রাচীন লিপিসমূহ উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এখন আবার প্রাচীন শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে, দেব-ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থ-পণ্ডিতও ঐরূপ শাসনলাভে বঞ্চিত হয়েন নাই।

শিলালিপি হইতে আমরা গৌড়,[১] মাথুর,[২] বাস্তব্য[৩] বা শ্রীবাস্তব, ভট্ট[৪] এবং সকসেন[৫] এই পঞ্চবিধ কায়স্থের সন্ধান পাইতেছি। ভবিষ্যোত্তরপুরাণীয় চিত্রগুপ্তকথার দোহাই দিয়া অনেকে ভট্টনাগর, সেনক, গৌড়, শ্রীবাস্তব্য, মাথুর, অহিষ্ঠান, শৈকসেন ও অম্বষ্ঠ এই কয়জনকে চিত্রগুপ্তের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন*। এখন শিলালিপির প্রমাণে তাহা অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রাচীন শিলালিপি হইতে জানিতেছি, বাস্তু নামক ব্যক্তি হইতে বাস্তব্য কায়স্থ, মথুরাভূভাগে বাস ছিল বলিয়া মাথুর, এইরূপে পূর্ব্বকালে গৌড়দেশে যাঁহাদের বাস ছিল,

---

(১) ৬৩-৬৫ পৃষ্ঠা দেখ। (২) ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা দেখ। (৩) ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা দেখ। (৪) ৬৬ পৃষ্ঠা দেখ। (৫) আলাহাবাদ হইতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত 'পভুসা' নামক স্থানে এই শ্রেণীর কায়স্থের শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, যথা—

"ঋষি ঠৈব: ভট্টস্বামীর শ্রীসকসেনজাতীয় কায়স্থ শ্রীশ্রীধরপুত্র কর্ণ্ঠাকেলি শ্রীনন্দীধরজ্ঞ লিখ্যং প্রবতোক্তি সংবৎ ১১৯৯।" (Cunningham's Arch. Sur. Reports, Vol. III. p. 59.)

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহাম্ সাহেব, 'কর্ণ্ঠাকেলি'র অর্থ করিয়াছেন, "Anointed Sacrificer" অর্থাৎ অভিষিক্ত যজ্ঞকারী।

* ১০ ও ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহারা গৌড় কায়স্থ নামে খ্যাত। শিলালিপিতে 'সকসেন' কায়স্থগণ 'সকসেনজাতীয়'* এবং 'ভটনাগর'গণ 'কটকায়স্থ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

শিলালিপিসমূহে বাস্তব্যকায়স্থের পরিচয়ই বিশেষরূপ পাওয়া যায়। অজয়গড়ে এই বাস্তব্যবংশ বিশেষ প্রবল হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জয়পুরদুর্গে এই কায়স্থবংশ আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের স্বধর্ম্মানুরাগ, দেবদ্বিজে ভক্তি ও কীর্ত্তিকলাপের কথা অজয়গড়ের নানাস্থানে শৈলগাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে জাজূক ও হাকলের বংশই সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। উভয় বংশতরু উদ্ধৃত হইল :—

জাজূক
(চন্দ্রাত্রেয়রাজ গণ্ডদেবের সর্ব্বাধিকারী সংবৎ ১১১৩)
|
মাহেশ্বর
(রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মার নিকট 'বিশিষ' উপাধিপ্রাপ্ত)

- গঙ্গাধর (প্রথমে মন্ত্রী, পরে পরমর্দ্দিদেবের কঞ্চুকী)
- জৌনাধর
- মালাধর
  - আল্হু (দুর্গাধিপ)
    - শোভন (রাজপণ্ডিত)
      - বীবন (সর্ব্বাধিকারী)
        - রাণেক (ত্রৈলোক্যবর্ম্মাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।)
        - আনন্দ (দুর্গাধিপ)
          - রুচির
            - গোপতি
            - মহীপাল
              - কীর্ত্তিপাল
              - বৃহৎকীর্ত্তি
              - কুমার
            - সুভট (ভোজবর্ম্মার কোষাধ্যক্ষ, মন্ত্রী ও ভাণ্ডারপতি)

* কোন মতে অনুসারে, 'সাঙ্কাশ্য' দুর্গের নাম হইতে 'সকসেন' ও অহিচ্ছত্র হইতে ভটনাগর ভটনাগর নামকরণ হইয়াছে।

হারুক জহ্
|
মহারাণক জাল্হণ*
- গঙ্গাধর (নৃপ)
  - কমান
    - মালিক‡ (চন্দেল্লরাজ ত্রৈলোক্যবর্ম্মার মন্ত্রী)
      - পদ্মসিংহ
      - রত্নসিংহ
        - নান (ভোজবর্ম্মার মন্ত্রী)
          - নাথ
          - বল্লভ
      - জগৎসিংহ
      - সমরসিংহ
- রাণক কোহলা (সংবৎ ১২১৬)†

উপরোক্ত প্রাচীন লিপিসমূহে হিন্দু ক্ষত্রিয়রাজগণের সভায় কায়স্থগণের যেরূপ উচ্চ রাজকীয় পদ পাওয়া যাইতেছে, ঐ সকল পদ বৈশ্য বা শূদ্রবর্ণের ভাগ্যে ঘটিত কি না সন্দেহ! বিশেষতঃ শূদ্রগণের কখন নিখিল শাস্ত্রাধিকার ছিল না, শিলালিপিবর্ণিত কায়স্থগণের সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার থাকায়, এবং সর্ব্বত্রই তাঁহারা "ঠক্কুর" আখ্যায় খ্যাত হওয়ায় তাঁহারা দ্বিজাতি মধ্যেই গণ্য হইতেছেন।

শিলালিপি হইতে আরও জানা গিয়াছে, কায়স্থগণের মধ্যে যাঁহারা কীর্ত্তিকলাপে ও জনগৌরবে প্রসিদ্ধ হইতেন, তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি (Statue) প্রতিষ্ঠিত হইত।§

---

* প্রথমে ১২০৮ সংবৎ পর্য্যন্ত ইনি কেবল 'ঠক্কুর জাল্হণ' বলিয়াই গণ্য ছিলেন, তৎপরে 'মহারাণক' বা মহাসামন্ত হইয়াছিলেন।

† আজয়গড় হইতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে আছে,—"সংবৎ ১২১৬ ভাদ্রশুদি প্রতিপদায়াং বৌ। অদ্যেহ শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমদনসিংহদেববিজয়রাজ্যে। শিপলাভুক্তীয় মহারাণক শ্রীজাল্হণসুত রাণকশ্রীকোহলস্য।"
Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. XXI, Plate xxviii.

‡ মুসলমান ইতিহাসে ত্রৈলোক্যবর্ম্মা ও মালিক একত্র 'দলকী মালকী' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। এই মালিক মুসলমানদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

§ একটী কায়স্থমূর্ত্তির নীচে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা উদ্ধৃত হইল,—
"শ্রীমৎবাস্তব্যবংশীয় খাভুখাকাস্তঠক্কুর শ্রীকুমারপালসুত ঠক্কুর শ্রীজগপালস্য মূর্ত্তিঃ পণ্ডিতকৈলাস্ সংবৎ ১১৯৯।" Archæological Survey Reports, Vol. III, p. 58.

ইতিহাস-বর্ণিত কায়স্থ।

শিলালিপি হইতেই জানা গিয়াছে যে, এক সময়ে ভারতের সর্ব্বত্রই কায়স্থ জাতির বাস ছিল, এখনও যে না আছে তাহা নহে। এখন দেখা যাউক বিভিন্ন স্থানের ইতিহাস হইতে কায়স্থের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

কাশ্মীর।

কল্হণ-বিরচিত রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের একখানি প্রাচীন ইতিহাস। এই গ্রন্থে কায়স্থের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আবশ্যক বিবেচনা করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

১—"প্রদেশাদেকতো রূঢ়া যদা বৃত্তিশ্চ শাস্ত্রিণাম্।
অন্যোন্যোদ্বাহসম্বন্ধৈঃ কায়স্থাঃ সংহতা যদি॥
কর্ম্মস্থানানি বীক্ষন্তে ক্ষ্মাপাঃ কায়স্থবদ্‌যদা।
তদা নিঃসংশয়ং জ্ঞেয়ঃ প্রজাভাগ্যবিপর্য্যয়ঃ॥" (রাজতরঙ্গিণীর হস্তলিপি ৪।৪৮-৪৯)

যে সময় পণ্ডিতগণের বৃত্তি মাত্র এক প্রদেশ হইতেই নির্দ্ধারিত হইবে, যে সময় কায়স্থগণ পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া মিলিত হইবে এবং যে সময় ভূপতিগণ কায়স্থদিগের ন্যায় কর্ম্মস্থান সকল দর্শন করিবেন, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে,—প্রজাদিগের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

২—"কিং দিগ্‌জয়াদিভিঃ ক্লেশৈঃ স্বদেশাদর্জ্যতাং ধনম্।
ইত্যর্থ্যমানঃ কায়স্থৈঃ স্বমণ্ডলমদণ্ডয়ৎ॥
কাশ্মীরকাণামুৎপন্নং নিজাজ্ঞাব্যবধায়কম্।
কায়স্থবক্ত্রপ্রেক্ষিত্বং ততঃ প্রভৃতি ভূভৃতাম্॥" ৪।৬২১,২৩।

পিতার মৃত্যুর পর জয়াপীড় যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন "দিগ্‌বিজয়াদি ক্লেশে প্রয়োজন কি? নিজের দেশ হইতেই ধন উপার্জ্জন করুন।" কায়স্থ-কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া রাজা স্বীয় মণ্ডলই দণ্ডিত করিতে লাগিলেন এবং সেই অবধিই কাশ্মীরাধিপতিগণের স্বীয় আজ্ঞার আর গৌরব রহিল না। তাঁহারা কেবল কায়স্থদিগের মুখপ্রেক্ষী হইলেন।

৩—"কনকগ্রামকায়স্থমাসবৃত্ত্যাদিসংগ্রহৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধায়াসৈর্ব্যধাদ্‌গ্রামান্ স নির্ধনান্॥" ৫।১৭৫।

কনকগ্রামের কায়স্থগণ দ্বারা মাসিক বৃত্তি-আদি সংগ্রহ ও অন্যান্য বিবিধ ক্লেশাদি বিধান করিয়াও তিনি গ্রাম সকল ধনহীন করিয়াছিলেন।

৪—"তথা কায়স্থলোক্যা ভূর্জাত্ত তৎপ্রত্যবেক্ষয়া।" ৫।১৮১।

তাঁহার প্রত্যবেক্ষণ সময়ে দুর্জ্জন কায়স্থদিগেরই ভোজ্য হইয়াছিল।

৫—"কায়স্থপ্রেরণাদেভির্দেবোক্ত প্রবর্ত্তিতৈঃ।
আয়াসৈঃ শ্বাসশেষৈব প্রাণবৃত্তিঃ শরীরিণাম্ ॥" ৫।১৮৪।

কায়স্থদিগের প্ররোচনায় অত্র আপনি লোকদিগের উপর এই যে ক্লেশ বিধান করিয়াছেন, ইহাতে শরীরিদিগের প্রাণবৃত্তি শ্বাসমাত্রেই পর্য্যবসিত হইতেছে।

৬—"উত্থাপ্য পাপকায়স্থাংস্তেন ভূয়োঽপি দণ্ডিতঃ ॥" ৫।৪৩৯।

তিনি পাপিষ্ঠ কায়স্থদিগের উত্থান করাইয়া তাঁহাকে পুনরায় দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

৭—"কায়স্থঃ রুদ্রপালাপ্তাঃ প্রজানাং পীড়নং ব্যধুঃ।" ৭।১৪১।

রুদ্রপালের প্রিয় কায়স্থগণ প্রজাদিগের পীড়ন করিত।

৮—"কায়স্থশ্চ হৃতাখিলার্থমহিমা কৃচ্ছ্রে নৃপং পাতয়ন্।
স্বস্থাসন্নপরাভবস্থ কুরুতে ভূয়ঃ সমুত্তম্ভনম্ ॥" ৭।১১১৯।

কায়স্থ সমস্ত অর্থমাহাত্ম্য হরণপূর্ব্বক নৃপতিকে কষ্টে ফেলিয়া নিকটবর্ত্তী স্বীয় পরাভবের পুনর্ব্বার উত্তেজন করিতেছে।

৯—"নিপীড্য লোকং কায়স্থৈর্মহাদণ্ডব্যবস্থয়া।" ৭।১২২৬।

তিনি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থাপূর্ব্বক কায়স্থগণ দ্বারা সকল লোককে নিপীড়িত করিয়া (ডামরদিগকে বিনাশ করিবার জন্ত মণ্ডলেশ্বরকে আদেশ করেন)।

১০—"যেন সম্পঠতা শ্লোকং কায়স্থোজ্ঝনং কৃতম্।
যত্তে বিসূচিকাশূলসংস্থাসেভ্যঃ কিলেতরে।
হন্ত্যাশুকারিণো বিষং প্রজারোগানিয়োগিনঃ ॥
পিতরং কর্কটো হন্তি মাতরং হন্তি পুত্তিকা।
হন্তি সর্ব্বন্তু কায়স্থঃ কৃতঘ্নঃ প্রাপ্তসম্ভবঃ ॥
গুণান্ সমর্প্য স্ফুরতা যেনৈবোত্থাপ্যতে শঠঃ।
বেতাল ইব কায়স্থস্তমেবাহন্তি হেলয়া ॥
বিষবৃক্ষো নিয়োগী চ যদেবাশ্রিত্য বর্দ্ধতে।
চিত্রং করোতি তস্যৈব স্থানস্যানতিগম্যতাম্ ॥" ৮।৮৭-৯১।

তিনি নীতিপূর্ণ শ্লোক পাঠ করিয়া কায়স্থদিগকে পরিত্যাগ করিলেন, যেহেতু তাহারা বিসূচিকা শূল ও সন্তাপ ইত্যাদি হইতে বিভিন্ন ক্ষিপ্রকারী রোগের ন্যায় অথচ কোন রোগাদি প্রয়োগ না করিয়াই সকল বিষ ও প্রজা নাশ করিয়া থাকে। জন্মিয়া মাত্র কর্কট পিতাকে ও পুত্তিকা মাকে নাশ করে, কিন্তু কায়স্থ জন্মগ্রহণমাত্র কৃতঘ্নবৎ সকলকেই নাশ করিয়া থাকে।

এই শঠদিগকে গুণাদি দানে যে ব্যক্তি শিক্ষিত করিতে যায়, ইহারা বেতালের ন্যায় তাহাকেই প্রথমে বিনাশ করে। বিষবৃক্ষ এবং নিয়োগী এই দুইটী যাহার আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হয়, আশ্চর্য্য এই, তাহারা সেই স্থানকেই দুর্গম করিয়া তুলে।

১১—"ক্রূরাসুদ্দিশ্য কায়স্থান্ ধীমদ্ভির্বহুমন্ত্রত॥" ৮।১১৩।

তৎকালে বুদ্ধিমান্‌গণ ক্রূরপ্রকৃতি কায়স্থদিগকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে নানারূপ ভাবিয়াছিলেন।

১২—"নিসর্গবঞ্চকা বেশ্যাঃ কায়স্থো দিবিরো বণিক্।

গুরূপদেশোপস্কারৈর্বিশিষ্টাঃ সবিষাদিষোঃ॥" ৮।১৩১।

বেশ্যা, কায়স্থ, বণিক্ ও দিবির ইহারা স্বভাবতঃই বঞ্চক হইয়া থাকে, তাহাতে যদি আবার গুরূপদেশরূপ আনুকূল্য পায়, তবে বিষযুক্ত বাণ অপেক্ষাও সমধিক প্রভাবশালী হয়।

উপরোক্ত উক্তি হইতে বোধ হয়—কায়স্থ অতিশয় দুর্দান্ত, কুটিল ও প্রজাপীড়ক। বিশেষত: তাহারা পরস্পর মিলিত হইলে, কাশ্মীররাজ্যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। রাজা অনেক সময় কায়স্থের উপদেশে প্রজাদিগের নিকট হইতে অযথা কর আদায় করিতেন। কায়স্থের তত্ত্বাবধানে রাজকোষ থাকিত, কোন কোন কায়স্থ রাজকোষশূন্য করিয়া রাজাকে পর্য্যন্ত বিপদে ফেলিত। যে কায়স্থ প্রজাপীড়ক ও যে রাজার ঐরূপ অর্থ অপহরণ করিত, সে যে অতিশয় ক্রূর, কৃতঘ্ন ও পাপাত্মা তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ কায়স্থকে বিষবৃক্ষ ও বেতালের সহিত তুল্যজ্ঞান করা হইয়াছে। কলহণের অভিপ্রায় এইরূপ যে, কায়স্থ প্রায় কুটিল, নির্দ্দয় ও প্রজা-পীড়ক হইয়া থাকে, অতএব রাজা যেন তাহাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন না করেন।

কলহণ যে কেবল কায়স্থের উপরই কটাক্ষ করিয়াছেন, এমন নহে, অনেক স্থলে মন্ত্রিগণের উপরও কটাক্ষ করিতে বিচলিত হন নাই।

এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কলহণপণ্ডিত কায়স্থের প্রতি কেন এরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন? কায়স্থ কি এমন লোক ছিল যে রাজা, রাজপুরুষ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া প্রজাপীড়ন করিত? কাশ্মীররাজ্যে কি সৈন্যসামন্ত ছিল না? প্রজাগণ কি এমনই নির্জ্জীব যে কায়স্থের উৎপীড়ন সহ্য করিত, অথচ তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিত না?—যেন কায়স্থ শব্দের উপরই কোন গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

এখানে যদি কায়স্থকে রাজসভায় লেখক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও বিষম গোল। প্রজাপীড়ন ও রাজার রাজকোষ নিঃশেষ করা কি সামান্য লেখকের কর্ম্ম? কায়স্থ যদি পর-স্বাপহারক দস্যু হইত, তাহা হইলে অবশ্যই কেহ তাহাদের বিপক্ষে অভিযোগ উত্থাপন করিত, রাজাও তাহার বিচার করিতেন। কিন্তু সমস্ত রাজতরঙ্গিণী অনুসন্ধান করিলাম, কৈ, কোথাও কায়স্থকে দস্যু বলা হয় নাই! মিতাক্ষরায় কায়স্থ অতি মায়াবী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে? তবে কি কায়স্থ মায়াবী? রাজতরঙ্গিণীতে কোথাও মায়াবী বলা হয় নাই। শূলপাণি দীপকলিকা নাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যটীকায় কায়স্থকে রাজবল্লভপ্রযুক্ত প্রভাবশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার

অপরার্ক "করাধিকারী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে সামন্ত, মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত কায়স্থের উল্লেখ আছে। যথা—

"একদা মন্ত্রিসামন্ততন্ত্রিকায়স্থসৈনিকাঃ।
পার্থং তদাজ্ঞামাসাদ্য নিশায়াং পর্য্যবেষ্টয়ন্॥" ৫।৪২৩।

একদা মন্ত্রী, সামন্ত, তন্ত্রী, কায়স্থ ও সৈনিক ইহারা রাজার আজ্ঞা পাইয়া রাত্রিযোগে পার্থকে বেষ্টন করিয়াছিল।

"পার্থিবৈকাঙ্গসামন্তমন্ত্রিকায়স্থতন্ত্রিণাম্।
তদ্ভীত্যা দ্রোহবৃত্তীনাং দ্রোহাবৈতমদৃশ্যত॥" ৬।১৩২।

পার্থিব, একাঙ্গ, সামন্ত, মন্ত্রী, কায়স্থ ও তন্ত্রী ইহারা বিদ্রোহী হইয়াও তাঁহার ভয়ে দ্রোহশূন্য হইয়াছিল।

"ত্বং কায়স্থকুটুম্বিকপ্রসচিবপ্রায়াঙ্গ পঞ্চাননী-
লীঢ়ামুচ্ছলদেবনির্বৃতিসুখস্থিত্যা পুরীং স্বাং ক্রিয়াম্॥" ৮।১১০।

যেরূপ মহাদেবের আজ্ঞাবলে অমিদপুরী আবার স্বীয় নষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছিল, তদ্রূপ তুমিও নষ্ট পরম সুখের পুনঃস্থিতির নিমিত্ত কায়স্থ কুটুম্ব ও সুদক্ষ মন্ত্রী প্রভৃতি পঞ্চানন ব্যাপ্ত স্বীয় পুরী ও ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়াছ।

উপরোক্ত শ্লোক দুইটী দ্বারা বোধ হইতেছে, যে কল্হণপণ্ডিত কায়স্থ নামে কায়স্থজাতীয় কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর উল্লেখ করিয়াছেন, সেই উচ্চপদ মন্ত্রীর পরই বলিয়া বোধ হয়।

মেধাতিথি যেমন কেবল কায়স্থ বলিয়া 'সন্ধিবিগ্রহলেখকের' উল্লেখ করিয়াছেন, কল্হণ বোধ হয় সেইরূপ 'কায়স্থ' নামে সন্ধিবিগ্রহকায়স্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা প্রজার সহিত সন্ধিবিগ্রহলেখক বা সান্ধিবিগ্রহিকের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

কল্হণ দুই এক স্থানে সান্ধিবিগ্রহিকের উল্লেখ করিয়াছেন এবং রাজসংসার হইতে যে তাহারা নানা উপায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিত, তাহারও পরিচয় দিয়াছেন—

"ভৃত্যাপি ভৃত্যাঃ কৃতিনো বিভূতিং কেঽপি লেভিরে।
সান্ধিবিগ্রহিকস্তস্য রত্নোনাম বিভূতিভাক্।
তস্মিন্ কালেঽপি যশ্চক্রে রত্নস্বামিসুরাস্পদম্॥" ৪।১১০

ভৃত্যগণ কৃতী হইলেও উচ্চপদ কচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। রত্ন নামে তাঁহার অনেক সান্ধিবিগ্রহিক ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, যিনি সেই সময়েই স্বীয় নামে রত্নস্বামী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

যিনি প্রকৃত রাজনীতি অনুসারে কার্য্য করিতেন, কল্হণ তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন। তবে কাশ্মীরের অদৃষ্ট এমনি মন্দ, অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে রাজগণ প্রায় কায়স্থের অর্থাৎ

সান্ধিবিগ্রহিকের উপদেশ মত প্রজার অর্থরূপ শোণিত শোষণ করিতেছেন; সুতরাং রাজকোষ পূর্ণ করিতে গিয়া কায়স্থ যে সাধারণের বিরাগভাজন হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? সেই জন্যই কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কবি ব্যাসদাস্ ক্ষেমেন্দ্র "নষ্টতি কৃপয়া চ কায়স্থঃ" এইরূপ উক্তি দ্বারা সন্ধিবিগ্রহকায়স্থকে নির্দ্দয়রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাস্তবিক সন্ধিবিগ্রহকায়স্থকে স্বকার্য্য-সাধনের জন্য নির্দ্দয় হইতে হইয়াছিল।

এই সান্ধিবিগ্রহিকগণ অনেক সময়ে সেনাপতি হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন; অনেক সময় রাজদূত হইয়া রাজার ইষ্টসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের রাজসভায় যাইতেন।[১]

কায়স্থ সকলেই যে নির্দ্দয় ও দুরাত্মা ছিলেন, তাহা নয়, কেহ কেহ রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন। কল্হণ লিখিয়াছেন,—

> "তৎপৃষ্ঠে স্বং ক্ষিপন্ দেহং প্রহারৈর্জ্জর্জরীকৃতঃ।
> শৃঙ্গারনামা কায়স্থো নির্দ্রোহো বারিতোঽরিভিঃ॥" ৮।৩২৯।

শৃঙ্গার নামক একজন কায়স্থ, তিনি বিদ্রোহী হন নাই, রাজার পৃষ্ঠরক্ষা করিবার জন্য আপনি ঝুঁকিয়া পড়েন, কিন্তু শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া গুরুতররূপে আহত হন।

প্রজাদিগের দারুণ অভাবের সময় কায়স্থ অর্থদ্বারা তাহাদের অভাবমোচনে যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহার কথাও কল্হণ লিখিয়াছেন—

> "প্রশস্তকলশস্যান্তে তদ্ভ্রাতৃতনয়ঃ পরম্।
> কায়স্থঃ কনকো নাম শ্লাঘ্যামকৃতসম্পদম্॥
> নানাদিগন্তরায়াতো দুর্ভিক্ষপতিতো জনঃ।
> যেনাবিচ্ছিন্নসূত্রেণ শান্তব্যাপদ্বাধীয়ত॥" ৮।৫১২-১৩।

প্রশস্তকলসের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কায়স্থ কনক তাঁহার ধনসম্পত্তির প্রকৃত ব্যবহার করিলেন। তিনি নানা স্থান হইতে আগত দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিবর্গের সর্ব্বদা দুঃখমোচন করিতে লাগিলেন।

সন্ধিবিগ্রহীর পদ ভিন্ন কাশ্মীরস্থ কায়স্থগণ অপরাপর উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও কল্হণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে কেবল ৪ জনের নাম উদ্ধৃত হইল —

১। রুদ্র (কায়স্থ) কাশ্মীররাজ সুস্সলের গঞ্জাধিকারী (কোষাধ্যক্ষ) ছিলেন ও সদ্ধার স্বামিপ্রসাদই লাভ করিয়াছিলেন, অবশেষে ইনি কাশ্মীররাজের জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। যথা—

> "কায়স্থেনাপি রুদ্রেণ লব্ধ্বা গঞ্জাধিকারিতাম্।
> স্বামিপ্রসাদঃ সাফল্যং নিন্যে ত্যক্ত্বা তনুং রণে॥" ৮।৩১৫।

---

(১) রাজতরঙ্গিণী ৪,৫০৩ দেখ।

২। নাগবট্ট (কায়স্থ)—ইনি একজন সেনাপতি ও বীর ছিলেন—

"তত্র কায়স্থপুত্রোঽপি স্বামস্থানীকনায়কঃ।

সংরম্ভং নাগবট্টাখ্যঃ সেহে তস্য চিরং যুধি॥" ৮।৩৩৪।

৩। গৌরক (কায়স্থ)—ইনি সর্ব্বাধিকার-(Lord Chancellor) পদ প্রাপ্ত হন। ইহার উপর কাশ্মীরের রক্ষাভার অর্পিত হয়।

"অথ রাজা নিবাস্যাস্তান্ সহীলাদীন্ মহত্তমান্।

সর্ব্বাধিকারে বিদধে কায়স্থং গৌরকাভিধম্॥" ৮।৫৩২।

"শমিতে পূর্ব্বকায়স্থ-বর্গে তেন ততঃ ক্রমাৎ।

নীতঃ সর্ব্বাধিকারিত্বং সোহস্তামেব স্থিতং বাধাৎ॥" ৮।৫৩৪।

অনন্তর রাজা সহীলাদি প্রাচীন প্রধান কর্ম্মচারিদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া গৌরক নামক জনৈক কায়স্থকে সর্ব্বাধিকারে নিযুক্ত করেন। অনন্তর পূর্ব্ব কায়স্থগণ বিদূরিত হইলে ক্রমে তিনিই সর্ব্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যের নূতন ধরণের বন্দোবস্ত করেন।

"রাষ্ট্রগুপ্ত্যৈ স্বয়ং রাজ্ঞা স্থাপিতঃ স স্বমণ্ডলে॥" ৮।৬৩৩।

রাজা রাষ্ট্ররক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে স্বীয় মণ্ডলে স্থাপন করেন।

৪। তিলকসিংহ—পূর্ব্বোক্ত গৌরকের ভ্রাতা। ইনি দ্বারপতি ও কম্পনেশ্বর নামে বিখ্যাত ছিলেন।

"অগ্রগাম্যভবত্তস্য তিলকঃ কম্পনাপতিঃ॥" ৮।৬২৯।

এখন স্পষ্টই জানা যাইতেছে, কাশ্মীরকায়স্থগণ রাজসংসারে সন্ধিবিগ্রহী, সেনাপতি, সামন্ত, সর্ব্বাধিকার প্রভৃতি সকল উচ্চপদেই নিযুক্ত ছিলেন এবং ঐ সকল শ্রেষ্ঠপদ ক্ষত্রিয়বর্ণেরই প্রধানতঃ অধিকার, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং রাজতরঙ্গিণীকে প্রকৃত হিন্দু ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিলে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া কে না স্বীকার করিবে?

কাশ্মীরের সর্ব্বোচ্চ রাজপদ অবধি কায়স্থের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।

রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়—অশ্বঘোষ-কায়স্থবংশীয় ১৬ জন রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করেন, তন্মধ্যে প্রথম দুর্লভবর্দ্ধন *। গোনন্দবংশীয় শেষরাজা বালাদিত্য দুর্লভবর্দ্ধনের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপন একমাত্র কন্যা অনঙ্গলেখাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। দুর্লভের সকল বিষয়ে প্রজ্ঞা বা জ্ঞান ছিল, বলিয়া তিনি প্রজ্ঞাদিত্য নামে খ্যাত হন॥†

---

* গোসাঁইজীর মুদ্রিত রাজতরঙ্গিণীতে 'অশ্বঘাসকায়স্থ' লিখিত আছে। [এই মুদ্রিত রাজতরঙ্গিণীর ৩৩ পৃঃ দেখ।] কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর প্রাচীন হস্তলিপিতে 'অশ্বঘোষকায়স্থ' পাঠ আছে।

† "তেজুং হস্তগতায়াঃ দুহিতা জামাতরং নৃপঃ।

অশ্বঘোষকায়স্থকুলে দুর্লভবর্দ্ধনম্।

কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধন ৫২৭ শকে কাশ্মীরের রাজাসনে আরোহণ করেন। ইনি বিশোক-কোটগিরিস্থ চন্দ্রগ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন এবং শ্রীনগরে দুর্লভস্বামী নামক সুবৃহৎ হরি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ৩৬ বর্ষ রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন।

তৎপুত্র দুর্লভক ৫৬৩ শকে রাজা হন। ইনি মাতামহবংশীয় রাজাদিগের ন্যায় "আদিত্য" উপাধি লইয়া প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। ইনি নিজ নামে প্রতাপপুর নামক সুন্দর নগর স্থাপন করেন। ৫০ বর্ষ রাজত্বের পর ইঁহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রাপীড় (অপর নাম বজ্রাদিত্য) ৬০৩ রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন এবং অনেক সৎকর্ম্ম করিয়া যান। সামান্য লোকেও ইঁহাকে "কাকুৎস্থাৎ পার্থিবঃ পৃথুঃ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইঁহার সহোদর তারাপীড় একজন আভিচারিক ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্রবলে ইঁহার জীবনাশ করেন। (রাজ্যকাল ৮ বর্ষ ৮ মাস)।

তৎপরে প্রতাপাদিত্যের মধ্যম ভ্রাতা তারাপীড় (৬১৫ শকে) ভ্রাতৃসিংহাসন অধিকার করেন। ইনি অতিশয় ক্রূর ও কোপনস্বভাব ছিলেন, ৪ বর্ষ ২৪ দিন রাজ্যভোগের পর ভ্রাতার অনুসরণ করেন।

তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ললিতাদিত্য (৬১৯ শকে) পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। ইনি একজন দিগ্বিজয়ী পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন; ইনি পূর্ব্বে কান্যকুব্জ ও গৌড়দেশ, দক্ষিণে কলিঙ্গ ও কর্ণাট, পশ্চিমে কাম্বোজ এবং উত্তরে ভুংখার, দরদ ও স্ত্রীরাজ্য প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন। ইনি কাশ্মীররাজ্যে সর্ব্বপ্রথম এই কয়েকটী কর্ম্মস্থান প্রতিষ্ঠিত করেন—মহাপ্রতীহারপীড়া, মহাসন্ধি-বিগ্রহ, মহাশ্বশালা, মহাভাণ্ডাগার ও মহাসাধনভাগঃ (রাজতরঙ্গিণী ৪।১৪৩-৪৪ শ্লোক)।

ইনি ৩৬ বর্ষ ৭ মাস ১১ দিন রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রজাহিতৈষী ও দাতা কুবলয়াপীড় (৬৫৫ শকে) রাজা হন।

● যাতুঃ কর্কোটনাগেন সুতা ভার্য্যা সমীয়ুষা।
রাজ্যাদৈব হি সঞ্জাতা রাজা রাজাদি তেন সা।
অভূৎ সকলচক্ষুষ্যঃ স তু দুর্লভবর্দ্ধনঃ।
প্রজ্ঞয়া লোকমাদং যং প্রজাদিত্য ইতি প্রথাং।" ৩।৪৮৮ ৯০।

অতএব কহ্লণ দুর্লভবর্দ্ধনকে কর্কোটনাগের ঔরসজাত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে এই কর্কোটনাগ কশ্যপঋষি কদ্রুর পুত্র (বিষ্ণুপুরাণে ১।২১।৭১) একটি বৃহৎ সর্প। সর্পের ঔরসে মানুষের জন্ম কখনই সম্ভবপর নহে। এদেশে রাজা বল্লালসেনকে বাড়াইবার জন্য ব্রহ্মপুত্রনদের পুত্র বলিয়া যেমন প্রবাদ আছে, কহ্লণের পূর্ববর্ত্তী কবিগণ কায়স্থরাজ দুর্লভবর্দ্ধনকে বাড়াইবার জন্যই বোধ হয় কর্কোটনাগের পুত্র লিখিয়া কবিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকিবেন, কহ্লণ তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। প্রাচীন শিলালিপিতে 'কর্কোটনাগ' কায়স্থ রাজবংশে বর্ণিত হইয়াছেন। Indian Antiquary, Vol XV.

(২) রাজতরঙ্গিণীর ইংরাজী অনুবাদক ঐ পাঁচটি প্রধান রাজকীয় কর্ম্মের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—১ The Great Constabulary, ২ The Military Department, ৩ The Great Stable-department, ৪ The Treasury, ৫ The Supreme Executive office.

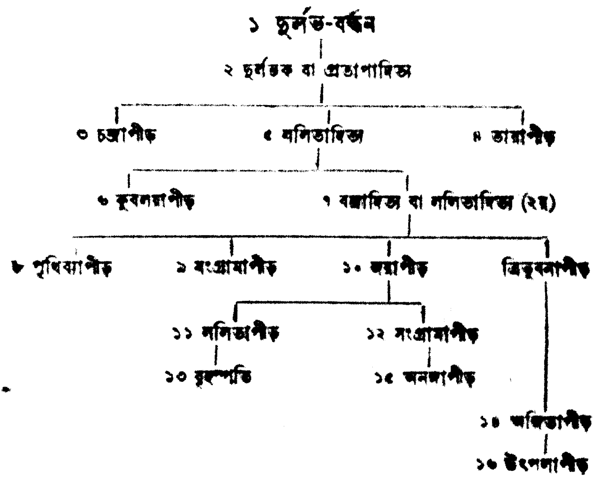
ইনি ১ বর্ষ ১৫ দিন রাজত্ব করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তৎপরে ইহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দুষ্টাচার বজ্রাদিত্য রাজা হইলেন। তিনি ৭ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন।

বজ্রাদিত্যের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র পৃথিব্যাপীড় (৪ বর্ষ ১ মাস), তৎপরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সংগ্রামাপীড় (৭ দিন) রাজ্যশাসন করেন। সংগ্রামাপীড়ের পর বজ্রাদিত্যের পুত্র জয়াপীড় বা জয়াদিত্য (৭৫১ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনারোহণ করেন। ইহার ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত বিজোৎসাহী দিগ্বিজয়ী মহাবীর কাশ্মীরে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।

ইহার সভায় ক্ষীরস্বামী, উদ্ভটভট্ট, দামোদর, বামন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিরাজ করিতেন। ইনি নিজ মন্ত্রী বামনের সাহায্যে পাণিনিসূত্রের 'কাশিকা' নাম্নী বৃত্তি রচনা করেন। গৌড়েশ্বর জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইনি ৩১ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।*

তৎপুত্র ললিতাপীড় ১১ বর্ষ, সংগ্রামাপীড় ৭ বর্ষ, বৃহস্পতি ১৮ বর্ষ, অজিতাপীড় ৩৬ বর্ষ, অনঙ্গাপীড় ৩ বর্ষ ও শেষে উৎপলাপীড় রাজা হন।

কায়স্থরাজ দুর্লভবর্দ্ধনের বংশ ২৬০ বর্ষ ৫ মাস ২০ দিন কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের একটী বংশাবলী দেওয়া গেল।†



* বঙ্গের জাতীয়-ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড প্রথমাংশ ৮৩, ৯৯-১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (উক্ত ৮৩ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে ৭৫০ হইতে ৭৮০ খৃষ্টাব্দ এবং ১০১ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে ৭৫৫ হইতে ৭৮০ খৃষ্টাব্দ মুদ্রিত হইয়াছে, উহার স্থলে ৭৫১ হইতে ৭৮২ খৃষ্টাব্দ হইবে।) (বিশ্বকোষ চতুর্থ ভাগ ১০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

† কেহ কেহ এই কর্কোটবংশীয় কায়স্থরাজগণকে উপনয়নহীন ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া ভ্রম করেন।

কাশ্মীরের ন্যায় হিমালয়প্রদেশেও এক সময়ে কায়স্থগণ প্রবল হইয়াছিলেন। গোরখপুরের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, আম্রোহ প্রদেশের প্রথম রাজা কায়স্থ ছিলেন।*

সাকাশুনগরীর নাম অনেকে শুনিয়াছেন। অতিপূর্ব্বকাল হইতে এই স্থান বহুলোকের নিবাস ও একটী মহানগরী বলিয়া গণ্য ছিল। হিন্দুদিগের নিকট হইতে বৌদ্ধেরা কৌশলক্রমে এই স্থান অধিকার করেন, তাহা চীনপর্য্যটক ফা-হিয়ানের বর্ণনায় জানা যায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিন্দুগণ প্রবল হইয়া আবার এই স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে (প্রায় ৫৬০ খৃষ্টাব্দে) একজন কায়স্থপ্রবর এই স্থান ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছেন, তদবধি তাঁহার বংশধর

প্রকৃতই কি এই রাজবংশ উপনয়নসংস্কারহীন ছিলেন? সকল ধর্ম্মশাস্ত্রমতেই যথাকালে দ্বিজোচিত উপনয়নসংস্কার না হইলে বেদাধিকার জন্মে না। উপনয়ন হইবার পর দ্বিজাতি বেদপাঠ করিবেন, ইহাই মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের আদেশ। দেখা যায়, কায়স্থরাজ জয়াদিত্যেরও যথেষ্ট বেদাধিকার ছিল। তিনি কাশিকাবৃত্তির প্রথম পাঁচ অধ্যায় রচনা করেন, তাহা অমরটীকাকার ক্ষীরস্বামী ও রায়মুকুট, ধাতুবৃত্তিকার মাধবাচার্য্য, ভট্টোজিদীক্ষিত, নাগোজীভট্ট, কৈয়্যট এবং শব্দশক্তিপ্রকাশিকাকার জগদীশের উদ্ধৃত 'জয়াদিত্য'-নামধেয় কাশিকার প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। (বিশ্বকোষে কাশিকাশব্দ দ্রষ্টব্য।) কায়স্থপ্রবর জয়াদিত্য তদ্বিরচিত কাশিকার পঞ্চ অধ্যায়ের ১।২।৬১-৬২, ১।৪।৯, ১।৪।২০, ১।৪।৮১-৮২, ১।২।৬, ২।৩।৩, ২।৩।৬০, ২।৩।৬২-৬৩, ২।৪।৩৯, ২।৪।২৮, ২।৪।৭৬, ২।৪।৮০, ২।১।২, ১।২।৩২, ১।২।৩৪-৪০, ৩।১।৩-৪, ৩।১।১২৩, ৩।২।৮৮, ৩।৩।৯, ৪।৩।১০৬, ৫।১।৬১ প্রভৃতি স্থানে সূত্রবৃত্তি মধ্যেই বেদবেত্তার পরিচয় দিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে

৩৪ সূত্রবৃত্তিতে—"অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্।" (ঋগ্বেদ ৮।৪৪।১৬)

৩৫ সূত্রবৃত্তিতে—"সোমস্যাগ্নে বীহী ৩ বৌষট্," (কৃষ্ণযজুঃ)

৩৯ সূত্রবৃত্তিতে—"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি" (ঋগ্বেদ ১০।৭৫।৫)

এবং ৪০ সূত্রবৃত্তিতে—"দেবা মরুতঃ পৃশ্নিমাতরোপঃ।" (অথর্ব্ববেদ)

ইত্যাদি জয়াদিত্য কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বেদমন্ত্রদ্বারা তিনি যে সকল বেদই জানিতেন, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন যেমন যে সে লোক বেদ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, পূর্ব্বে এরূপ ছিলনা। পূর্ব্বে হিন্দুরাজগণের সময়ে উপনয়নের পর দ্বিজাতিগণ বেদাভ্যাস করিতে পাইতেন, উপনয়ন ব্যতীত কেহ বেদপাঠ করিতে পারিত না, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। অতএব বেদাধিকারপ্রযুক্ত কায়স্থপ্রবর দুর্লভবর্দ্ধনবংশীয় গৌড়রাজ-জামাতা জয়াদিত্যের যে উপনয়নসংস্কার হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

কায়স্থরাজ বেদবিদ্ মহাবীর জয়াদিত্য গৌড়রাজ আদিশূর উপাধিধারী কায়স্থ জয়ন্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। [বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ ৫৯৫-৬ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।] বেদবিদ্ কাশ্মীররাজ যে একজন সংস্কারহীন ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের কন্যাকে বিবাহ করিবেন, তাহা সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ রাজতরঙ্গিণীপাঠে জানা যায় যে, গৌড়রাজকন্যার 'দেবী' উপাধি ছিল—

"কল্যাণদেব্যাস্তেনাথ কল্যাণাভিনিবেশিনা।
রাজলক্ষ্ম্যা স্বপাত্রায় ইব সোঽভিগ্রহং কৃতম্॥" (রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৩৫।)

'দেবী' উপাধি দ্বিজাতিকন্যার প্রযুক্ত হইয়া থাকে; সুতরাং গৌড়াধিপ জয়ন্ত দ্বিজাতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন।

* Atkinson's Gorakhpur, p. 442.

সকসেন কায়স্থগণ আর কেহই উক্ত সকিণ নামক স্থানে বাস করেন না। সেই অবধি তাঁহারা নিকটবর্ত্তী পক্না-বিহার নামক স্থানে বাস করিতেছেন।*

কাশ্মীরের ন্যায় পঞ্জাবেও এক সময়ে কায়স্থগণ রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন এবং কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বাসী বলিয়া গণ্য ছিলেন। এমন কি বেশীদিনের কথা নয়, পেশবাকুলতিলক বালাজী বাজীরাওর আদেশে রঘুনাথরাও অমিত প্রতাপে যখন পঞ্চনদ অধিকার করেন, তৎকালে তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ নামক একজন কায়স্থকে লাহোরপ্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়া যান, মহারাষ্ট্রবখরসমূহে এই লক্ষ্মীনারায়ণের নাম বিঘোষিত হইয়াছে। যে সময় আহ্মদশাহ আবদালীর ন্যায় মহাশত্রু দিল্লীর দিকে সতীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সে সময় ব্রাহ্মণবীর বালাজী বাজীরাও কর্ত্তৃক একজন কায়স্থের উপর লাহোরের শাসনভার অর্পণ, লক্ষ্মীনারায়ণের পক্ষে কম সৌভাগ্য বা গৌরবপরিচায়ক নহে।

কোঙ্কণ ও মহারাষ্ট্র।

পুরাণবর্ণিত কায়স্থপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, চিত্রগুপ্তের সন্তানগণ কায়স্থ, চন্দ্রসেন-রাজপুত্রগণ চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ এবং অশ্বপতি ও কামপতির সন্তানগণ পত্তনপ্রভু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই সকল পুরাণপ্রসিদ্ধ কায়স্থগণ কোঙ্কণ ও মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে 'কায়স্থপ্রভু' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

প্রথমে গোদাবরীতীরবর্ত্তী পৈঠণে পত্তনপ্রভুগণ বাস করিতেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে এই স্থান দেবগিরির যাদববংশের অধিকারভুক্ত ছিল। ১২১০ শকে (১২৮৮ খৃষ্টাব্দে) রামরাজ এখানে রাজত্ব করিতেছিলেন, অহম্মদ শাহ তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক পৈঠণ অধিকার করেন। † রামরাজের পুত্র বিম্বদেব প্রায় ৩৫০০ প্রভু-পরিবার সহ কোঙ্কণে পলাইয়া আসেন। পরে বিম্বদেব এখানকার নায়কদের পরাজয়পূর্ব্বক চিক্‌নী, তারাপুর, অসেরি, মহিম্, সাষ্টি প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া নবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। ‡

১৫৭০ শকে রচিত 'বিম্বাখ্যান' নামক গ্রন্থে রাজা বিম্বদেবের সহিত সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় যে সকল পত্তনপ্রভু গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও পরিচয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

---

* Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. I. p. 279; & Vol. XI. p. 23-24.

† এ সম্বন্ধে একটী শ্লোক প্রচলিত আছে—

"শাকে বেদমুনিবাকরে পরিমিতে সংবৎসরে সর্ব্বজো মাসে ভাদ্রপদে তিথৌ হরিরবৌ গোবিন্দকে সরো।
শ্রীমৎম্লেচ্ছ অহম্মদেন পাত্রে স্থিলাং রাজ্ঞাং গৃহীতং খিল শ্রীমৎপৈঠণপুরস্থিতঞ্চ নৃপতে রামস্য রাজ্যং গতম্ ॥"

‡ প্রসিদ্ধ শিল্পিকবি বিষ্ণুদাস মাবজী কর্ত্তৃক ১২১২ শকে রচিত 'কৌস্তভচিন্তামণি' নামক গ্রন্থে পত্তনপ্রভু ও বিম্বদেবের কোঙ্কণে গমনপ্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

সূর্য্যবংশ।

ভরদ্বাজগোত্রে বিক্রম, কৃষ্ণরাও ও বিষ্ণু রাণে এবং মধুসূদন প্রধান।

পূতমাক্ষগোত্রে ভীম, শামরায়, শিব ও শ্রীপৎরাও প্রধান।

বশিষ্ঠ গোত্রে বিক্রমসেন, কেশবরাও, গোদাল, ভীম, নারায়ণ, বিশ্বনাথ, ত্রিম্বকরাও, শিবদাস ও দামোদর কোঠারে।

কাশ্যপ গোত্রে কাশীশ্বর, কৃষ্ণরাও, গোবিন্দরাও, চন্দ্র, মহাদেব, ভাস্কর, ত্রিম্বক, নারায়ণ ও কেশব নবলকর।

হারিত গোত্রে সেনজিৎ, শ্রীপৎ, রাম ও শঙ্কর পলতেরাও।

বৃদ্ধবিষ্ণুগোত্রে মান্ধাতা, ত্রিম্বক, দামোদর, সুরদাস, শিবরাম ও কেশব ধুরন্ধর।

ব্রহ্মজনার্দ্দনগোত্রে সহস্রসেন, গণেশ, ত্রিম্বকরাও, শিব, শ্যামরাও, পদ্মাকর ও কর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকর।

সৌনর গোত্রে পুণ্ডরীক, দাদা, শিব, গোবিন্দরাও ও শিবরাম দেশাই।

কৌণ্ডিন্যগোত্রে অনন্তকীর্ত্তি, দেব, ভীম, শিব ও গোবিন্দরাও নায়ক।

মাণ্ডব্য গোত্রে বাসুদেব, গোবিন্দ, নারায়ণ, শ্যাম, ভীম, শ্রীপৎরাও, ভাস্কর ও নরহরি মানকর।

কৌশিক গোত্রে সুমন্ত, কেশব, কৃষ্ণ, ত্রিম্বক, শ্রীপাল, ভীম, সুরদাস ও রঘুনাথ বেলকর।

বিশ্বামিত্র গোত্রে জয়বন্ত, দামোদর, গোরক্ষ, শিবরাম ও ভীম ব্যবহারকর।

চন্দ্রবংশ।

চ্যবনভার্গবগোত্রে দামোদর, শিব, ভীম ও রণজিৎ। গৌতমগোত্রে মধুসূদন ও ভীম গোরক্ষকর।

শাণ্ডিল্য গোত্রে বাসুদেব, শ্রীপতি ও কৃষ্ণরাও। দেবদত্ত গোত্রে কেশব ও দামোদর জয়াকর।

মার্কণ্ড গোত্রে নারায়ণ, লক্ষীধর ও ভীম ধারাধর। জমদগ্নিগোত্রে নারায়ণ ও কেশব তলপড়ে।

মানাভি গোত্রে সুরদাস ও ভরদাস কীর্ত্তিকর। মুদ্গল গোত্রে শ্রীপাল অজীক্ষর।

চনাক্ষ গোত্রে সুমন্ত, ত্রিপল ও রঘুনাথ ধৈর্য্যবান্। ভার্গব গোত্রে বামদেব সঞ্জীৎ।

মাণ্ডব্য গোত্রে কেশবরাও ও সুমন্ত ত্রিলোককর। পৌলস্ত্যগোত্রে রাম প্রভাকর।

গর্গ গোত্রে ধর্ম্মসেন বজকর। বৈশম্পায়ন গোত্রে লক্ষীধর আনন্দকর।

উপমন্যু গোত্রে নারায়ণ ব্যবহারকর।

উক্ত প্রভুগণের মধ্যে পরশুরাম, নারায়ণ, শ্যাম, শ্রীপৎরাও, ত্রিম্বক, শঙ্কর, মহাদেব ও গোবিন্দ এই ৮ জন বিম্বদেবের অষ্টপ্রধান এবং বিক্রম, মধুসূদন, বিক্রমসেন, কাশীশ্বর, সেনজিৎ, মান্ধাতা, সহস্রসেন, পুণ্ডরীক, অনন্তকীর্ত্তি, বাসুদেব, সুমন্ত ও গোবিন্দ ইহারা বিম্বরাজের মন্ত্রণাসচিব হইয়াছিলেন।

বিম্বাখ্যান ও জনার্দ্দনগণেশের প্রভুচরিত হইতে জানিতে পারি যে, সূর্য্যবংশীয় অশ্বপতির

দ্বাদশপুত্রের বংশ এবং চন্দ্রবংশীয় কামপতির ৭২টী* সন্তানের মধ্যে ১৫টীর ধারা কোঙ্কণে উপস্থিত হইয়াছিল।

---

* নিম্নে সহ্যাদ্রিখণ্ড (৩০-৩৪ অঃ) হইতে কামপতির বংশধারা, তাঁহাদের গোত্র ও কুলদেবীর নাম উদ্ধৃত হইল—

পূর্ব্বপুরুষ।	কুলদেবী।	গোত্র।	পূর্ব্বপুরুষ।	কুলদেবী।	গোত্র।
১ পদ্মরাজ	যোগেশ্বরী	পদ্মাক্ষ	২৭ শশিরাজ	তামসী	চামর
২ শ্যাম	মহালক্ষ্মী	চ্যবন	২৮ দামরাজ	বজ্রিণী	মার্কণ্ড
৩ পৃথু	একবীরা	গৌতম	২৯ সারঙ্গ	মাতৃনন্দা	দাল্ভ্য
৪ শ্রীধর	কালিকা	কৌণ্ডিণ্য	৩০ বজ্রদংষ্ট্র	লীলা	পুত্তিমাষ
৫ ব্রহ্ম	পদ্মাবতী	সৌনক	৩১ দেবরাজ	জলবধ্যা	জাবাল
৬ চম্পক	কুমারিকা	চম্পক	৩২ মন্ত্রোদ্ভব	মাতৃকা	গণক
৭ নীলরাজ	জগদম্বা	বশিষ্ঠ	৩৩ শ্রীপাল	মোহিনী	নৈরুক্ত
৮ বিদ্যুৎপতি	সরস্বতী	বিশ্বামিত্র	৩৪ ময়ূরধ্বজ	ভদ্রা	বৈতম
৯ সুরথ	উমা	ভৃগু	৩৫ শূরসেন	ঊর্ম্মিলা	জমদগ্নি
১০ রঘু	বাগীশ্বরী	অত্রি	৩৬ নৃহরি	বাগেশ্বরী	ভানু
১১ মাগধ	বাগীশ্বরী	অত্রি	৩৭ মন্দুক	অরুণা	সোম
১২ শৈল	ললিতা	ভারদ্বাজ	৩৮ ভার্গব	বর্ণাক্ষী	মামাণ্ডি
১৩ মান	হিরণ্যাক্ষী	হিরণ্যাক্ষ	৩৯ সুগ্রীব	করালা	দুন্দুভি
১৪ শ্রীপতি	চণ্ডিকা	হারিত	৪০ সত্যসন্ধ	পাতমালিনী	ঋষিণ
১৫ শৈল	রেণুকা	দেবরাজ	৪১ চৈত্ররাজ	চম্পাবতী	গোপ
১৬ নকুল	মহাকালী	মুচণ্ড	৪২ ধর্ম্মরাজ	দুর্গা	কুমার
১৭ দমন†	তামসা	অঙ্গিরা	৪৩ রিপুনাশ	ঈশ্বরী	কুমার
১৮ শৈল	ইন্দ্রাণী	গার্গ্য	৪৪ শাশ্বত	বীরেশ্বরী	মিত্রর্ষি
১৯ ভূরথ	ব্রহ্মাণী	মাণ্ডব্য	৪৫ দানরাজ	ষড়্‌ভুজী	মণ্ডন
২০ যদু	পদ্মাবতী	সৌনক	৪৬ শাল্মলি	পাটলা	বকদাল্ভ্য
২১ পৌণ্ড্রক (পৌণ্ড্রিক)	নীলাম্বা	পার্থ	৪৭ আয়বান্	ললিতা	রোমহর্ষ
২২ জবন	কোলাম্বা	ত্রিঋষি	৪৮ প্রাণনাথ	মালমালিনী	কূর্ম্ম
২৩ মন্মথ	অম্বা	বৃদ্ধবিষ্ণু	৪৯ বিদর্ভ	মুক্তা	সুকুমার
২৪ পারসি	বাগীশ্বরী	বৈবস্বত	৫০ বিজয়ন্ত	মাহেশ্বরী	সাবন
২৫ রত্নক	রক্তাক্ষী	ভদ্র	৫১ পার্থিব	কাত্যায়নী	শালিবন্ত
২৬ প্রদ্যোত	মহাদেবী	কৃপায়ু	৫২ ভূরিসেন	কাত্যায়নী	চিত্রর্ষি

† সহ্যাদ্রিখণ্ডে (৩০-৩৪ অঃ) যে ৭২টি ধারা বর্ণিত আছে, বর্ত্তমানকালে চন্দ্রবংশীয় পত্তনী প্রভুদিগের মধ্যে ইহার অধিকাংশ ধারাই নাই, বোধ হয় তাঁহারা ভিন্ন শ্রেণী বা জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। দমনের সন্তানেরা দমনপ্রভুনামে পরিচিত, কিন্তু তাঁহারা পত্তনীপ্রভুদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ স্বীকার করেন না

সূর্য্যবংশ।

অশ্বপতির পুত্র	গোত্র।	কুলদেবী।	দেবীর স্থান।	পদবী।	বেদ
১ অম্বুজ	ভরদ্বাজ	প্রভাবতী	মহিম্	রাণে	মাধ্যন্দিন যজুঃশাখা কাত্যায়নসূত্র।
২ সেবক	পূতমাক্ষ	কালিকা	মুম্বই	প্রধান	
৩ পৃথু	বশিষ্ঠ	চণ্ডিকা	দভোল	কোঠারে	
৪ ঋতুপর্ণ	কাশ্যপ	মহালক্ষ্মী	কোলাপুর	নবলকর	
৫ জয়	হারিত	যোগীশ্বরী	যোগেশ্বরী	পত্তেরাও	
৬ সুশিভ্র	বৃদ্ধবিষ্ণু	ইন্দ্রাণী	বিশবা	ধুরন্ধর	
৭ সৌবাম	ব্রহ্মজনার্দ্দন	কামাক্ষী	কাঞ্চীপুর	ব্রহ্মাণ্ডকর	
৮ সুমন্ত	সৌনয়	একবীরা	কার্লাম	দেশাই	
৯ কৌণ্ডিন	কৌণ্ডিন্য	অম্বিকা	গুজরাত	নায়ক	
১০ মণ্ডূক	মাণ্ডব্য	মাহেশ্বরী	মুম্বই	মানকর	
১১ কুশিক	কৌশিক	দুর্গা	বেলগ্রাম	বেলকর	
১২ মার্ত্তণ্ড	বিশ্বামিত্র	ত্বরিতা	ভরোচ তুলজাপুর	ব্যবহারকর	

পূর্ব্বপুরুষ।	কুলদেবী।	গোত্র।
৫৩ দ্রুপদ	অপ্সরা	অন্তরিক্ষ
৫৪ বাহ্লিক	দাড়িমা	মুদ্গল
৫৫ কীর্ত্তিমান্	ধন্যা	পারিজাত
৫৬ সুরবর	বৈষ্ণবী	পার্থিব
৫৭ বাসুদেব	উগ্রিণী	অগস্ত্য
৫৮ অভিবার	মোহিনী	শাল্মলি
৫৯ সুদেক	সুবর্ণা	আত্রেয়
৬০ দৃঢ়রথ	ভৈরবী	ভৌমর্ষি
৬১ সুরথ	কামিনী	মহাতপ
৬২ আদিরাজ	আম্বিকা	উপমন্যু
৬৩ মহারাজ	সৌম্মিনী	শাণ্ডিল্য
৬৪ অরিমেধ	হংসিনী	বিভাণ্ডক
৬৫ প্রীতিমান্	দৈত্যনাশিনী	বার্হিক
৬৬ সহস্রজিৎ	প্রভাবতী	সাত্ত্বিক
৬৭ চিত্ররথ	শিলাদেবী	ব্রহ্মর্ষি
৬৮ সীমন্ত	বগলা	জনার্দ্দন
৬৯ শঙ্খ	ভামিনী	বিমল
৭০ মহীধর	অভয়া	ত্রাতা
৭১ শ্বেত	চিত্ররেখা	বারুণ
৭২ সুক্ষেত্র	শক্তি	উগ্র
৭৩ সর্ব্ববাহ	সোমেশ্বরী	প্রেম
৭৪ শ্রীধর	মহামায়া	ভাবন
৭৫ মহাবিদ্বান্	তুলনাক্ষ্যা	সোমর্ষি
৭৬ প্রতাপাল	কালিকা	মত
৭৭ সুবিদ্বান্	পদ্মেশ্বরী	বায়ু
৭৮ কামদ	ত্রিপুরা	বামক
৭৯ বেদবাদরত	অষ্টভৈরবী	ব্রাহ্মণ

চন্দ্রবংশ।

কামপত্তির পুত্র-নাম।	গোত্র	বর্ত্তমান বংশীয়-গণের উপাধি।	কুলদেবী।	কুলদেবীর যেখানে মন্দির।
১ শাম	চ্যবনভার্গব	রণজিৎ	একবীরা	কার্লি
২ পৃথু	গৌতম	গোরক্ষকর	বজ্রী	ভাণ্ডী
৩ ব্রহ্ম	শাণ্ডিল্য	রাও	বজ্রিণী	বজ্রবাই
৪ শ্রীপতি	দেবদত্ত	জয়াকর	যোগেশ্বরী	যোগাই
৫ পুণ্ডরীক	মার্ত্তণ্ড	ধারাধর	তারাদেবী	কাশী
৬ বজ্রদংষ্ট্র	জমদগ্নি	তলপড়ে	যোগেশ্বরী	যোগেশ্বরী
৭ শ্রীপাল	নানাভি	কীর্ত্তিকর	কনকা	কানেরী
৮ শাল্মলি	মুদ্গল	অজিঙ্ক	ঘণ্টেশ্বরী	ঠানা
৯ পার্থিব	চনাক্ষ	ধৈর্য্যবান্	চণ্ডিকা	দভোল
১০ বাসুকি	ভার্গব	সেনজিৎ	বজ্রিণী	বজ্রবাই
১১ সুরথ	উপমন্যু	বিজয়কর	জাতিকা	কাশী
১২ গজ	মহেন্দ্র	ত্রিলোককর	বজ্রিণী	বজ্রবাই
১৩ আনন্দ	পুলস্ত্য	প্রভাকর	জীবেশ্বরী	জীবদান
১৪ শ্বেত	গর্গ	বজকর	একবীরা	কার্লি
১৫ অংশ	বৈশম্পায়ন	আনন্দকর	হরদেবী	সুরত

রাজা বিম্বদেবের আশ্রয়ে প্রভুগণ উচ্চ রাজকীয় পদে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। ইহার পর প্রভুগণ কোঙ্কণ-প্রদেশের নানাস্থানে মহাসামন্ত বা শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চরাজপদ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহিমের প্রভুরাজগণের বিবরণ কৌস্তভচিন্তামণি ও পর্ত্তুগীজদিগের লিখিত মহিমের ইতিহাসে পাওয়া যায়।*

পত্তনপ্রভুগণের আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতে চিত্রগুপ্তজ ও চান্দ্রসেনীয় কায়স্থগণ কোঙ্কণে বাস করিতেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কোঙ্কণ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের স্থানবিশেষে হিন্দুরাজসরকারে সান্ধিবিগ্রহিক বা করাধিকারী ছিলেন, এখানকার প্রাচীন তাম্রশাসন ও রাজা অপরাদিত্যরচিত 'অপরার্ক' নামক যাজ্ঞবল্ক্যনিবন্ধ হইতে জানা গিয়াছে। এখানে উভয় শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যেই বিবাহ সম্পন্ন হইত।[১]

---

* Mahim Historie, by Senhor Caitan De Souza, 1594.

(১) রেণুকামাহাত্ম্যে লিখিত আছে, চন্দ্রসেন-রাজপুত্র সোমরাজ, তিনি চিত্রগুপ্তজ-কায়স্থকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই কন্যাগর্ভে সোমরাজের চারিটি পুত্র জন্মে,—বিশ্বনাথ, মহাদেব, ভানু ও লক্ষীধর। এই চারি জনেও চিত্রগুপ্তজ-কায়স্থকন্যাকে বিবাহ করেন।

পত্তনপ্রভুগণ কোঙ্কণে পদার্পণ করিলে পূর্ব্বোক্ত কায়স্থগণ প্রথমতঃ তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। সে সময়ে উভয় দলই স্ব স্ব প্রধান বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু যখন বিম্বদেবের কৃপায় পত্তন-প্রভুগণ রাজসংসারে সম্মানিত ও উচ্চপদস্থ হইতে লাগিলেন, যখন তাঁহারাও ক্ষত্রিয়োৎপন্ন বলিয়া পরিচিত হইলেন, চান্দ্রসেনীয় ও চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ-প্রভুগণের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে লাগিল, এবং পুত্রকন্যার সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন উক্ত তিন শ্রেণীর কায়স্থগণই পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। "কায়স্থ-প্রভুংচীবখর"কার লিখিয়াছেন, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশে বিবাহ নূতন নহে, ভিন্ন কায়স্থশ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদানও তদ্রূপ।(১)

অনেক পত্তনপ্রভুসন্তান কায়স্থপ্রভুদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই কারণেই কোঙ্কণ ও মহারাষ্ট্রে চান্দ্রসেনীয় কায়স্থের সংখ্যাই অধিক; পত্তনীপ্রভুর সংখ্যা অতি অল্প।

বিম্বদেবের বংশধরগণের ভাগ্যে রাজ্যভোগ স্থায়ী হইল না। কোঙ্কণে মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হইল। মুসলমানদিগের অধীনেও কায়স্থপ্রভুগণের পূর্ব্বতন রাজকীয় ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহাদের প্রভাব ও রাজসম্মান দেখিয়া কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণ বিদ্বেষ্টা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কায়স্থপ্রভুগণ কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা দেশস্থ ব্রাহ্মণদিগকেই অধিক সম্মান করিতেন; অধিকাংশ ক্রিয়াই দেশস্থ ব্রাহ্মণ আনাইয়া সম্পন্ন করাইতেন। কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণদিগের বিদ্বেষের ইহাও অন্যতম কারণ। কোঙ্কণবাসী কায়স্থপ্রভুগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং ক্ষাত্রবিধি অনুসারেই তাঁহাদের সংস্কারাদি সম্পন্ন হইত। এখন মুসলমান আমলে হিন্দুরাজার ধর্ম্মাধিকরণ না থাকায় কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণেরা প্রভুদিগকে 'শূদ্র' বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। মাবলে এই বিবাদের সূত্রপাত। তখন হরিঘোলকর-প্রমুখ কায়স্থগণ ও ব্রাহ্মণগণ মোগল আমলদারের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। আমলদার মুসলমান, তিনি হিন্দুশাস্ত্র জানিতেন না। তিনি উভয় পক্ষকে আদেশ করিলেন, 'বারাণসীর পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা সংগ্রহ কর। তাঁহারা যেরূপ সম্মতি প্রকাশ করিবেন, তদনুসারে তিনি উভয় পক্ষকে কার্য্য করাইতে বাধ্য করিবেন।' তখন উভয় পক্ষ বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় পণ্ডিতগণের বিচারে কায়স্থপ্রভুগণ প্রকৃত ক্ষত্রিয়বর্ণ ও বেদোক্ত

"চত্বারস্তনয়া আসন্ সোমরাজস্য বিক্রতাঃ। বিশ্বনাথো মহাদেবো তান্দুর্লক্ষ্মীধরস্তথা॥"

সংখ্যাবানপ্যসংখ্যোঽভূদ্বিশ্বনাথো মহাপ্রভুঃ।" (রেণুকামাহাত্ম্য)

এখানে চন্দ্রসেনপৌত্র বিশ্বনাথ 'মহাপ্রভু' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত-'পত্তনপ্রভু' হইতে এই বংশের শ্রেষ্ঠতাপরিজ্ঞাপনার্থ পুরাণকার এই 'মহাপ্রভু' উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক এখন মহারাষ্ট্র ও কোঙ্কণের সকল কায়স্থই 'প্রভু' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

(১) কায়স্থ-প্রভুঞ্চী বখর ১৮-১৯ পৃষ্ঠা। কিন্তু এখন পুণার পত্তনপ্রভুগণ অপর কায়স্থের সহিত কোন সম্বন্ধ স্বীকার করেন না।

ক্রিয়ার অধিকারী বলিয়া গণ্য হইলেন। তখন ব্রাহ্মণেরাও প্রভুগণের সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইলেন।[১]

১৪৩৪ শকে (১৫১২ খৃষ্টাব্দে) পোর্ত্তুগীজেরা কোঙ্কণে অবতরণ করিল। তাহাদের অত্যাচারে হিন্দু সাধারণের জাতিকুলমান রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। এখানকার অধিবাসী প্রভুকায়স্থগণ নিগৃহীত হইবার আশঙ্কায় ও স্ব স্ব জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবার জন্য পোর্ত্তুগীজদিগের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পোর্ত্তুগীজ ধর্ম্মপ্রচারকগণ ভারতবাসীদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য যেরূপ ঘৃণ্য ব্যবহার ও নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার জ্বলন্ত চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহাদের উৎসাহদাতা পোর্ত্তুগীজগণ জাতি মানিত না বা হিন্দু সাধারণের জাতীয় সম্মান বুঝিত না। তাহারা ব্রাহ্মণকে বেগার ধরিত, ব্রাহ্মণের স্কন্ধে ভার দিয়া নিগৃহীত করিত। তাহাদের অধীনস্থ হিন্দুকর্ম্মচারিগণও সময় সময় এইরূপ জঘন্য কার্য্য সম্পাদন করিতে বাধ্য হইত। তাহারাও অতি গোপনে রাত্রিকালে স্ব স্ব ধর্ম্মপালন করিত।[২] ঐরূপ কর্ম্মচারীর মধ্যে যে ব্যক্তি ফিরিঙ্গদের আদেশ লঙ্ঘন করিত, তাহাদের আর জাতিমান রক্ষা হইত না, এইরূপে জাতিকুলচ্যুত প্রভুকায়স্থাদি নানা হিন্দুসন্তান আজও বসই, টানা প্রভৃতি স্থানে খৃষ্টানরূপে বসবাস করিতেছে।

পোর্ত্তুগীজ ও হাব্‌সীদিগের অধীনে অনেক কায়স্থপ্রভু কুলকরণী, দেশমুখ, দেশপাণ্ডে প্রভৃতি উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। যাহারা ব্রাহ্মণনিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মহন্তা ও হিন্দুসমাজের চক্ষুশূল হইয়াছিল, তাহাদের অধীনে কর্ম্মস্বীকার করায় প্রভুসন্তানগণ ব্রাহ্মণাদির অবজ্ঞার পাত্র ও বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন।

জুন্নর-প্রান্তের ব্রাহ্মণেরাই প্রথমে প্রভুদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য দলাদলী আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু বহু বর্ষেও তাঁহাদের চেষ্টায় কিছুই হয় নাই।[৩]

ইহার কিছুকাল পরে মহারাষ্ট্র-জাতির অভ্যুদয় হইল। এই সুযোগে অনেক প্রভুসন্তানই খৃষ্টান ও হাব্‌সী শাসনকর্ত্তাদিগের অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া মহারাষ্ট্রপতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও দলাদলী করিবার সুবিধা পাইলেন।

হিন্দুকুলতিলক শিবাজীর অভ্যুদয়ে যে সকল কায়স্থসন্তান তাঁহার অনুসঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মুরার বাজী, বাজী প্রভু এবং বালাজী আবজীর নাম মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ।[৪]

---

(১) Gleanings from Marathá Chronicles, by K. T. Telang in the transactions of the 9th International Congress of the Orientalist, Vol. I. p. 262; and Justice Ranade's Rise of the Maratha Power, p. 278-79; কায়স্থ-প্রভূংচী বখর ৮ পৃঃ।

(২) কায়স্থ প্রভূংচী বখর ৮ পৃষ্ঠা।

(৩) History of the Pattana Prabhus, by Shamrao Moroji Nayak, p. 69-70.

(৪) Justice Ranade's Rise of the Maratha Power, p. 75. ও Grant Duff's History of the Mahrattas দ্রষ্টব্য।

মুরার বাজী[১] পূর্ব্বে মহার নাম স্থানের দেশপাণ্ডে ছিলেন। শিবাজী তাঁহার বীর্য্যবত্তায় ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রসিদ্ধ পুরন্দর দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেবের বিপুলবাহিনী দিলের খাঁর অধীনে যখন পুরন্দরদুর্গ আক্রমণ করে, তৎকালে মুরার প্রভু মোগলকবল হইতে দুর্গরক্ষার্থ অসামান্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

মহাবীর বাজীপ্রভু বিজাপুরের মুসলমান অধিপের অধীনে মাবলের একজন সর্ব্বপ্রধান দেশপাণ্ডে ছিলেন। যখন শিবাজী অকস্মাৎ রোহিরা আক্রমণ করেন, ইনি তৎকালে নিজ প্রভুর স্বার্থরক্ষার জন্ত শিবাজীর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন (১৬৫৫ খৃঃ অঃ)। সেই মহাযুদ্ধে রোহিরার দেশমুখ প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তথাপি তিনি প্রবল শত্রুর আক্রমণে বিচলিত হন নাই। পরিশেষে তাঁহার স্বজাতীয় ও শিবাজীর চিটনীস[২] বালাজী আবজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও শিবাজীর মহদুদ্দেশ্যের পরিচয় দিয়া কৌশলপূর্ব্বক তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করেন। শিবাজীর বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিলেও মহারাষ্ট্রপতি পরম সমাদরে বাজী প্রভুকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবাজী তাঁহার পৈতৃক জায়গীর সমূহে হস্তক্ষেপ করেন নাই, বরং তিনি উপযুক্ত সনন্দ দিয়া বাজীপ্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রভুবর শেষে শিবাজীর এতই অনুরক্ত হইয়াছিলেন, যে তিনি শিবাজীর কার্য্যসম্পাদনার্থ নিজ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। শিবাজী তাঁহার অধীনে বহু সহস্র সৈন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরপ্রকৃতি ও প্রভুভক্তি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।[৩] যখন শিবাজী পন্হালা দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া অতি কষ্টে রাঙ্গনা আসিতেছিলেন, যখন চারিদিক্ হইতে দুর্দ্ধর্ষ বিজাপুরসৈন্ত পঙ্গপালবৎ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়া ছিল, মহাবীর বাজী প্রভু সহস্র মাত্র সৈন্ত লইয়া শিবাজীর রক্ষার্থ একটী সঙ্কীর্ণ গিরিপথে বিজাপুরের সেই সমুদ্রতরঙ্গবৎ অগণ্য সৈন্তগতি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। যখন রাঙ্গনা দুর্গ হইতে শিবাজীর নিরাপদসূচক তোপধ্বনি বাজী প্রভুর কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি নিঃশ্বাস ছাড়িলেন ও শত্রুপ্রহরণদষ্ট ক্ষতযন্ত্রণায় অচেতন হইয়া প্রভুভক্তির শেষ নিদর্শন রাখিয়া গেলেন। মরাঠা ঐতিহাসিকগণ বাজীপ্রভুর এই সংগ্রাম ও স্বার্থত্যাগ থার্মপোলি-গিরিসঙ্কটে পারস্তসৈন্তসাগরসহ মুষ্টিমেয় গ্রীকসৈন্তের বীরত্ব ও সাহসের তুলনা করিয়াছেন।[৪]

---

(১) গ্রাণ্ট ডফ্ মহোদয়ে ইঁহাকে 'বাজীপ্রভু' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। Grant Duff's History of the Mahrattas, (3rd Edition), p. 92.

(২) বিচারপতি রাণাডে 'চিটনীস' (চিটনবীস) শব্দের অর্থ Chief Secretary লিখিয়াছেন।

(৩) "The command of a considerable body of infantry was conferred upon him; and he maintained his character for bravery and fidelity to the last."

Grant Duff's History of the Mahrattas, (3rd ed.) p. 67.

(৪) "This exploit and sacrifice have been compared by some with the heroic defence of the Pass at Thermopylæ, so well known to the readers of Greek History."

Justice Ranade's Rise of the Maratha Power, p. 75-76.

চিট্নীসবংশ ও বলাবজির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পূর্ব্ববর্ণিত দুই মহাত্মা অপেক্ষা বালাজী আবজী ও তাঁহার বংশধরগণের সহিত মহারাষ্ট্র-রাজসরকারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বালাজী আবজীর পূর্ব্বপুরুষ গোবিন্দরাও কৃষ্ণপ্রভু হাব্‌সীদিগের অধীনে কর্ম্ম করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট ঘোলবাড়ী ইনাম লাভ করেন। এই ইনাম হইতে তদ্বংশীয়গণ 'ঘোলকর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

গোবিন্দবংশীয় রামাজী শ্রীরঙ্গ হাব্‌সীরাজের দেওয়ান ছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র হরিরামাজী ও শ্রীনিবাস রামাজী। হরি রামাজীর পুত্র আবজী হরি। তিনিও হাব্‌সীর দেওয়ান ছিলেন। এক সময় তিনি জেজুরিতে কুলদেবতা খণ্ডোবার পূজা দিতে যান। তাঁহার অনুপস্থিত কালে হাব্‌সী-অধিপের মৃত্যু ঘটে। হরির জ্ঞাতিশত্রুগণ তাঁহার পূজাতেই হাব্‌সীরাজের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া রটনা করিল ও বিষপ্রয়োগে তাঁহার জীবন হরণ করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইল। তাঁহার তিন পুত্র বালাজী আবজী, শ্যামজী আবজী ও চিমনাজী আবজী। এই তিন পুত্রকে মাতৃসহ সমুদ্রে ডুবাইয়া দিবার আদেশ হইল। পরে চারিজনকে বন্দিভাবে রাজাপুর বন্দরে আনা হইল। এখানে বালাজী আবজীর মাতুল বিসাজী শঙ্কর চারিজনকে ২৫ হোণ মুদ্রা দিয়া ক্রয় করিলেন। বিশাজী ভগিনীর পরিচয় পাইলেন, কিন্তু তিনি চিনিয়াও চিনিতে পারিলেন না। বালাজীর মাতা পরিশ্রম করিয়া ৫ হোণ পরিশোধ করেন। পরে বালাজী আবজীর হাতের লেখা সুন্দর দেখিয়া শিবাজী তাঁহাকে ২০ হোণ মুদ্রায় খরিদ করিলেন এবং ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে আপনার চিট্নীসপদ প্রদান করেন।[১]

চিট্নীস-পদপ্রাপ্তি হইতে ইঁহাদের আবার সৌভাগ্যোদয় হইল। এখন বালাজী আবজী বিপন্ন-বান্ধব শিবাজীর পরিচর্য্যায় দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। শিবাজীর লেখাপড়া সমস্ত কার্য্যই এই বালাজীর হাত দিয়াই চলিতে লাগিল। অফজল খাঁর হত্যাকালে, সম্ভাজী ও জিজিবাইর মুক্তিকালে, দিল্লীতে শিবাজী ও তৎপুত্র সম্ভাজীর বন্দিত্বকালে এবং ইংরাজদিগের সহিত রাজকারণোপলক্ষে বালাজী আবজী প্রভুর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়াছিলেন। দিল্লীতে শিবাজী যখন বন্দী হইয়াছিলেন, এই সময়ে তিনিও মিষ্টান্নের ঝুড়িতে শিবাজী ও সম্ভাজীকে রক্ষা করিয়া শত্রুর করালকবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।[২]

সেবা, ভক্তি ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া শিবাজীও বালাজীকে বড়ই ভালবাসিতেন, এমন কি তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। সুতরাং চিট্নীস বালাজী আবজীই একপ্রকার সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি শিবাজীর একান্ত স্নেহ ও অনুরাগ দেখিয়া মুখ্যপ্রধান (Prime-minister) মোরোপন্ত পিঙ্গলে আবজীর উপর অতিশয় ঈর্ষাপরবশ ছিলেন এবং তাঁহাকে অপদস্থ করিবার ইচ্ছায় সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন।

---

(১) "His Chitness was a Purvoe, named Ballajee Aujee, whose accomplishments and intelligence are recorded by the English Government at Bombay on an occasion of his being sent there on business." Grant Duff (3rd ed.) p. 161.

(২) কায়স্থপ্রভূংচ্যা ইতিহাসাচী সাধনেং ৩ পৃঃ।

চিট্‌নীসের পুত্র আবজী বাবার উপনয়নকাল নিকটবর্ত্তী হইল। চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ প্রভুগণের কুলাচার অনুসারে দ্বাদশবর্ষ মধ্যেই মৌঞ্জী সম্পন্ন হইত। এখন যথাকালে আবজী বাবার উপনয়নের আয়োজন হইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণপ্রবর মোরোপন্ত কূটনীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, কলিতে ক্ষত্রিয় নাই। সুতরাং ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে কায়স্থের অধিকার থাকিতে পারে না। অতএব বালাজী আবজী এখন আর পুত্রের উপনয়ন সংস্কার করাইতে পারেন না। চিট্‌নীস্ বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজকার্য্য লইয়া আপনার দ্বেষ হইতে পারে, কিন্তু সামাজিক কুলাচারের উপর হস্তক্ষেপ করা ও তজ্জন্য বিদ্বেষ প্রকাশ আপনার উপযুক্ত নহে। আপনার কথা কে শুনিবে? আর কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নাই? যাহা হউক, সুচতুর চিট্‌নীস্ তখন পুত্রের উপনয়নকার্য্য বন্ধ রাখিলেন। লোকপরম্পরায় শিবাজী সকল অবগত হইলেন। তিনি একদিন চিট্‌নীস্‌কে ডাকিয়া কহিলেন, 'আমি সকল শুনিয়াছি; তুমি কাশীস্থ পণ্ডিতগণের অভিপ্রায় সংগ্রহ কর।"[১] তদনুসারে তিনি কাশীস্থ পণ্ডিতগণের সম্মতিপত্র সংগ্রহ করিলেন।

শিবাজীর রাজ্যাভিষেককাল উপস্থিত হইল। এ সময়ে তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মিয়াছে, অথচ এ পর্য্যন্ত উপনয়নাদি হয় নাই। সুতরাং কিরূপে তাঁহার অভিষেক হইবে? ব্রাহ্মণেরা আপত্তি করিতে লাগিলেন। তখন কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত গাগাভট্ট পৈঠণে আসিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে প্রথমে তিনি অনেকটা প্রতিকূল ছিলেন। বালাজী আবজী তাঁহাকে শিবাজীর অনুকূল করিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন যে, উদয়পুরের প্রসিদ্ধ রাণার বংশে শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পরিপোষক বংশাবলী উদয়পুর হইতে আনাইয়া তিনি গাগাভট্টের সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ রাজকর্ম্মচারিগণের নিতান্ত প্রতিবন্ধকতাসত্ত্বেও চিট্‌নীসের চেষ্টায় পণ্ডিতবর গাগাভট্টের শাস্ত্রীয় যুক্তিতে শিবাজী প্রৌঢ়বয়সে উপনয়ন-সম্পন্ন ও রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। শিবাজী এই সময়ে প্রীত হইয়া বালাজী আবজীকে যে সনন্দ দিয়াছিলেন,[২] তাহাতে লিখিত আছে—

"আমি তোমার স্বামিসেবায় মুগ্ধ হইয়া তোমাকে অষ্টপ্রধানের মধ্যে একটী পদ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার প্রার্থনামত পুরুষানুক্রমে চিট্‌নীস্‌পদ প্রদান করিলাম।"

শিবাজীর অভিষেকের পর চিট্‌নীসপ্রবর মহা সমারোহে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবজী বাবার উপনয়ন সমাধা করিলেন। এই উৎসবে গাগাভট্ট প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। প্রভুসমাজের প্রার্থনায় গাগাভট্ট কায়স্থগণের সংস্কারাদি যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইবার জন্য "কায়স্থপ্রদীপ" নামে একখানি পদ্ধতি সঙ্কলন করিলেন, এই পদ্ধতি 'গাগাভট্টী' নামে প্রসিদ্ধ। এই পদ্ধতি অনুসারে মহারাষ্ট্রের কায়স্থসমাজের সংস্কারাদি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

(১) কায়স্থপ্রভূংচ্যা ইতিহাসাচীং সাধনেং (আমণ্যাচী হকীকত ১ম পৃঃ)।

(২) এই সনন্দখানি 'রাজ্যাভিষেক শকে ১ আনন্দ নাম সংবৎসরে জ্যেষ্ঠ বদ্য ১ ভানুবাসরে' প্রদত্ত হইয়াছিল।

সম্ভাজীর দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া শিবাজী তাঁহাকে পনহালা দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার অমাত্যবর্গ শিবাজীর অভিলাষ মত রাজারামকে সিংহাসনে বসাইবার উদ্যোগ করেন এবং তাঁহাদের অভিপ্রায় সুবেদারকে জানাইবার জন্য বালাজীকে পত্র লিখিতে বলেন। বালাজী আবজী কহিলেন, 'এমন কার্য্য আমি পারিব না।' বাস্তবিক তিনি প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সর্ব্বনাশকর পত্র লিখিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। অমাত্যগণ তৎপুত্র আবাজীবাবা দ্বারা এ কার্য্য সমাধা করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই পত্র সম্ভাজীর হাতে পড়িল। তিনি অবিলম্বে রামরাজকে কয়েদ করিয়া তাঁহার বিপক্ষদিগকে হস্তিপদতলে ফেলিয়া বধ করিতে আদেশ দিলেন। বালাজী আবজী প্রকৃত প্রস্তাবে দোষী না হইলেও সম্ভাজীর আদেশে তিনি, তাঁহার ভ্রাতা শ্যামজীবাবা, জ্যেষ্ঠ পুত্র আবজীবাবা ও সচিব এই চারিজনে হস্তিপদতলে নিহত হইলেন (১৬০৩ শকে)। এই ঘৃণিত আচরণের জন্য সম্ভাজীর পত্নী যেসুবাই পতিকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই অনুরোধে সম্ভাজী বালাজীর দ্বিতীয় পুত্র দ্বাদশ-বর্ষীয় খণ্ডোবল্লালকে চিটনীসের পরিচ্ছদ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর বালক খণ্ডোবল্লাল সম্ভাজীর নিয়ত সঙ্গী হইলেন।

সম্ভাজী যে সময় গোয়ায় পোর্ত্তুগীজদিগকে দমন করিতে গিয়াছিলেন, সে সময়ে সমুদ্রের একটী খাড়ীর মধ্যে সম্ভাজী অশ্বসহ পড়িয়া যান। খণ্ডোবল্লাল অসাধারণ সাহস ও প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধিবলে সম্ভাজীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সম্ভাজী কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ নিজ পরিধেয় বস্ত্র খণ্ডোবল্লালকে প্রদান করিয়াছিলেন (১৬০৪ শকে)।

সম্ভাজী ইহলোক পরিত্যাগ করিলে রাজারাম গদী পাইলেন। সম্ভাজীর মহিষী খণ্ডো-বল্লালকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'শাহুর উপর লক্ষ রেখো।' পরে খণ্ডোবল্লাল রাজারামের সহিত চন্দী (জিঞ্জি) যাত্রা করিলেন। অরঙ্গজেবের সেনাপতি জুলফকরখান ও গণোজী শিরকে পথে রাজারামকে সসৈন্যে ঘেরিয়া ফেলিলেন। রাজারামের আর রক্ষার উপায় ছিল না। খণ্ডোবল্লাল দভোলস্থ আপনার পৈতৃক জায়গীর ঘুষ দিয়া গণোজীকে হস্তগত করিলেন, এবং সামান্য পদাতিকের বেশ পরাইয়া রাজারামকে শত্রুর চক্ষে ধূলি দিয়া চন্দীদুর্গে পাঠাইয়া দিলেন। রাজারাম মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু খণ্ডোবল্লাল শত্রুকরে বন্দী হইলেন। রাজা-রামের সন্ধান পাইবার জন্য মোগলেরা খণ্ডোবল্লালকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াও কোন কথা প্রকাশ করেন নাই।[১] এখান হইতে মুক্ত হইয়া তিনি রাজারামের সহিত মিলিত হইলেন।

রাজারামের মৃত্যুর পর তারাবাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। তিনি খণ্ডোবল্লালকে দেখিতে পারিতেন না। কাজেই এ সময়ে খণ্ডোবল্লাল আর রাজকীয় কর্ম্মে যোগ দিলেন না। ইহার পর অরঙ্গজেবের মৃত্যু হইল। সম্ভাজীর পুত্র শাহু এতদিন দিল্লীতে বন্দী ছিলেন, এখন তিনিও

(১) Grant Duff's History of Mahrattas.

মুক্ত হইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তারাবাই সংবাদ পাইয়াই তাঁহাকে জালশাহ বলিয়া ঘোষণা দিলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্ত পন্তপ্রতিনিধি, সচিব ও জাদবরাও চন্দ্রসেন সেনাপতিকে পাঠাইলেন। সেনাপতি খণ্ডোবল্লালকে সঙ্গে লইলেন। খণ্ডোবল্লাল সম্ভাজী-মহিষীর উপকার ও অনুরোধ বিস্মৃত হন নাই। তিনি শিবাজীর প্রকৃত বংশধরকে সিংহাসনে বসাইবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। তিনি গোপনে শাহুর সহিত দেখা করিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও যুক্তিপূর্ণ আলাপে জাধবরাওর মতি ফিরিল। খণ্ডো বল্লালের কৌশলে শাহুর জয় হইল। সেনাপতি লোক-দেখান নামমাত্র পরাজয় স্বীকার করিলেন।

শাহু সাতারায় আসিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। পন্তসচিব অপমানিত হইবার আশঙ্কায় হীরকচূর্ণ খাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। খণ্ডোবল্লাল এ সংবাদে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন; এমন কি তিনি শাহুকে অনুরোধ করিয়া সচিবের ৮।৯ মাসের শিশুপুত্রকে সচিবের পরিচ্ছদ প্রদান করাইয়া তাঁহার পিতৃসম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। পরশুরাম পন্ত প্রতিনিধি সাতারার দুর্গ হইতে শাহুর প্রতি গোলা দাগিয়াছিলেন। শাহু তৎপ্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে জীবন্ত গোর দিবার আদেশ করেন, কিন্তু খণ্ডোবল্লাল বহু কাকুতিমিনতি করিয়া তাঁহার প্রাণভিক্ষা লইয়াছিলেন। প্রতিনিধি-বংশ এ উপকার বিস্মৃত হন নাই। এই উপকারের জন্ত প্রতিনিধি চিট্‌নীস্‌কে মাসগাঁর উপস্বত্ব প্রদান করিয়াছিলেন এবং বংশপরম্পরায় চিট্‌নীস্ প্রতিনিধির গৃহে শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণদিগের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিতেন। ব্রাহ্মণগৃহে ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিশেষতঃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কায়স্থের ভোজন এ কম সম্মানের কথা নহে।[১] প্রতিনিধি ভবানরাওর সময় পর্য্যন্ত এ প্রথা চলিয়াছিল।

শাহু রাজা হইবার পূর্ব্বে ভুলেশ্বরে (১৬২৬ শকে=১৭০৪ খৃষ্টাব্দে) সিদ্ধিবিনায়ক মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পত্তনপ্রভুদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের বিবাদ ঘটে। চিৎপাবন ও এখানকার সাবেক ব্রাহ্মণেরা এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, তাঁহারাই যখন এতদ্দেশীয় আদি ব্রাহ্মণ, তখন তাঁহারাই এ মূর্ত্তির অভিষেকাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবার অধিকারী। কিন্তু প্রভুগণ তাঁহাদের কথা না শুনিয়া তাঁহাদের রাজগুরু খেড়করের আদেশ মত চেউলের ধর্ম্মাধিকারী চিন্তামণি ও দামোদর পীঠকর প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের দ্বারা মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও দেবপূজা করাইলেন। বসইর সমুদয় ব্রাহ্মণ ইহাতে চটিয়া যায়। ক্রমে এই বিদ্বেষ বাড়িয়া উঠে। কোঙ্কণস্থগণ প্রভুদিগকে 'শূদ্র' বলিয়া অবমানিত করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে থাকেন।[২] ১৬৪৮ শকে শৃঙ্গেরি-মঠের শঙ্করাচার্য্য বুম্বই আগমন করেন। তিনি পত্তনপ্রভুদিগকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিয়া এক সম্মতি পত্র দিয়া যান।[৩] এই পত্রবলে প্রভুসমাজ ব্রাহ্মণদিগের বৃথা আন্দোলনে কর্ণপাত

(১) Ranade's Rise of the Maratha Power, p. 296.

(২) History of the Pattana Prabhus by Shamrao Moroji, p. 70-71.

(৩) উক্ত ইতিহাসে ১২-১৩ পৃষ্ঠায় সম্মতিপত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

করিলেন না। ক্রমে ব্রাহ্মণেরা বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইয়া একবারে প্রভুদিগের গুরুপুরোহিত বন্ধ করিবার প্রতিপ্রায়ে বসইর সুবেদার শঙ্করজী কেশবের নিকট অনেক মিথ্যা অভিযোগ করিলেন (১৬৭১ শক)। শঙ্করজী কেশব ব্রাহ্মণদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পুণার পেশবার নিকট জানাইলেন। এ সময়ে কায়স্থপ্রবর খণ্ডোবল্লালের যথেষ্ট প্রভাব, বিশেষতঃ পেশবার সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য থাকায় সুবেদারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। ১৬৪৮ শকে (১৭২৬ খৃষ্টাব্দে) খণ্ডোবল্লালের মৃত্যু হয়।

তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণেরা আবার দলাদলি আরম্ভ করিলেন। বসইর সুবেদার পেশবা বালাজী বাজীরাওর নিকট প্রভুদিগের বিপক্ষে অনেক অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেন। বাজীরাও তখন পুণায় ছিলেন না, তাঁহার মুতালিক বালাজীর নাম স্বাক্ষর করিয়া বসইর সর্-সুবেদার রামাজী মহাদেবকে প্রভুদিগের সংকারাদি বন্ধ করিবার জন্ত আদেশ পাঠাইলেন। পেশবার আদেশ ভাবিয়া বোম্বাই, চেউল, বসই, রেবদণ্ড প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণেরা প্রভুগণের পৌরোহিত্য বন্ধ করিলেন। ঐ পত্রবলে ব্রাহ্মণকর্ম্মচারিগণ প্রভুগণের গায়ত্রী উচ্চারণ, উপনয়ন প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিলেন। পোর্ত্তুগীজদিগের শাসনে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে শাস্তি ভোগ করিয়াছিলেন, এখন কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণবর্গ এক হইয়া প্রভুদিগের উপর তাহার প্রতিশোধ লইতে লাগিলেন। এই সময় চেউল ও বসইর প্রভুসন্তানগণের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। অনেকে বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর হাতে অকালে জীবন দান করিয়াছিলেন, অনেকে বহু অর্থ উৎকোচ দিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়া ছিলেন। যাঁহার গৃহে বিবাহ কি উপনয়ন উপস্থিত হইত, তাঁহার আর নিগ্রহের সীমা ছিল না।[১] অত্যাচারের ভয়ে পাঁচবর্ষকাল অনেকেই বিবাহ ও উপনয়ন বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

খণ্ডোবল্লালের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জীবাজী খণ্ডেরাও চিট্নীসপদ লাভ করিলেন। তারাবাইর উত্তেজনায় আঙ্গ্রে শাহুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। জীবাজী খণ্ডেরাওর চেষ্টায় তিনি শাহুর পক্ষ অবলম্বন করেন। ইত্যাদি নানাকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া শাহু মহারাজ জীবাজীকে একখানি সনন্দ দিয়াছিলেন।[২]

শাহুর রাজকার্য্যে তিনি এতই লিপ্ত ছিলেন যে, নিজে প্রভুসমাজের অত্যাচার নিবারণের উপায় অবধারণ করিবার সময় পান নাই, অত্যধিক পরিশ্রমে শীঘ্রই তিনি পীড়িত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার মধ্যম বাপুজী খণ্ডেরাও চিটনীস্-পদ পাইবার লোভে শাহু মহারাজকে ৫ লক্ষ টাকা নজর দিয়াছিলেন। কিন্তু জীবাজীর কনিষ্ঠ গোবিন্দরাও বাপুজীর কুমতলব প্রতিনিধিকে জানাইয়াছিলেন। তখন শাহু জীবাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামরাওকেই চিট্নীস্-পদ দিয়া উঁহার প্রকৃতি গোবিন্দরাওকে তাঁহার হইয়া চিট্নীসের কার্য্য চালাইতে আদেশ করেন।

(১) History of the Pattan Prabhus, p. 76.

(২) এই সনন্দে জীবাজী খণ্ডেরাও পূর্ব্বপুরুষগণ মহারাষ্ট্র সরকারের কিরূপ উপকার করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তৃত বর্ণিত আছে। (কায়স্থপ্রভুংচ্যা ইতিহাসাচী সাধনেং ১৫ পৃঃ)

ঐ সময় পুণাতেই পেশবার হস্তে সমস্ত বৈদেশিক রাজকীয় ব্যাপার সমাধা হইত। সুতরাং বসই, সাষ্টি প্রভৃতি স্থানে কায়স্থগণের প্রতি যে অত্যাচার হইতেছে, তাহা জীবাজী বা গোবিন্দরাওর কর্ণগোচর হয় নাই। তখন গোবিন্দরাও শাহুর সমস্ত কার্য্যই করিতেন। শাহুও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। এ সময়ে সাতারায় দুই পক্ষ হইয়াছিল, একপক্ষে পেশবা বালাজী বাজীরাও ও গোবিন্দরাও এবং অপর পক্ষে জগজীবন পরশুরাম প্রতিনিধি। বালাজী ও জগজীবনরাও উভয়ে পুণায় থাকিতেন, সাতারায় তাঁহাদের মুতালিক মহাদোবা বাবা পুরন্দরে ও যমাজীশিবদেব থাকিতেন। গোবিন্দরাও ও মহাদোবা একপক্ষে থাকায় প্রতিনিধির সহকারী যমাজীপন্ত কোন কার্য্যই সমাধা করিতে পারিতেন না। একে শাহু গোবিন্দরাওকে বড় ভালবাসিতেন, তাহার উপর বালাজী বাজীরাওর সহিত গোবিন্দ অকৃত্রিম বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায় মতই সকল রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত বলিয়া প্রতিনিধি ও তাঁহার মুতালিক গোবিন্দের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিলেন। রাজকীয় ব্যাপারে কিছু করিতে না পারিয়া যমাজীপন্ত এখন সামাজিক ঘোঁট আরম্ভ করিলেন। যমাজী পন্ত নিজে একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি এখন কূটতর্ক ধরিয়া প্রভুজাতির বিরুদ্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিলেন এবং তদনুসারে মাহুলীর ব্রাহ্মণেরা কায়স্থের কর্ম্মে দোষ দিতে আরম্ভ করিলেন। চিৎপাবনব্রাহ্মণেরা নারায়ণ-দীক্ষিতের পরামর্শে প্রভুদিগের পূর্ব্বাচার লোপ করিতে উদ্যত হইলেন।

পূর্ব্ব হইতেই কোঙ্কণের প্রভুগণ নিগৃহীত হইতেছিলেন। এখন তথাকার সর সুবেদার রামাজী মহাদেব প্রভুদিগের আবেদনে মর্ম্মপীড়িত হইয়া অপক্ষপাতী কএকজন প্রধান প্রধান পণ্ডিতকে লইয়া সভা করেন। তাঁহাদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রভুগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় এবং বিদ্বেষবশে তাঁহারা নিগৃহীত হইতেছেন বুঝিয়া, তিনি পুণায় বালাজী বাজীরাওর নিকট সকল বিষয় লিখিয়া পাঠাইলেন। এই সময় মাহুলীর কায়স্থগণও গোবিন্দরাওর নিকট ব্রাহ্মণদিগের দুর্ব্যবহারের কথা জানাইলেন। তখন বালাজী বাজীরাও পুণা হইতে এবং শাহু মহারাজ সাতারা হইতে যমাজীপন্তের উপর দোষারোপ করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রভুদিগের অনুষ্ঠানাদি সুসম্পন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্মণদিগের উপর আদেশ করিলেন।[১]

অনন্তর শাহু মহারাজ পীড়িত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। প্রতিনিধি বন্দী হইলেন। যমাজীপন্ত ভৃত্যবেশে সাতারা ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন এবং গোবিন্দরাও মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া গোলমাল মিটাইয়া ফেলিলেন। ইহার পর পাণিপথের দুর্ঘটনায় ভগ্নহৃদয়ে পেশবা বালাজীও কালকবলে পতিত হইলেন। ২য় রামরাজ সাতারার রাজা হইয়াছিলেন, মাধবরাও-বল্লাল পেশবা হইলেন। মাধবরাওর সময়ে আর কোন গোল হইল না। তৎপরে ১৬৯৪ শকে (১৭৭২ খৃষ্টাব্দে) অষ্টাদশবর্ষীয় নারায়ণরাও পেশবা হইলেন।

পূর্ব্ব হইতেই প্রতিনিধি প্রভুদিগের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। এখন বিপ্রসন্তান

(১) History of the Pattana Prabhus, p. 79-81; কায়স্থপ্রভুংচ্যা ইতিহাসাচীং সাধনেং (প্রামাণ্যাচী হকীকত ৩ পৃঃ।)

নারায়ণরাও আত্মীয় স্বজনের উত্তেজনায় প্রভুকায়স্থগণের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে রাজকীয় পত্রে 'প্রভু' শব্দ লিখিত হইত, এখন তাঁহার আদেশে 'পরভু' এইরূপ ঘৃণিত শব্দ-ব্যবহৃত হইতে চলিল। তিনি আদেশ করিলেন যে, তাহাদিগকে 'প্রণাম' স্থলে 'দণ্ডবত' বলিতে হইবে, তাহারা স্নানসন্ধ্যাদি কর্ম্ম করিতে পারিবে না, দোছোট পরিধান করিবে না, গন্ধ ব্যবহার করিবে না, তাহাদের ঘরে কোন ব্রাহ্মণ যাইতে পারিবে না। তাঁহার এরূপ কঠোর আদেশে প্রভুসমাজ মর্ম্মাহত, বিচলিত এবং শেষে উত্তেজিত হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র-রাজপুরুষগণ অনেকেই নারায়ণরাওকে এরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুবকের উষ্ণ মস্তিষ্ক কিছুতেই শীতল হইল না। হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কোঙ্কণাঞ্চলে নানাস্থানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিতে লাগিল। পুণার ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী এই অশাস্ত্রীয় আদেশের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু নারায়ণরাও তাহাতেও কর্ণপাত করেন নাই।

এ সময়ে মহারাষ্ট্রদরবারে কায়স্থপ্রভুগণের ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল বটে; কিন্তু বংশপরম্পরায় তাঁহারা মহারাষ্ট্ররাজের চিট্‌নীস (Chief Secretary) পদে প্রতিষ্ঠিত থাকায় মহারাষ্ট্রসমাজে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও প্রভুত্ব ছিল।[২] এখন নারায়ণরাওর আদেশে তাঁহাদের স্বজাতীয় আত্মীয় কুটুম্বগণের নিগ্রহ, অবমাননা, এমন কি গুরুপুরোহিত বন্ধ হইতে দেখিয়া আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিলেন ও প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, নারায়ণরাও পেশবার ক্ষমতা পরিচালিত হইলে তাঁহাদের মানসম্ভ্রম রক্ষা হইবে না, তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই পণ্ড হইবে। তাঁহারা প্রাণ অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষা প্রার্থনীয় জ্ঞান করিতেন। এখন স্বধর্ম্মরক্ষার্থ একটী ব্রাহ্মণসন্তানের বিপক্ষতা করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইলেন না।

নারায়ণরাও তাঁহার খুল্লতাত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রঘুনাথরাওকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন কায়স্থপ্রভুগণ রঘুনাথরাওকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এ সময়ে মরাঠা-সৈন্যগণের বেতন বাকি পড়িয়াছিল। তাহাদের দেওয়ান রামচন্দ্রদাজী প্রভুকে হাত করিবার জন্য প্রভুরা তাঁহাকে নারায়ণরাওর অবিচারের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ব্যঙ্কটরাও কাশীপ্রভু ও সখারাম হরিপ্রভু রঘুনাথরাওর স্ত্রী আনন্দীবাইকে মরাঠাসেনাগণের বিরক্তির কথা জানাইলেন ও নারা-

(২) চিট্‌নীসের হাতেই রাজার নিজ কার্য্য সম্পাদিত হইত। রাজমুদ্রাদি সমস্তই চিট্‌নীসের তত্ত্বাবধানে থাকিত, এমন কি সময়ে সময়ে চিট্‌নীস রাজার হইয়া নিজ মুদ্রাও ব্যবহার করিতে পারিতেন, সুতরাং তাঁহাদের পত্রাদি সাধারণে রাজাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিত। রাজার সহিত সহজে কাহারও সাক্ষাৎলাভ ঘটিত না। যিনি যত বড় কর্মচারীই হউন না কেন, চিট্‌নীসকে না জানাইয়া কেহই রাজদর্শন পাইত না। ইহাতেও চিট্‌নীসের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বাড়িয়া যায় এবং নজরাণা স্বরূপ বহু অর্থ উপার্জ্জন হইতে থাকে। যতদিন শিবাজী ও তাঁহার বংশধরগণের প্রকৃত প্রভাব ছিল, ততদিন প্রভুবংশীয় চিট্‌নীসগণেরও কর্ত্তৃত্ব ছিল; কিন্তু পেশবাদিগের প্রাধান্যকালে চিট্‌নীসের ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস হইয়া আইসে।

রুপরাওকে বন্দী করিবার জন্য রঘুনাথরাওর এক আদেশপত্র সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিলেন। রঘুনাথরাওর ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি স্ত্রীর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। তিনি সুমেরসিং, খড়্গসিং, মহম্মদ ঈসফ্ জমাদার ও পদাতিক সৈন্যের দেওয়ান রামচন্দ্রদাজী প্রভুর প্রতি নারায়ণরাওকে ধরিবার জন্য এক পত্র লিখিলেন। ক্রূরমতি আনন্দীবাই পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য সেই পত্রে 'ধরাবেং' কাটিয়া 'মারাবেং' লিখিয়া দিলেন। তদনুসারে সুমেরসিং, মহম্মদ ঈসফ ও খড়্গসিং বাকি বেতন আদায় করিবার ছলে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া নারায়ণরাওকে হত্যা করিল। ১৬৯৫ শকে ১৩ শুক্লভাদ্রপদে এই লোমহর্ষণব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।[৩]

তৎপরে রঘুনাথরাও পেশবা হইলেন। ইতিপূর্ব্বে কায়স্থবংশীয় সখারাম হরিপ্রভু বক্সী (General) ছিলেন, এখন তিনি রঘুনাথের একজন প্রধান অমাত্য হইলেন।

নারায়ণরাওর হত্যার পর তাঁহার শবদাহকালেও কায়স্থেরা ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। সখারামহরি বিনতি করিয়া পেশবার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট বলিয়া পাঠান যে, "নারায়ণরাও আমাদের জাতিসম্বন্ধে যে সকল লেখন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অগ্রে সেই সকল পোড়াইয়া পরে নারায়ণরাওর দাহ হওয়া উচিত।" প্রথমে সেই কাগজপত্র হস্তান্তর করিতে নানা ফড়নবীস একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, শেষে বাধ্য হইয়া ঐ সকল কাগজপত্র প্রদান করেন। রঘুনাথরাও নিজ হস্তে সেই কাগজপত্র ছিঁড়িয়া ফেলেন। তৎপরে নারায়ণরাওর সৎকার সম্পন্ন হইয়াছিল।[৪]

অতঃপর রঘুনাথরাও একপ্রকার সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন। যতদিন তাঁহার প্রভাব ছিল, ততদিন কায়স্থগণ নির্ব্বিবাদে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু নারায়ণরাওর শিশুপুত্র মাধবরাও পেশবাপদে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে পেণকর ব্রাহ্মণেরা আবার দলাদলী করিবার সুবিধা পাইলেন। এ সময়ে রামরাজের দত্তকপুত্র ২য় শাহু মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন, এই সময়ে নানা ফড়নবীস, সখারামবাপু প্রভৃতির হস্তেই একপ্রকার মহারাষ্ট্রের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইতেছিল। পেনেত গ্রামেই আপ্পাবলবন্তরাওপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ বিরোধ আরম্ভ করিলেন। তথাকার ব্রাহ্মণ সুবেদারও ঘোষণা করিলেন যে, প্রভুগণ সংস্কারে চরু প্রস্তুত, উপনয়নকালে চারিদিন অগ্নিস্থাপন, শবের সহগমন অথবা পিণ্ডের জন্য চরু করিতে পারিবে না। যে এই আদেশ লঙ্ঘন করিবে, তাহার সমুচিত শাস্তি হইবে। সুবেদারের ভয়ে প্রভুপক্ষীয় ব্রাহ্মণগণও যজমানের গৃহে যাওয়া বন্ধ করিলেন। অগত্যা প্রভুগণের উপনয়ন বা বিবাহসংস্কার বন্ধ হইয়া গেল। যাঁহাদের বিবাহাদি না করিলে চলিত না, তাঁহারা সুবেদারের এলাকার বাহিরে গিয়া ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ব্রাহ্মণ পাতি

(৩) Grant Duff's Mahrattas (3rd ed) p. 360-63 ও কায়স্থ-প্রভুংচ্যা ইতিহাসাচী সাধনেং (গ্রামণ্যাচী হকীকত ৫০৩ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

(৪) "গ্রামণ্যাচী হকীকত" ৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লইয়া পুণায় আসিলেন ও নানা ফড়নবীসকে প্রভুদিগের বিরুদ্ধে একটী আদেশ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নানা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই,[৫] বরং তিনি প্রভুদিগের পূর্ব্ব-প্রথামত কার্য্য চালাইতে আদেশ পাঠাইলেন। শেষে পেণকর ব্রাহ্মণেরা চাঁদা করিয়া বহু অর্থ লইয়া পুণায় আসিলেন। কিন্তু কোন ক্রমে তাঁহারা নানা ফড়নবীসকে হস্তগত করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ এই সময়ে রামশাস্ত্রী ন্যায়াধীশ পেণকর ব্রাহ্মণদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং মুম্বই, মহিম্ প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণদিগের প্রতি প্রভুগৃহে উপস্থিত হইবার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন।[৬] রামশাস্ত্রীর পত্র পাইয়া সমস্ত কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ প্রভুগণের ঘোর বিদ্বেষী হইয়া পড়িলেন। এমন কি ব্রাহ্মণ ও প্রভুকায়স্থে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিতে লাগিল। অনেক স্থানে রাজকীয় সৈন্য পাঠাইয়া গোলযোগ থামাইতে হয়।[৭] এ সময়ে সুবেদারেরা ব্রাহ্মণের পক্ষ অবলম্বন করায় প্রভুগণ যথেষ্ট কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। এমন কি অনেকে ধর্ম্ম ও সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে শৃঙ্গেরি-বিরূপাক্ষের শঙ্করাচার্য্যস্বামী মুম্বইএ আগমন করেন। প্রভুগণ তাঁহাকে স্ব স্ব দুরবস্থা ও নিগ্রহের কথা জানাইলেন। তিনি প্রাচীন শাস্ত্রাদি ও প্রভুসমাজের পূর্ব্বাপর ইতিহাস আলোচনা করিয়া পুণাস্থ পেশবা ও অপরাপর স্থানের ব্রাহ্মণসমাজের প্রতি এক পত্র লিখিয়াছিলেন, এই পত্র হইতে সে সময়ে প্রভুসমাজের উপর মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণেরা কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেই পত্রখানির তাৎপর্য্য এইরূপ*—

---

(৫) কায়স্থ-প্রভূংচী ইতিহাসাচী সাধনেং—প্রামণ্য ৭ পৃষ্ঠা।

(৬) History of the Pattan Prabhus, p. 91.

(৭) কায়স্থ-প্রভূংচ্যা ইতিহাসাচী সাধনেং—প্রামণ্য ৭-৮ পৃষ্ঠায় উক্ত দাঙ্গাহাঙ্গামার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

* মূল পত্রখানি কর্ণাটক অক্ষরে লিখিত, তাহার প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইল :—

"শ্রীবিদ্যাশংকরঃ

• ॥ শ্রী ॥ •
শৃংগেরী শ্রীবিরূ
পাক্ষ বিদ্যাশংক
র ভারতি.

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যপদবাক্যপ্রমাণ-পারাবার-পারিণ-যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহারধ্যানধারণাসমাধ্যষ্টাঙ্গযোগানুষ্ঠাননিষ্ঠাগরিষ্ঠ-[illegible]সিংহা-সনাধীশ্বরসকলবেদার্থপ্রকাশকসাংখ্যত্রয়ীপ্রতিপালক সকল-আগম-নিগমাগম-সারহৃদয়বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রাদি রাজধানী শ্রীবিদ্যানগর-মহারাজ-ধানীকর্ণাটকসিংহাসনপ্রতিষ্ঠাপনাচার্য শ্রীমদ্রাজাধিরাজগুরুভূমণ্ডলাচার্য্য-তুঙ্গভদ্রাতীরনিবাসকনকশৃঙ্গপুরবরধীশ্বরশৃঙ্গেরিবিরূপাক্ষশ্রীবিদ্যাশঙ্কর দেবদিব্যশ্রীপাদপদ্মারাধকশৃঙ্গেরীবিরূপাক্ষ-শ্রীপদভিনবো দণ্ডনৃসিংহভারতীস্বামীনাং করকমলসংজাতশ্রীমদভিনবধিদ্যারণ্যভারতীস্বামিভিঃ—

শ্রীবেদশাস্ত্রসম্পন্নপারাবারাভিজ্ঞেষু, পুণ্যানগরপ্রভৃতিতদ্দেশনিবাসিষু, তথা মুম্বাপুর-বসই প্রান্তরাগর রাজা-পুর-কুডালপ্রান্ত প্রভৃতিকোকণবাসেষু, নিখিলবিদ্বদ্বৃন্দাদি রাংসি আজ্ঞা কেলী এশীর্বাদ, হে পত্তনপ্রভু বহুত বর্ষেয়া প্রান্তাংত রাহতাত, যাচে যেথে পূর্ব্বাপর স্বরক্তিলকার্য্যপ্রয়োজনেং চালত অসতাং, যাংচে শত্রুবর্গাহী-

"পুণা ও তাহার চতুঃপার্শ্বনিবাসী, মুম্বই (বোম্বাই), বসই, আষ্টাগর, রাজপুরপ্রান্ত, কুডালপ্রান্ত ও কোঙ্কণবাসী সাধারণ বেদবিদ্ বিদ্বজ্জনের প্রতি আজ্ঞা করা যাইতেছে—যে পত্তনপ্রভুগণ এই সকল প্রান্তে স্মরণাতীত কাল হইতে বহু বর্ষ বাস করিতেছে। পূর্বাপর তাহারা অব্যাহতরূপে ধর্মকর্ম্মে বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি তাহাদের শত্রুবর্গ চেষ্টা করিয়া মিথ্যা অভিযোগ দ্বারা পুণা হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে আদেশ আনিয়াছে। কিন্তু কেহই প্রভুদিগের হইয়া বিচার করিয়া দেখেন নাই। পরে কএকজন ব্রাহ্মণ বিশেষ অনুসন্ধানে অবগত হইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, প্রভুগণের শত্রুগণ মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে, তাহারা যেন পূর্ব্ববৎ কার্য্য চালাইতে পারে। তদনুসারে পেশবার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববৎ প্রভু-

---

যজুকর্ম্ম, গৌরবাকা সমজাউন, যাংচে বিরুদ্ধ পুণাহুন, পত্রআণিলেং, পরন্তু যাংচা ন্যায়বশোধকো নীচ মনাস আণিলা নাহীং উপরান্তকিত্যেক ব্রাহ্মণাপাহীং, আপলেটিকাণীং শোধকরিতাং ত্যাংচী নিশাঝালীং যেয়হী পত্তনপ্রভুপরে, "যাংজবড়ে সবটকা আরোপ ঠেবিতাত," যাবরুন পুনঃ পূর্ব্বপৎ কার্য্যপ্রয়োজনে মুম্বইংত, শ্রীমন্ত পেশবে যাচে রাজ্যান্ত চালু লাগলীং, যা নন্তর পুনঃ শত্রুনীং উত্তারণী কেলী, ত্যাবরুণ রাজশ্রী শঙ্করাজী কেশব সুভেদার প্রান্ত বসঈয়াহী কিতী এক ব্রাহ্মণ সমঈস মেলবিলে, পরন্তু পত্তনপ্রভুয়াসীং বোলাবিলে নাহীং, যয়াং চক্রনহি শোধিলেং নাহীং, উগেংচ শত্রুবর্গাচেং সাংগিতল্যা বরুণ, মুম্বই ব মাহিমকর ব্রাহ্মণাসি পত্রলিহিলে কীং, "যাচে ঘরীং কার্য্যপ্রয়োজনেং চালবাবয়াসীন জাবেং," নন্তর রাজে শ্রীরাঘাজী মহাদেব সুভেদার প্রান্ত সাষ্টী, যাহী উরণ চেমুকামীং, তপাসি তাং, ত্যাচী নিশাঝালী কীং, আয়াগৈরঝাকা আহে, ত্যাবরুন ব্রাহ্মণাসি আজ্ঞা কেলী কীং, সুখরূপ পত্তনপ্রভুচে ঘরীং জাবেং, ব পূর্ব্ববৎ কার্য্যপ্রয়োজনে সম্পাদীত জাবীং, ত্যা প্রমাণে ব্রাহ্মণ বসঈ প্রান্তাত, ব সাষ্টী প্রান্তাত, তথা মুম্বইস্ত বর্তণুক করীত গেলে, যাসী কিতী একবর্ষে জাহালীং যাবর পুনঃ শত্রুসহর পুণ্যাস জাউন, গৈরঝাকা সমজাউন শ্রীবেদমূর্তীং, সকলশাস্ত্রসম্পন্ন রাজমান্যরাজশ্রীরামশাস্ত্রী যাংচে যোটে, পত্র সমস্ত মহারাষ্ট্রব্রাহ্মণ মুম্বই ব মাহিমকর যাংসি আণিলেং কীং, "পত্তনপ্রভুয়াংচে ঘরীং ব্রাহ্মণ জাতাতে জাতীবিরহিত," এণে করূণ পত্তনপ্রভু বহুত শ্রমী ঝালে, লিহিত্য কীং নিরর্থক শত্রুবর্গাচেং সাংগিতল্যাবরুন, ব শাস্ত্রসংমৎ ন পাহাতাং, অনবেংচ লিহিতাত, কাংকর হে দুর্ব্বল লোক, ব নিত্যসেবক, কিতীবাদ সাংগতীল, অসেতে শ্রমীহোউন, যজুকড়ে সবিণংতী কেলী কীং, আমচা পূর্ব্বা "শোধকরূন, জো নির্ণয় ঠিরাস যেঈলতী আজ্ঞা করাবী," ত্যাবরুন পত্তনপ্রভুয়াংচী মাধবে শাং:তাং, সহ্যাদ্রিখণ্ডীয়াংচী উৎপত্তী সবিস্তারে আহে, তী অবলোকন কেলী, তথা বংশাবল্যা, পুরাতন আহেত, ত্যাহী মনাস আণিল্যা, যাংচী চাল, মনাং ব পুরাতন সর্ব্বপ্রান্তাত প্রসিদ্ধ অসেং আহে কীং, পত্তনপ্রভু হুহুসরে কোণীএকে জাতি নহেং নাব, আইকণ্যান আলে নাহীং, ব যাংচে গুরু স রাবতরপুরিত মূর্ণতাত, ব যজুকড় জাতিচে গুরু আহেত, ত্যাং সত্তর গুরু কথ বা গুরু গোসাবীং অণতাত যাবং আর শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বামী কোল্‌হাপুরনিবাসি যাচা নির্ণয় অবলোকন কেলা, তথা থোর থোর পণ্ডিতাচে নির্ণয়সিকাকসীং অবলোকন কেলে, তথা রাজা বিস্বাচে যেজেচিং কুনীং তাম্রপত্রেং আহেত, তিন্ন অবলোকন কেলীহে সর্ব্বমান আমিতাং আজ্ঞা কেলী ঐসীকীং, "হে পত্তনপ্রভু সূর্য্য ব সোমবংশী ক্ষত্রিয় থরে, যজুকড় রামজন শত্রুচে ব হিত্যমতে, লটকাচ আরোপঠে বিতাংত, জোঘরা লটকা আহে, যাংচে ঘরীং সর্ব্ব ব্রাহ্মণাকী জাতীব কার্য্য প্রয়োজনেং, সম্পাদিত জাবীং" সংবত ১৮৩০ শকে ১৭০১ হব বায় সংবৎসরে, মাহে আশ্বিন শুদ্ধ ১০ বধী ইতি নারায়ণস্মৃতি।"

দিগের গৃহে কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। অল্পদিন পরেই প্রভুদিগের শত্রুতা করিয়া বসইর সুবেদার শঙ্করজী কেশব প্রভুদিগকে না জানাইয়া ও তাহাদের মূল না জানিয়া কতকগুলি বিপক্ষ ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া এক সভা করিলেন। শত্রুদিগের অনুরোধে সুবেদার মুম্বই ও মহিমের ব্রাহ্মণদিগকে আদেশ পাঠাইলেন, "তাহারা প্রভুদিগের গৃহে গিয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না।" ইহার পর প্রান্ত সাষ্টির (Salsette) সুবেদার রামজী মহাদেব উরণগ্রামে স্বাধীনভাবে প্রভুদিগের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে বিদ্বেষবুদ্ধিতে ব্রাহ্মণেরা প্রভুদিগের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণদিগকে আদেশ করিলেন, "সুখস্বচ্ছন্দে প্রভুগণের গৃহে যাও ও কার্য্য সম্পন্ন কর।" তাঁহার আজ্ঞায় মুম্বই, সাষ্টি, বসই ও অপরাপর স্থানের ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহার কএক বর্ষ পরে প্রভুদিগের শত্রুগণ পুণা নগরে গিয়াছিলেন ও পেশবার নিকট প্রভুদিগকে দোষী করিয়াছিলেন। সেই মিথ্যা অভিযোগে ভুলিয়া রামশাস্ত্রী (ন্যায়াধীশ) মুম্বই, মহিম্ ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া আদেশ করিলেন, 'পত্তনপ্রভুদিগের ঘরে যে ব্রাহ্মণ যাইবে, তাহাকে আর সমাজে লওয়া হইবে না।' ইহাতে প্রভুদিগকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইল। পুণার সরকার হইতে কেবল শত্রুপক্ষের অভিযোগ শুনিয়া এই অন্যায় আদেশ হইয়াছিল। এইরূপে নিগৃহীত হইয়া প্রভুগণ আমাকে অনুরোধ করিল,—'প্রকৃত জাতিনির্ণয় করিয়া যথা আদেশ করুন।' আমি তদনুসারে সহ্যাদ্রিখণ্ড হইতে তাহাদের উৎপত্তি ও প্রাচীনবংশাবলী দেখিলাম। বিশেষতঃ তাহাদের আচার ব্যবহার ও সকল স্থানে তাহাদের জাতিগণের পরিচয় লইয়াছি। তাহাদের গুরু (আজও) 'রাজগুরু' নামেই পরিচিত। এ উপাধি অপর কোন জাতির ব্রাহ্মণের নাই। আমি করবীরক্ষেত্রের শঙ্করাচার্য্যের সম্মতিপত্র, অপরাপর ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অভিমত এবং রাজা বিম্বদেবের তাম্রশাসন দেখিয়াছি। ঐ সকল অবলোকন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে আমার মনে হইয়াছে ও তজ্জন্য আজ্ঞা করিতেছি—'এই প্রভুগণ প্রকৃত সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের রাজ্যমদে ও শত্রুতাবশে মিথ্যা অভিযোগে এইরূপ অন্যায় হইয়াছে। এখন হইতে সকল ব্রাহ্মণ ভবিষ্যতে নির্ভয়ে প্রভুগৃহে গিয়া কার্য্য সমাধা করিবে। সংবৎ ১৮৪৩, শক ১৭০৯, আশ্বিন শুক্ল ১০ই রবিবার।'

শঙ্করাচার্য্যের আদেশপত্র পাইয়া মহারাষ্ট্রব্রাহ্মণগণ অনেকটা শান্ত হইলেন। তবে অনেকের হৃদয় হইতে প্রধূমিত বহ্নি সহজে নিবিল না। তখন প্রভুসমাজ পণ্ডিতপ্রবর ঘনশ্যাম শাস্ত্রীকে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য পুণায় পাঠাইয়া দিলেন। তিনি শঙ্করাচার্য্যস্বামিগণের সম্মতিপত্র ও প্রভুগণের উৎপত্তিজ্ঞাপক শাস্ত্রাদি যত্নে লইয়া গেলেন।

পেশবা ২য় মাধবরাও ঘনশ্যাম শাস্ত্রীকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। শাস্ত্রী পেশবার হস্তে শঙ্করাচার্য্যের পত্র অর্পণ করেন। পেশবা নিজে সেই পত্র পাঠ করিলেন ও অবিলম্বে সভা হইতে বসইর ব্রাহ্মণদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি শাস্ত্রীকে বলিলেন যে 'আপনি প্রভুদিগের নিকট নির্ভয়ে গমন করুন ও পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মকার্য্য পালন করুন।'

পেশবার প্রধান অমাত্য নানা ফড়নবীস্ (বালাজীজনার্দ্দন ভাউ) পেশবা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের অপমানে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি পেশবার কথায় নির্ভর করিলেন না, ঘনশ্যাম শাস্ত্রী ও রামশাস্ত্রীকে নিজ আবাসে আহ্বান করিলেন। পূর্ব্বে রামশাস্ত্রী পত্তনপ্রভুগণের বিরুদ্ধে আদেশ দিলেও এখন ঘনশ্যামশাস্ত্রীর সকল আবেদন ও যুক্তি শুনিলেন। উভয়ের বিচারেই স্থির হইল যে, বসইর ব্রাহ্মণেরা পত্তনপ্রভুদিগের সহিত অতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। তখন রামশাস্ত্রী নানা ফড়নবীসকে বুঝাইলেন, বসই ব্রাহ্মণদিগের ঘৃণিত ব্যবহারের কথা সরসুবেদার রামাজী মহাদেব ইহার বহু পূর্ব্বেই আমাদিগকে জানাইয়াছেন। আর ধর্ম্মসংক্রান্ত বিচার সামান্য রাজা বা অনিত্য রাজশক্তি হইতে হওয়া উচিত নহে। এরূপ স্থলে শঙ্করাচার্য্যস্বামীর বিচারই ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ উপযুক্ত হইয়াছে। এখন উভয় শাস্ত্রীর নিকট আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়া নানা ফড়নবীস শান্ত হইলেন।[১] এইরূপে ঘনশ্যামশাস্ত্রীর চেষ্টায় পত্তনপ্রভু পূর্ব্ব অধিকার লাভ করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও আর তাঁহাদের সহিত দলাদলী করিতে সমর্থ হইলেন না।[২]

পত্তনপ্রভুগণ অনেক কষ্টে গোল মিটাইলেন কিন্তু চান্দ্রসেনীয় কায়স্থপ্রভুগণের সহিত তখনও দলাদলি মিটিল না। তখনও পুণায় চান্দ্রসেনীয় কায়স্থগণের সংখ্যা ও প্রভুত্ব যথেষ্ট। মহারাষ্ট্ররাজসরকারে তাঁহাদের ক্ষমতা দেখিয়া অপর ব্রাহ্মণরাজপুরুষগণ কেহ প্রকাশ্যে কেহ বা গোপনে তাঁহাদের বিপক্ষতা করিতেছিলেন। ২য় মাধবরাওর সভায় পত্তনপ্রভুগণ ক্ষাত্রধর্ম্মা বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও চান্দ্রসেনীয় প্রভু সম্বন্ধে তখন কোন কথা হয় নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা এখন পত্তনপ্রভুদিগকে ছাড়িয়া চান্দ্রসেনীয় প্রভুদিগের সহিত পূর্ব্ববৎ দলাদলী চালাইতে লাগিলেন। এই সময় কায়স্থশত্রু আপা বলবন্ত আবার সর্ব্বাধ্যক্ষ হইলেন। তিনি কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণদিগকে বিধিমতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পেশবা মাধবরাও চিট্‌নীস-পরিবারের অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞাতিগণ সমাজে নিন্দিত ও নিগৃহীত হইতেছে দেখিয়া বরং তিনি খুসী হইয়াছিলেন। নানা স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতে লাগিল।[৩]

এ সময়ে শিবাজীর বংশধর নামেমাত্র সিংহাসনে বসিতেছেন। রাজকীয় সকল ক্ষমতা কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণেরাই অধিকার করিয়াছেন। কায়স্থপ্রভুগণ শিবাজী ও তাঁহার বংশধরগণের অধীনে কার্য্য করিয়া বহু জায়গীর, বহু বিত্ত ও যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এখন পূর্ণ ব্রাহ্মণাধিকারকালে তাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

---

(১) History of the Pattana Prabhus, by Shamrao Maroji, p. 95-97.

(২) Bombay Courier, 22nd August, 1795.

(৩) পত্তনপ্রভুগণ পূর্ব্বে চান্দ্রসেনীয় প্রভুদিগের সহিত নানাপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। দলাদলীর সূত্রপাত হইতেই তাঁহারা পৃথক্ হইতেছিলেন। যখন ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার বাড়িয়া উঠিল, তখন তাঁহারাও আপনাদিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণী ও চান্দ্রসেনীয়দিগের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এইরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন হইতে অল্পসংখ্যক পত্তনপ্রভুগণ পৃথক্ সমাজভুক্ত হইলেন।

তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের শ্লেষ, বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং এ অবস্থায় তাঁহারা যে এরূপ ব্রাহ্মণপ্রভাব হ্রাস করিবার ইচ্ছা করিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। এ সময়ে গায়কবাড়, হোলকর প্রভৃতি সরকারেও কায়স্থপ্রভুগণ উচ্চপদ ভোগ করিতেছিলেন। সাতারা ও পুণার কায়স্থ প্রভুগণ তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং পেশবাদিগের অধিকার বিলুপ্ত করিবার জন্য বৃটীশ গবর্মেন্টের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে বাধ্য হইলেন।

১৭১৭ শকে (১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে) ২য় মাধবরাও ভগ্নহৃদয়ে ও চারিদিকে শত্রু বেষ্টিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার বিধবাপত্নী রঘুনাথরাওর কনিষ্ঠ পুত্র চিমনাজী আপাকে দত্তক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পেশবাপদে বরণ করেন। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই বালাজী রঘুনাথ পেশবাপদ লাভ করিলেন (১৭৯৬ খৃঃ ৬ ডিসেম্বর)। ইতিপূর্ব্বে ২য় মাধবরাওর মৃত্যুতে কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণেরা দলাদলী ছাড়িয়া দয়াছিলেন। তখন পেশবার পক্ষ হইতে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কোন আদেশপত্র যায় নাই। এখন মহারাষ্ট্র ও কোঙ্কণের কায়স্থগণ সকলে মিলিত হইয়া নীলকণ্ঠরাও রামচন্দ্র দ্বারা বাজীরাও রঘুনাথের নিকট এক বিনয়পত্রিকা পাঠাইলেন। বাজীরাও রঘুনাথ উভয় পক্ষের অভিযোগ শুনিবার জন্য বালশাস্ত্রীকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি বিচার করিয়া মুখ্যপ্রধান বাজীরাও রঘুনাথকে জানাইলেন যে, চান্দ্রসেনীর কায়স্থগণ পূর্ব্বে যেরূপ কার্য্য করিতেন, এখনও তাহাই করিবেন ও পেণকর ব্রাহ্মণেরা আর যেন তাঁহাদের কার্য্য পণ্ড করিবার চেষ্টা না করেন।

বাজীরাও রঘুনাথ এখন নীলকণ্ঠরাও রামচন্দ্রকে উত্তরে জানাইলেন, "আমার জ্ঞাতিবর্গ সাতবর্ষ 'গ্রামণ্য'* করিতেছেন বটে। কিন্তু স্বর্গীয় নানাসাহেব-(বালাজী পন্ত), পিতামহ (বাজীরাও) ও (১ম) মাধবরাওর সময়ে কায়স্থপ্রভুগণ যেরূপ কার্য্য করিতেন, এখন উপনয়নাদি সংস্কার সেইরূপে চালাইবেন।" নানা প্রান্তের সুবেদারেরা এ সংবাদ পাইয়াও নিশ্চেষ্ট রহিলেন। পূর্ব্ববৎ দলাদলী চলিতে লাগিল। তখন বাজীরাও রঘুনাথ মহারাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত সকল প্রান্তের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে জানাইলেন†, 'আট নয় বর্ষ ধরিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থপ্রভুতে বিবাদ চলিতেছে। সরকারের আদেশবলে পেণকর ব্রাহ্মণেরা প্রভুদিগের কর্ম্ম বন্ধ

* মরাঠী ভাষায় 'গ্রামণ্য' শব্দের অর্থ জাতি লইয়া ঘোঁট বা দলাদলী।

† মূল পত্রখানি এইরূপ :—

"বেদমূর্ত্তি রাজশ্রী সমস্ত ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মাধিকারী, উপাধ্যে ব জ্যোতিষী, ক্ষেত্রপ্রয়াগ গোংসাবী যাংসীং— সেবক বালাজীরাও রঘুনাথ প্রধান সুরুসন সমান তৈন মরা ব অন্নক সমস্ত কায়স্থপ্রভু যাংচা ব পেণকর ব্রাহ্মণ য়াংচা প্রভুংচেআচরণাবিষয়ীং কন্‌য্যা পড়োন আঠ নউ বর্ষে গ্রামণ্য বাঢ়লেং। পেণকর ব্রাহ্মণ য়াংণীং সরকারচীং পত্রেং যেউন প্রভুংকড়ীল কর্ম্মেং বন্দ কেলীং সবব প্রভু ব ব্রাহ্মণ সরকারাংত কির্যাদ আলে ত্যাবরূন উভয়তাংচে সরকারাংত লিহুন যেউন শিষ্টসংমত মনাস আণিতাং পূর্ব্বীংপাসূন প্রভুংচে ঘরীং কর্ম্মে চালত আলীং আহেত, ত্যাঅন্বয়েং পুঢ়েংহী চালবাবীংত। দিকত ন করণেং। জাণিজে ছ° ২৯ জিলকাদ বহুত কায় লিহিণেং মৃহণোন লিকা মোর্তব সুজ্ঞাং।"—কায়স্থ-প্রভুংচ্যা ইতিহাসাচীং সাধনেং (গ্রামণ্য ২৮-২৯ পৃঃ)।

করিয়াছে। এখন উভয় পক্ষকে জানাইতেছি, পূর্ব্বে প্রভুর ঘরে যেরূপ কার্য্য চলিত, পুনরায় সেইরূপই চলিবে। আর কেহ যেন গণ্ডগোল না করেন।"

বাজীরাও রঘুনাথের পত্র পাইয়া কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণেরা নিরস্ত হইলেন। এখন তাঁহারা কায়স্থপ্রভুদিগকে ছাড়িয়া তাঁহাদের গুরুকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। অল্পদিন পরেই তাঁহারা মিথ্যা গুজব তুলিলেন, যে প্রভুদের গুরু আবাশাস্ত্রী অপাংক্তেয় হইয়াছে। তাঁহার পৌত্রীর বিবাহ উপলক্ষে কোন ব্রাহ্মণই তাঁহার ঘরে পানভোজন করেন নাই। এখন সাপকে মারিতে শিবের গায়ে ঢিল লাগিল। বাজীরাও রঘুনাথের পণ্ডিতপ্রধান বালশাস্ত্রী কাশীস্থ পণ্ডিতদিগের অভিপ্রায় জানিবার জন্য এক পত্র লিখিলেন ও আবাশাস্ত্রী সম্বন্ধে সকল কথা জানাইলেন। তদুত্তরে কাশীবাসী মহারাষ্ট্র, কোঙ্কণস্থ, করাড় ও কর্ণাটক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ সকলে এক মত হইয়া পুণার ব্রাহ্মণদিগকে এই ভাবে এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন,—

"আবাশাস্ত্রী কখন অপাংক্তেয় হন নাই। ১৭১৯ শকে তাঁহার পুত্র জগন্নাথ উপাধ্যায়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে পুণাবাসী সকল ব্রাহ্মণই তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন ও অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন। বেদবিদ্ বালশাস্ত্রীর পত্রে জানিলাম, যে শ্রীমন্তের আজ্ঞা এই যে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই প্রভুগৃহে উপস্থিত হইবেন এবং যথাপূর্ব্ব অনুষ্ঠান করিবেন। আবাশাস্ত্রী তাহাদের কুলোপাধ্যায়। (এখন তিনি তীর্থ পর্য্যটনে এখানে আসিয়াছেন।) তাঁহাকে প্রভু জাতির উৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, যে গাগাভট্টকৃত কায়স্থপ্রদীপ, গোবিন্দভট্ট কৃত গোবিন্দভট্টী, স্কন্দপুরাণান্তর্গত রেণুকামাহাত্ম্য, কমলাকরভট্টকৃত শূদ্রকমলাকর, জাতিবিবেক ইত্যাদি নিবদ্ধ আছে, তাহাতে পাইবেন। আমরা ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি, ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেন-রাজপুত্র দাল্‌ভ্য ঋষি কর্ত্তৃক পরশুরামের আগ্রহে শস্ত্রধারণরূপ ক্ষাত্রধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে ও কায়স্থধর্ম্ম লেখনবৃত্তি পাইয়াছে। ঋষির যত্নে তাঁহার উপনয়নাদি সংস্কার হইয়াছিল। তদবধি ইহারা দাল্‌ভ্যগোত্র হইয়াছে। আবাশাস্ত্রী ত্রিস্থলী যাত্রা শেষ করিয়া পুণায় উপস্থিত হইলে কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণ মিথ্যা এরূপ গুজব তুলিয়াছে। ইহার কোন ভিত্তি নাই।"‡

উক্ত পত্র পাইয়া ব্রাহ্মণেরা অনেকটা শান্ত হইলেন। বিশেষতঃ এই সময়ে ইংরাজপ্রভাব আরম্ভ, পেশবার সহিত ব্রাহ্মণদিগেরও সে পূর্ব্বপ্রতাপ কমিয়া আসিয়াছে। গৃহে বিপদ, বহির্ব্বিবাদ কাজেই থামিয়া গেল। রামরাওর পুত্র মল্হার রামরাও তখন রাজকার্য্যে সর্ব্বদাই পুণায় থাকিতেন। এ সময়ে পুণার উপর গোয়ালিয়ার, হোলকর ও ইংরাজদিগের লোলুপদৃষ্টি পড়িয়াছে। হোলকর পুণা আক্রমণ করিলেন। পেশবা বাজীরাও পুণা ছাড়িয়া পলাইলেন। হোলকর পুণা লুটিয়া প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির উপর টাকা আদায়ের জন্য পেয়াদা বসিল দিলেন। চিটনীসের নিকট লক্ষ টাকা চাহিয়া বসিলেন। কৌশলক্রমে তিনি বোরগাম্বে পলাইয়া

‡ মূল পত্রে প্রায় ত্রিশজাধিক পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে। (প্রাবখ্যাতী হকীকত ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

আত্মরক্ষা করিলেন। বাজীরাও ইংরাজদিগের সাহায্যে পুণায় আসিলেন। হোলকর পুণা ছাড়িয়া উত্তরমুখে চলিয়া গেলেন। চিটনীসের সহিত বাজীরাওর গৃহবিবাদের সূত্রপাত হইল। পেশবা চিটনীসকে মারিবার হুকুম পাঠাইলেন। ১৭২১ শকে রামরাও চিটনীস কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার সহিত চিটনীস্-ঘরে দুঃসময় আসিল। তৎপুত্র মল্লার রামরাও* জ্ঞাতিবিরোধে বড়ই কষ্টে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বলবন্তরাও পুণায় আসিয়া একবর্ষ অতি গোপনে থাকিলেন ও বাজীরাওর মন যোগাইয়া চলিতে লাগিলেন। বাজীরাও তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার ঝগড়া বাঁধিল। পেশবার অধিকার বিলুপ্ত হইল। এখন ইংরাজ কোম্পানী প্রতাপসিংহকে সাতারার গদীতে বসাইলেন। বলবন্তরাওর সহিত ইংরাজদিগের সদ্ভাব ছিল, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রদিগের প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক গ্রাণ্টডফের সহিত তাঁহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল। এখন তিনি সাতারায় গিয়া প্রতাপসিংহের হইয়া ইংরাজদিগের সহিত রাজনৈতিক কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ১৭৪৫ শকে মল্লাররামরাওর কাল হইল। বলবন্তরাও চিটনীস্‌পদ পাইলেন। এ ছাড়া তিনি আপাসাহেবের দেওয়ান হইয়াছিলেন। বলবন্তরাওর উদ্যমে প্রভুসমাজ আবার মহারাষ্ট্রদেশে উন্নত হইয়া উঠিলেন।

এই সময় আবার দলাদলীর সূত্রপাত হইল। কায়স্থপ্রবর বিঠ্ঠলরাও দেবাজী তখন গায়কবাড়-রাজের দেওয়ান, তাঁহার অতুল সম্পত্তি, বিপুল সহায়। তাঁহাকে সকলে কায়স্থ-কুলদীপক মনে করিতেন। নীলকণ্ঠশাস্ত্রী জানাইলেন, কোন কোন কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণদিগের মনে খট্‌কা জন্মিয়াছে। দেওয়ানজীর নিকট কায়স্থ-সমাজের যে সকল দলিল দস্তাবেজ আছে, তাহা যদি দেখিতে দেন, তাহা হইলে সংশোধন করিয়া দিতে পারি। এমন কি তিনি কাশী পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত, এইরূপ আশ্বাস দিয়া শাস্ত্রীজী কতকগুলি কাগজ হাতাইলেন।

ইহারই অল্পকাল পরে সখারামহরির পুত্র রামরাও বড়োদায় গিয়া বৈবাহিক বিঠ্ঠলরাওর সহিত দেখা করেন ও তাঁহার নিকট শাস্ত্রীজীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া আসেন। শাস্ত্রী প্রথমে প্রভুদিগের অনুকূলেই মত দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, রাঘবাচার্য্যপ্রমুখ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণেরা কায়স্থপ্রভুগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন এবং তিনিও যেরূপ আশা করিয়াছিলেন, তাহা ফলিল না। তখন তিনি কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিলিয়া জুটপাট আরম্ভ করিলেন; তাঁহার বৈবাহিক বালাজীপন্ত নাতু প্রভৃতি অনেকেই এই আন্দোলনে

---

* এই মল্লার রামরাও মরাঠার একখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। এই ইতিহাস সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট ডফ্ লিখিয়াছেন—

"Lives of the Rajas, and History of the Mahratta Empire, from the earliest period to the present time: compiled by Mulhar Ram Rao Chitnees from original memoranda, and original copies of many authentic papers written or transcribed by his ancestors, who were all persons highly destinguished at the courts of Raigurh, Ginjee and Satara. Mulhar Ram Rao's Life of Sivajee is very voluminous."

যোগ দিলেন। এদিকে রাঘবাচার্য্যপ্রমুখ ব্রাহ্মণেরা বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, কায়স্থ-প্রভুগণের বৈদিক কর্ম্মত্রয়ে* অধিকার আছে। শাস্ত্রীর পক্ষ বলিতে লাগিলেন, 'বৈদিক কর্ম্মে তাঁহাদের অধিকার নাই।'

এই সময় যে দুই চারিজন কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ প্রভুগৃহে গিয়া মৌঞ্জী প্রভৃতি বৈদিককর্ম্ম করাইয়াছিলেন; নীলকণ্ঠশাস্ত্রীর জ্বালায় তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৭৪৭ শকে জ্যৈষ্ঠমাসে কোল্হাপুরের শঙ্করাচার্য্য স্বামী মাহুলীগ্রামে আগমন করেন। মহারাজ প্রতাপসিংহ স্বয়ং আসিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিয়াছিলেন। এ সময়ে বলবন্তরাও চিট্‌নীস স্বামীজীর যথেষ্ট পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। স্বামীজী ব্রাহ্মণদিগের নিকটেই কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণদিগের দলাদলীর কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি সাতারায় পদার্পণ করিলে প্রভুগণ নীলকণ্ঠ-শাস্ত্রী প্রভৃতির অন্যায় আচরণের কথা জানাইয়াছিলেন। এবার শঙ্করাচার্য্য সমস্ত মহারাষ্ট্রবাসী ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ একখানি পত্র দিয়াছিলেন, যে 'নূতন কর্ম্ম করিও না, পূর্ব্বাপর আজ পর্য্যন্ত চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ প্রভুগণ যেরূপ জাতিধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছে, এখনও তাহাই চলিবে। ইহার অন্যথা না হয়।'

পরে শঙ্করাচার্য্যস্বামী পুণায় আসিলে উভয়পক্ষীয় ব্রাহ্মণেরা আসিয়া তাঁহার নিকট স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময় কায়স্থজাতীয় ভগবন্তরাও খাসনবীস ও আনন্দ-রাও রাবজী তাসকর আসিয়া স্বামীজীকে জানাইয়াছিলেন যে, আমরা পূর্ব্বাপর তিন বৈদিক কর্ম্ম* করিয়া আসিতেছি। ব্রাহ্মণেরা আপনাপনি কলহ করিয়া আমাদের কর্ম্ম বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। নীলকণ্ঠশাস্ত্রী এতদিন দলপতি হইয়া দলাদলী চালাইতেছিলেন, তাঁহারই স্বহস্তলিখিত বিঠ্‌ঠলরাও দেবাজীর পত্রে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

শঙ্করাচার্য্যস্বামী এবারও পূর্ব্ববৎ আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বিপক্ষ ব্রাহ্মণদিগকে সতর্ক করিয়া গেলেন। সুতরাং প্রভুদিগের বিরুদ্ধে কথা কহিবার আর কেহ রহিলেন না।

১৭৪৯ শকে (১৮২৭ খৃষ্টাব্দে) সাতারাধিপতি মহারাজ প্রতাপসিংহের নিকট হইতে 'পণ্ডিত সুমন্ত' খেতাব পাইয়াছিলেন। ১৭৫৯ শকে (১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে) সাতারাধিপ বৃটীশ গবর্মেণ্টের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া তাঁহার প্রিয়তম চিট্‌নীসসহ বন্দী হইলেন। ইহার দুইবর্ষ পরে শিবাজীর শেষবংশধর প্রতাপ মহারাষ্ট্রভূমি পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইলেন। এই সময় বলবন্তরাও মুক্তিলাভ করেন ও পুণায় থাকিতে আদেশ পাইলেন; কিন্তু তিনি প্রভুকে হারা-ইয়া আর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। ১৭৫৬ শকে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহারাষ্ট্র-রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি কাশীবাসী প্রতাপসিংহের নিকট হইতে খেলাত লইয়া বলবন্তরাওর পুত্র খণ্ডেরাও চিট্‌নীস হইলেন। পরপৃষ্ঠায় চিট্‌নীস্‌বংশলতা উদ্ধৃত হইল;—

* যজন, বেদাধ্যয়ন ও দান এই তিন বৈদিক কর্ম্ম।

- রামাজী শ্রীরঙ্গ ঘোলকর (হাব্সীর দেওয়ান)
  - হরি রামাজী
    - আবজীহরি
      - বালাজী আবজী (শিবাজীর চিট্‌নীস)
        - আবজীবাবা
        - খণ্ডোবল্লাল
          - জীবাজী খণ্ডেরাও
            - রামরাও জীবাজী
              - মহ্লার রামরাও (শিবাজীর বিস্তৃত বখররচয়িতা)
                - পণ্ডিত সুমন্তবলবন্ত রাও (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু)
                  - সুমন্ত খণ্ডেরাও চিট্‌নীস
                    - মহ্লার খণ্ডেরাও চিট্‌নীস B. A., L L. B. (বর্ত্তমান)
          - বাপুজীখণ্ডেরাও
          - গোবিন্দখণ্ডেরাও
      - শ্যামজী আবজী
      - চিমনাজী আবজী
  - শ্রীনিবাস রামাজী

উপরোক্ত সাতারার চিট্‌নীস্‌বংশ ব্যতীত নাগপুরের ভোংস্‌লেসরকারেও কায়স্থগণ পুরুষ-পরম্পরায় চিট্‌নীস্‌পদ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণরাও মাধবপ্রমুখ চিট্‌নীস্‌-বংশ, মহ্লারবাজী, পালকর-দেশমুখবংশসম্ভূত গোপালপ্রভু দেশপাণ্ড্যে, প্রয়াগজী প্রভু,১ আপাজী মুরার দেশপাণ্ড্যে, গায়কবাড়ের দেওয়ান বিঠ্‌ঠলরাও দেবাজী, ধার ও গোয়ালিয়রের দেওয়ান বাপুজী রঘুনাথ দীক্ষিত (দিঘে), গায়কবাড়ের দেওয়ান রাবজী আপাজী ও বাবাজী আপাজী, সখারাম হরিগুপ্তে আম্বেগাবকর,২ বাবুরাব হরিগুপ্তে, নীলকণ্ঠরাও পাগে, ভোংসলে সরকারের দেওয়ান মহিপতরাও দিনকর গুপ্তে নাগপুরকর, নারায়ণকৃষ্ণ চউলকর, কোল্হা-পুরের পারসনবীসগণ, বিশ্বাসরাও নানাজী ও দাদজী রঘুনাথ সকলেই কায়স্থপ্রভুবংশীয় এবং মহারাষ্ট্র-বখরসমূহে প্রসিদ্ধ।*

(১) "Another Prabhu leader who covered himself with glory in these wars was Prayágji, who defended Satara against the besieging army led by Aurangeb himself for months together." Justice Ranade's Maratha Power, p. 184.

(২) ইনি পেশবা রঘুনাথ রাওর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। (Ranade's Maratha Power, p. 139.)

* 'কায়স্থ প্রভূংচ্যা ইতিহাসাচীং সাধনেং' নামক মরাঠী ঐতিহাসিক গ্রন্থে উক্ত কায়স্থপ্রভুগণের বিবরণ সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

বিদেশীয় কায়স্থসমাজ।

বাঙ্গালা ব্যতীত অপর স্থানের কায়স্থদিগকে বিদেশীয় কায়স্থ বলিয়া ধরিলাম। এই কায়স্থের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ হইবে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কায়স্থসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আচার ব্যবহার একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এই আলোচনাতে কায়স্থের বর্ণ ও সামাজিক পদ অনেকটা নির্ণীত হইতে পারিবে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি।

বোম্বাই প্রদেশে চান্দ্রসেনী প্রভু, ধ্রুব প্রভু, দমন প্রভু, ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় এই কয়শ্রেণীর কায়স্থের বাস দেখা যায়।

চান্দ্রসেনী প্রভুগণের বর্ত্তমান অবস্থা।

দাক্ষিণাত্যে বিশহাজারের অধিক চান্দ্রসেনী প্রভুগণের বাস। তন্মধ্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোঙ্কণপ্রান্তেই অধিক। এখানে আবার ঠানা ও কুলাবা জেলাতেই অধিকাংশের বাস। কেবল এই দুই জেলাতেই বার হাজার হইবে। তাহার পর নিজ বোম্বাই, জঞ্জিরা, পুণা, সাতারা ও অন্যান্য স্থানেও বাস আছে।

বোম্বাইপ্রদেশের চান্দ্রসেনী প্রভুগণ ব্রাহ্মণের পরই সামাজিক আসন পাইয়া থাকেন এবং সকলেই আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের মধ্যে ২৫টী গোত্র ও ৪২টী উপাধি আছে। যথা—

গোত্র।	উপাধি।
কাশ্যপ	গরুড়, গুপ্ত*, বধির* (বহির)।
ভৃগু	মজবী (ফোন্সে), মাচবে।
কপিল	কার্ণঠ* (কালে)।
কৃপ	দীক্ষিত (দিখে)।
বৈজ	গড়করী, রাবরা।
দেবল	ক্ষত্রিয়, রাজ* (ক্ষিপ্রে), শঠ*।
অগস্ত্য	জয়কর, শৃঙ্গারপুর* (ভুকারে), কাবজ* (জবলেকর)।
ভার্গব	প্রধান, কর্ণাটক (কর্ণীক)।
সাংখ্যায়ন	রণদীপ (রণদিবে), মূল*, সাতপুত*, পাটণ* (পাটণকর)।
বশিষ্ঠ	তাম্বুল* (তাবে)।
গৌতম	কপল*।
জমদগ্নি	গাণ্ডীব।
মৈত্রায়ণ	বেংগ্রে*।
কৌশিক	বৈদ্য, পন্থুল*, কারড়*।
গন্ধমাদন	লিখিত*।
ব্যাঘ্রাচার্য্য	বিবাদ* (হেলমার্ঠ)।
পুলহ	দবণ*।
সমীর	বাকল (বাবুল*)
শাণ্ডিল্য	চিত্র*।
আত্রেয়	মোহিল*, কণায়*।
মৈত্রব	মূক*।
গর্গ	উলকণ।
ভাণ্ডারী	তিসু*।
ভারদ্বাজ	চৌবল (চৌবলকর)।
পৈজ	ভিবেকর (ভিসেকর), মেটপাল*।

* মরাঠি ভাষায় অকারান্ত সমান্ত উপাধিগুলি একারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা গুপ্তে, বহিরে, কুলে ইত্যাদি।

এই কায়স্থপ্রভুদিগের চালচলন, ভাবগঠন ও পরিচ্ছদাদি ঠিক কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণদিগের মত। দেখিতে সুন্দর, পরিষ্কার, মস্তকে চূড়া ও স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত। ইহারা সকলে যজন, অধ্যয়ন ও দান এই ত্রিবিধ বৈদিক কর্ম্মে অধিকারী।[১] দশমবর্ষের পূর্ব্বে ইহারা পুত্রাদির উপনয়ন দিয়া থাকেন। উপনয়নের সময় যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য পালিত হয়। এতদ্ভিন্ন জাতকর্ম্ম, নামকরণ, কর্ণবেধ, দন্তোদগম, চূড়াকরণ, নিষ্ক্রামণ, সীমন্তোন্নয়ন, বিবাহ, গর্ভাধান ও অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি সকল সংস্কারই যথাবিধি সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিধবা-বিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। বিবাহ ও শ্রাদ্ধোপলক্ষে ইহারা ক্ষমতার অধিক ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহাদের মধ্যে ভাগবত বা বৈষ্ণবেরা মাংসভক্ষ নহেন। শাক্তগণ আপনাদিগকে 'দেবীপুত্র' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং মদ্যমাংসগ্রহণে কুণ্ঠিত নহেন। দেশস্থ ব্রাহ্মণগণই ইহাদের গুরু-পুরোহিত।

ইহাদের জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ ১২ দিন; ত্রয়োদশ দিবসে মৃতোদ্দেশে শ্রাদ্ধ হয়। পেশবা-দিগের প্রাধান্যকালে তাঁহাদের জ্ঞাতিকুটুম্ব কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ-প্রভুগণের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন। এই সময় বৈদিককর্ম্ম-সম্পাদনকালে যথাসময়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিত না পাইয়া কেহ কেহ আপনারাই পৌরোহিত্য, ও হোমাদি বৈদিক কর্ম্ম করিতেন। এখনও কেহ কেহ এ বৃত্তি পরিত্যাগ করেন নাই।[২] এমন কি সেই ব্রাহ্মণপ্রভাবকালে যাঁহারা স্বধর্ম্ম-রক্ষার জন্য গুজরাত, কচ্ছ প্রভৃতি দূরদেশে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং উপযুক্ত পুরোহিত অভাবে অশাস্ত্রীয় যাজনকার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ পুরোহিত, লেখক ও শস্ত্রজীবীর (সিপাহীর) কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।[৩] ব্রাহ্মণপীড়নে ব্যথিত ও হতাশ হইয়া কোন কোন কায়স্থপ্রভু এরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাঁহাদের বংশধরগণ কেহ কেহ ঐ উচ্চ অধিকার পরিত্যাগ করা সুবিধা-জনক মনে করেন নাই।

দাক্ষিণাত্যের প্রভুদিগের অবস্থা কাহারও মন্দ নহে। দাক্ষিণাত্যের বহু স্থানে ইহারা এখনও দেশপাণ্ড্যে ও কুলকরণী রহিয়াছেন। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে মহারাষ্ট্রনৃপগণ-প্রদত্ত জায়গীর এখনও ভোগ করিতেছেন।

হাবসী, পাঠান ও মহারাষ্ট্র-অধিপতিগণের সময় ইঁহারা যেরূপ উচ্চ রাজকীয়পদ ভোগ করিতেন, এখনও সেইরূপ দেখা যায়। কি বৃটিশগবর্ণমেণ্ট কি দেশীয় রাজগণের অধীনে সর্ব্বত্রই এই প্রভুগণের

---

(১) Sherring's Tribes and Castes, Vol. II, p. 162 and Arthur Steel's Law and Custom of Hindu Castes, p. 94.

(২) "It is certain that some have aspired to the priesthood, an office everywhere carefully retained by the Brahmans, and so to whisper the sacred formula, perform sacrificial rites, and to officiate at the *Hom*, or burnt-offering."

Sherring's Tribes & Castes, Vol. II.

(৩) Indian Antiquary, Vol. V. p. 171.

প্রতিপত্তি দেখা যায়। এখনকারকালেও বড়োদায় ভাস্কর বিঠ্‌ঠল ও লক্ষ্মণ জগন্নাথ, জামনগরে নারায়ণ বাসুদেব (বালাসাহেব খারকর) ও গোয়ালিয়ারে ভগবন্তরাও কাশী দেওয়ান (Minister)-পদ ভোগ করিতেছেন। সামন্তবাড়ীতে দাদোবা দেবাজী, সাঙ্গলীরাজ্যে রামচন্দ্র সখারাম গুপ্তে, জঞ্জিরা-রাজ্যে বালাসাহেব দোন্দে, জওহাররাজ্যে শিবরাম নীলকণ্ঠ মুল্‌হেরকর, কোল্‌হাপুর ও ইস্লীরাজ্যে রঘুনাথ ব্যঙ্কাজী সবনীস, সাঙ্গলীরাজ্যে বালকৃষ্ণনারায়ণ বৈদ্য, মিরজে কল্যাণ সীতারাম চিত্রে ও টোঙ্করাজ্যে রায়বাহাদুর সমর্থ সর্ব্বাধ্যক্ষ (কারভারী) রহিয়াছেন। এখনও হোলকর (ইন্দোর) রাজ্যে রাও সাহেব বালকৃষ্ণ আত্মারাম গুপ্তে মন্ত্রী (Deputy-minister) ও কেশবরাও খোণ্ডদেব কোতবাল (Judge and magistrate) আছেন। বৃটীশগবর্মেণ্টের অধীনে চান্দ্রসেনীয় প্রভুদিগের মধ্যে যাঁহারা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বড়লাটের প্রধান ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য গঙ্গাধররাও মাধব চিটনীস্ ও মধ্যপ্রদেশের ডেপুটী কমিসনর রা, রা বাবাসাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য।*

দমন-প্রভু

কোঙ্কণের অন্তর্গত দমন নামক স্থানে যে সকল চান্দ্রসেনীয় প্রভু বাস করিতেন এবং পত্তন-প্রভুদিগের চন্দ্রবংশীয় কামপতির দমন-নামক সন্তানের ধারা পূর্ব্বপুরুষের নামানুসারে 'দমনপ্রভু' নামে খ্যাত হন। এই দমন-প্রভুদিগের আচার ব্যবহার ও সংস্কারাদি সমস্তই চান্দ্রসেনীয় প্রভুদিগের মত। দমনশ্রেণীতে চান্দ্রসেনীয় ও পাঠারীয় উভয়শ্রেণীর মিলন দেখা যায়।

পত্তন-প্রভু।

চেউল, বসই, কুলাবা, মুম্বই, ঠানা, পুণা প্রভৃতি জেলায় পত্তন-প্রভুদিগের বাস। ইহারা সংখ্যায় অতি অল্প। এই অল্পসংখ্যার কারণ কি? কেহ কেহ মনে করেন যে মুসলমান আধিপত্যকালে ইহাদের মধ্যে অনেকে চান্দ্র-সেনীয় প্রভুদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন এই পত্তনপ্রভুগণ চান্দ্রসেনীয় প্রভুদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। ইহারা আপনাদিগকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ও চান্দ্রসেনীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পেশবা অথবা কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণবংশীয় প্রতি-নিধিগণের সহিত সাতারায় চিট্‌নীসদিগের দারুণ বিবাদ চলিতেছিল, সেই সময়েই অধি-কাংশ পত্তনপ্রভু ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার এড়াইবার জন্য স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন। তবে যাঁহারা চান্দ্রসেনীয় সহিত বেশী আত্মীয়তা অথবা কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের বংশধরগণ চান্দ্রসেনীদিগের মধ্যে আজও 'পাটনে' উপাধি ভোগ করিতেছেন। এমন কি ইহারাও এখন পত্তনশ্রেণী হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন।

কর্ণাটক ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, 'এই পত্তনী প্রভুদিগের প্রকৃত আখ্যা 'পাটারে' অর্থাৎ পতিত। ইহারা অসিজীবী ক্ষত্রিয় হইতে মসিজীবীতে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া ইহাদের ঐ নাম হইয়াছে।'

পত্তনপ্রভুদিগের মাতৃভাষা অন্‌হলবাড়াপত্তনের (পাটনের) রাজপুতদিগের ন্যায়। এ কারণ

---

* চান্দ্রসেনীয় কায়স্থদিগের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির বিস্তৃত বিবরণ Bombay Gazatteer, Vol. XII (Thana অংশ) দ্রষ্টব্য।

অনেকেরই বিশ্বাস যে উক্ত রাজপুত হইতেই এই পত্তনপ্রভুগণের উদ্ভব ও ঐ পাটন সহর হইতেই এই শ্রেণীর নামকরণ হইয়া থাকিবে[১]।

কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার না করিলেও এখনও তাঁহারা যজন, অধ্যয়ন ও দান দ্বিজোচিত এই ত্রিবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং চান্দ্রসেনীয় কায়স্থদিগের মত সকল সংস্কারই পালন করেন। তাঁহারও দশমবর্ষে পুত্রের উপনয়ন দেন ও ১২ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করেন। কোঙ্কণের নানা স্থানে এখনও এই প্রভুগণ বহু জায়গীর ও রাজকীয় বড় বড় পদ ভোগ করিতেছেন।[২]

ধ্রুব প্রভু।

মহারাষ্ট্রদেশে ধ্রুবপ্রভু নামক একশ্রেণীর কায়স্থ দেখা যায়। ইহারা আপনাদিগকে পুরাণবর্ণিত উত্তানপাদ-রাজপুত্র ধ্রুবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং আপনাদিগকে পত্তনপ্রভুদিগের একশ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে করেন। ইহাদের প্রধান ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে ইহাদের সহিত পত্তনী প্রভুদিগের বিবাহ সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল, মধ্যে ইহারা পত্তনীপ্রভুদিগের সহিত মিশিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পত্তনপ্রভুগণ ইহাদিগকে স্বজাতীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও সমাজে গ্রহণ করেন নাই। ইহাদের আচার ব্যবহার, চালচলন ও গঠনাদি পত্তনপ্রভুদিগের মত। অবস্থাও মন্দ নহে। ইহারা ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারাদি সম্পন্ন করেন এবং ব্রাহ্মণব্যতীত অপর সকল জাতি অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতির হাতে ইহারা আহার করেন না। অষ্টম হইতে দশম বর্ষের মধ্যে ইহারা পুত্রের উপনয়ন দেন। দ্বাদশ দিন মৃতাশৌচ গ্রহণ করেন ও ত্রয়োদশ দিবসে মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ এই তিনটী সংস্কারই মহা সমারোহে ও বহু ব্যয়ে সমাধা হয়। বিধবা-বিবাহ বা বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই।[৩]

ব্রহ্মক্ষত্রিয়।

সিন্ধু, গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে একশ্রেণী দেখা যায়। সহ্যাদ্রিখণ্ডে সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় প্রভুগণই ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে বর্ণিত হইয়াছেন।[৪] অধিক সম্ভব, অশ্বপতি ও কামপতির সন্তানেরা যাঁহারা পৈঠনপত্তন অথবা অনহলবাড়পাটনে বাস করেন, তাঁহারা "পত্তনপ্রভু" এবং গুজরাত, সিন্ধু ও কর্ণাট প্রভৃতি স্থানে গিয়া যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কর্ণাট ও সিন্ধুপ্রদেশে এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ এক সময় অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সিন্ধু ও

---

(১) Bombay Gazetteer, Vol. XVIII. Pt I p, 185.

(২) পত্তনপ্রভুগণের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ Bombay Gazetteer, Vol. XVIII, pt I (Poona), p. 193-255 ও বিশ্বকোষ দশম ভাগ 'পত্তনপ্রভু' শব্দে দ্রষ্টব্য।

(৩) ধ্রুবপ্রভুদিগের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আচার ব্যবহারাদির বিবরণ Bombay Gazetteer, Vol. XVIII, pt I. p. 185-192 দ্রষ্টব্য।

(৪) ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কচ্ছপ্রদেশে ইহারা বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কচ্ছে বহুসংখ্যক ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের বাস। এখানকার ব্রহ্মক্ষত্রিয়েরা বলেন, "পরশুরামের পরশুধার হইতে যে সকল ক্ষত্রিয় আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহারা তাঁহাদেরই বংশধর। সিন্ধুপ্রদেশে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল রাজত্ব করেন। বিদেশী বর্ব্বরজাতির হাতে তাঁহারা রাজ্যচ্যুত ও বিতাড়িত হইয়া হিঙ্গলাজ দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনিই দয়া করিয়া তাঁহাদিগকে কতকগুলি অধিকার প্রদান করেন।"* কাঠিয়াবাড় ও কচ্ছপ্রদেশে শান্তিস্থাপন ও বৃটীশশাসন-প্রচারকালে এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশীয় সুন্দরজী শিবাজী কর্ণেল ওয়াকার প্রভৃতিকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, গবর্মেণ্ট তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পেশবাদিগের সময়ে কোন কোন প্রভু আসিয়া ব্রহ্মক্ষত্রিয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। যেখানে প্রভুকায়স্থের বাস অধিক ও ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের সংখ্যা অল্প, তথায় উভয় শ্রেণী মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়।

ষষ্ঠ হইতে দশম বর্ষের মধ্যে ইহারা পুত্রের উপনয়ন দেন। ইহাদের বিবাহের আচারাদি দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদিগের মত। আত্মীয় ও সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে দশদিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করেন ও তৎপরে শ্রাদ্ধভোজাদি হয়। অধিকাংশ স্থলেই ইহারা মসিজীবী ও বণিকের কর্ম্ম করেন। কোথাও কোথাও পৌরোহিত্য করিতে দেখা যায়।

ব্রহ্মক্ষত্রিয়দিগের দেখিতে অনেকটা গুজরাতী ব্রাহ্মণদিগের মত। সকলে সুশ্রী, পরিষ্কার ও শিক্ষিত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অনেক কায়স্থ যেমন 'লালা ঠাকুর' নামে গণ্য, ব্রহ্মক্ষত্রিয়েরাও সেইরূপ "ঠাকুর" নামে অভিহিত।

মধ্যভারত।

এখানকার পূর্ব্বতন অধিবাসী কায়স্থগণ আপনাদিগকে 'মালব-কায়স্থ' ও চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মুসলমান রাজাদিগের আগমনকালে এখানকার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ দেশ ছাড়িয়া যান। এই সময় মুসলমানেরা কায়স্থদিগকে পারস্যভাষায় পারদর্শী, কার্য্যকুশল ও চতুর বুঝিয়া নানাস্থানের কানুনগোই-পদ প্রদান করেন। ইহাদের মধ্যে জাত্যভিমান বা কুসংস্কার নাই, সকলেই প্রায় লেখাপড়া জানেন। ইহারা বলিয়া থাকেন, 'অক্ষরের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থের সৃষ্টি, বিধাতা লেখাপড়ার জন্যই কায়স্থকে পাঠাইয়াছেন।" এইজন্য এখানকার অতি সামান্য কায়স্থও কাহারও পরিচারক কর্ম্মে নিযুক্ত হন নাই। দাসত্ব ইহাদের মধ্যে অতি হেয় কার্য্য।† ইহারা আপনাদিগকে মসিজীবী ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয়

---

* Indian Antiquary, Vol. V. p. 171.

† মালব-কায়স্থ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মালকোম্ লিখিয়া গিয়াছেন, "This useful and intelligent tribe.........are never to be seen in a state of mendicity or even menial employ; they describe their feeling on this point it would be a sin to use in mean offices hands which God has expressly made for the noble purpose of writing."

Malcom's Central India, Vol. II. p. 168.

দিয়া থাকেন। ১০ম বা ১১শ বর্ষ মধ্যেই পুত্রের মৌঞ্জী সম্পন্ন হইয়া থাকে। মৃতের উদ্দেশে ইহারা দ্বাদশ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করেন। ইহাদের এক শাখা নিজামরাজ্যে গিয়া বাস করিতেছেন। তথায় তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমানরাজগণের আমলে কার্য্যদক্ষতাগুণে অনেক জায়গীর, ইনাম ও বত্তন লাভ করিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশে ও নাগপুর অঞ্চলে অনেক চান্দ্রসেনী কায়স্থের বাস আছে। ভোন্‌স্লেদিগের সময় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ চিট্‌নীস্ প্রভৃতি উচ্চ পদ পাইয়া এখানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের বংশধরগণ আজও মহারাষ্ট্র-সমাজে সম্মানিত। এখানকার চিট্‌নীস্-পরিবারের নাম শুনিলে মরাঠী ব্রাহ্মণেরা আজও ভীত হইয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে নাগপুরের প্রভুদিগের মত প্রতিহিংসাপরায়ণ নির্দ্দয় মানব ভারতে আর নাই। এই সকল প্রভুদিগের আচার ব্যবহার সমস্তই মহারাষ্ট্রের প্রভুদিগের মত।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী।

মান্দ্রাজ প্রদেশেও চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ ও চান্দ্রসেনীপ্রভু এই উভয় শ্রেণীর কায়স্থের বাস আছে। ইহাদের আচার, ব্যবহার ও অনুষ্ঠানাদি অনেকটা মহারাষ্ট্রীয় কায়স্থের ন্যায়। মহারাষ্ট্রের মত এখানকার ব্রাহ্মণেরাও অনেকবার কায়স্থদিগের সহিত দলাদলী করিয়াছেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশে ব্রাহ্মণাধিকারে কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণদিগের যে সুবিধা হইয়াছিল, তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণদিগের সে সুবিধা হয় নাই। যেখানে বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য প্রভৃতির জন্মস্থান, সেখানকার রাজন্যবর্গ কায়স্থদিগকে দ্বিজাতিমধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন এবং বেদজ্ঞ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন। দ্বাদশবর্ষের পূর্ব্বেই এখানকার কায়স্থগণের উপনয়ন সম্পন্ন হয় এবং পিতামাতা অথবা নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে ১২ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পাণ্ড্যরাজাদিগের সময় এখানকার কায়স্থগণ সিংহলদ্বীপে গমন করেন ও সিংহলরাজ পরাক্রমবাহু প্রভৃতির নিকট মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদলাভ করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজের কায়স্থেরা 'কায়স্থলু' নামে পরিচিত। এখনও নানাস্থানে ইহারা কুলকরণী বা কানুন্‌গোইপদ ভোগ করিতেছেন। সকলেই আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন*। কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি কোন কোন স্থানে কায়স্থেরা মঠাধ্যক্ষতা করিতেছেন†। এমন কি ইংরাজ আমলে সরকারী কার্য্যে কায়স্থেরা ব্রাহ্মণদিগের মহাপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন‡।

---

* "It is not irrelevent, however, to state here that the whole of the third class, that of the writers, have a distinct strain of *Kshatriya* blood, not only in this (Madras) Presidency, but in Upper India, where they are stronger in number as well as in influence." Census Report of British India, 1881, Vol. III, p. xcix.

† Wilson's Mackenzie Collections, p. 615.

‡ Wilson's Castes, Vol. I. p. 66.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি; হায়দরাবাদ নিজামের অধীনে কায়স্থেরা অনেক উচ্চপদ ভোগ করিয়াছেন। গত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২৭এ ডিসেম্বর গয়ায় যে কায়স্থ-সম্মিলনী (The Kāyastha Conference) হইয়াছিল, তাহাতে হায়দরাবাদবাসী কায়স্থপ্রবর রাজা ইন্দ্রকরণ সিংহ সভাপতির আসন লাভ করিয়াছিলেন*।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ।

পঞ্জাবের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে বেহারের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কায়স্থের বাস। তাঁহারা সকলেই আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা আপনাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণ ও পদ্মপুরাণের কল্পিত উপাখ্যান বলিয়া থাকেন।† এছাড়া তাঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই প্রবাদটীও শুনা যায়—

"সর্ব্বাগ্রে যমপুরে ১৩টী যম রাজত্ব করিতেছিলেন। এই তেরজনের মধ্যে শেষ যমের নাম চিত্র। সে সময়ে এক স্থানে এই এক নামে তিনটী লোক ছিলেন, তার মধ্যে একজন রাজা, একজন ব্রাহ্মণ ও একজন নাপিত। রাজার কাল ফুরাইলে তাহাকে আনিবার জন্য যমদূত আসিল। দূত ভ্রমক্রমে রাজাকে না আনিয়া ব্রাহ্মণ ও নাপিতকে আনিয়া হাজির করিল। যম শীঘ্রই এই ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। ব্রহ্মাও এ সংবাদ পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। এরূপ যাহাতে আর না হয়, তজ্জন্য ব্রহ্মা চিন্তিত হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তখনও যৌন সম্বন্ধে জীবের উৎপত্তি হইত না; দেবতার মুখ হইতে জীবের সৃষ্টি হইত। ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইলে সহস্র বৎসর ধ্যানে কাটিয়া গেল। তৎপরে ব্রহ্মা দেখিলেন, তাঁহার নিকট এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ উপস্থিত। তাঁহার হাতে মসি, পাত্র ও লেখনী। ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি আমার 'কায়া' হইতে জন্মিয়াছ এবং এই কায়াতেই স্থিত, সেইজন্য তোমার নাম 'কায়স্থ।' তৎপরে ব্রহ্মা আবার বলিলেন, 'তুমি গুপ্তভাবে আমার শরীরে রহিয়াছ, এজন্য তোমার নাম দিলাম চিত্রগুপ্ত।' চিত্রগুপ্ত কোটিনগরে আসিয়া দেবী চণ্ডিকার পূজা করিতে লাগিলেন। চণ্ডী তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনটী বর দিলেন, ১, তুমি পরের উপকারে তৎপর হইবে। ২, তুমি নিজ কার্য্যে দৃঢ়চেতা হইবে। এবং ৩, তুমি দীর্ঘজীবী হইবে। এই বর দিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তকে যমপুরীর ভার দিলেন ও যৌন সৃষ্টি আরম্ভ করিতে আদেশ করিলেন। সূর্য্য, বিষ্ণু, দেবী ভগবতী, শিব ও গণেশ তাঁহার উপাস্য ও ব্রহ্মা তাঁহার ইষ্টদেব হইলেন। দেবতারা যখন শুনিলেন, যে আর মানসী সৃষ্টি হইবে না। তখন ধর্ম্মশর্ম্মা ঋষি আপনার কন্যা ইরাবতীর সহিত চিত্রগুপ্তের বিবাহ দিতে চাহিলেন। সূর্য্যপুত্র মনুও আপনার সুন্দরী কন্যা সুদক্ষিণার সহিত চিত্রগুপ্তের বিবাহ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মা উভয়ের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। এইরূপে চিত্রগুপ্ত দুইটী

* Amrita Bazar Patrika, Dec. 28, 1897.

† ৮৮ হইতে ৯৩ পৃষ্ঠায় যে সকল প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সমালোচিত হইয়াছে, ঐ সকল শ্লোকই তাঁহারা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন।

কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। ইরাবতীর গর্ভে চিত্রগুপ্তের ৮টী পুত্র হয়,—চারু, সুচারু, চিত্রাক্ষ, মতিমান্, হিমবান্, চিত্রচারু, অরুণ ও অতীন্দ্রিয়। আর সুদক্ষিণার গর্ভে তাঁহার চারিটী পুত্র হইল—ভানু, বিভানু, বিশ্বভানু ও বীর্য্যভানু। ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তের বংশবৃদ্ধি হইতে দেখিয়া একদিন আনন্দে বলিলেন, "আমি আমার বাহু হইতে মৃত্যুলোকের অধীশ্বররূপে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছি। আমার ইচ্ছা, তোমার পুত্রেরাও সেই ক্ষত্রিয় হউক।" তখন চিত্রগুপ্ত কহিলেন, "অধিকাংশ রাজাই নরকগামী হইবে। আমার পুত্রগণেরও অদৃষ্টে তাই ঘটে, ইহা আমার ইচ্ছা নয়। আমার প্রার্থনা, আপনি তাহাদের জন্য আর কিছু ব্যবস্থা করুন।" ব্রহ্মা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ভাল, তোমার ছেলেরা অসির পরিবর্ত্তে লেখনী ধারণ করিবে। চারি জন্ম তাহারা এই যমলোকেই থাকিবে। তৎপরে তাহারা ইচ্ছা করিলে দেবলোকে বাস করিতে পারিবে।" অনন্তর চিত্রগুপ্তের সন্তানেরা ইহলোকে আগমন করিলেন।

উক্ত দ্বাদশজনের মধ্যে চারু মথুরায় আসিলেন, এবং 'মাথুর' নামে গণ্য হইলেন। সুচারু গৌড়ে আসিয়া বাস করিলেন ও তজ্জন্য 'গৌড়' আখ্যা পাইলেন। চিত্র ভট্টনদীর কূলে আসিয়া বাস করায় 'ভট্টনাগরিক' নামে গণ্য হইলেন। ভানু 'শ্রীবাস' নামক পুরে আসিয়া বাস করিলেন ও শ্রীবাস্তব নামে খ্যাত হইলেন। হিমবান্ দেবী অম্বার আরাধনা করায় 'অম্বষ্ঠ', মতিমান্ আপনার সখী অর্থাৎ ভার্য্যার সহিত গমন করায় 'সখিসেন' এবং বিভানু 'সুরসেন' দেশে আসিয়া বাস করায় সূর্য্যধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।[১] এখানে নরলোক বিস্তার করিয়া তাঁহারা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।"

ঐতিহাসিকের নিকট উক্ত উপাখ্যানটীর বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, চিত্রগুপ্তের পুত্র বলিয়া যে কয় জনের নাম তুলিলাম, পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থগণের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী উক্ত কোন কোন ব্যক্তির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, পরেই তাহা প্রকাশ পাইবে।

এখন উত্তরপশ্চিমের কায়স্থেরা প্রধানতঃ ১২টী শ্রেণীতে বিভক্ত—১ শ্রীবাস্তব্য বা শ্রীবাস্তব, ২ ভটনাগর, ৩ সকসেন, ৪ অম্বষ্ঠ বা অমষ্ট, ৫ ঐঠান বা অষ্টান, ৬ বাল্মীক, ৭ মাথুর, ৮ সূর্য্যধ্বজ, ৯ কুলশ্রেষ্ঠ, ১০ করণ, ১১ গৌড় ও ১২ নিগম। এতদ্ব্যতীত উনাওজেলার নাম হইতে 'উনাই' নামে এক পৃথক্ শাখা দেখা যায়।

শ্রীবাস্তব্য বা শ্রীবাস্তব কায়স্থ।

শ্রীবাস্তবেরা আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তপুত্র ভানুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কাশ্মীরের শ্রীনগরে রাজত্ব করিতেন ও তাহা হইতে 'শ্রীবাস্তব্য' আখ্যা হইয়াছে। এ কথাও শ্রীবাস্তবেরা বলিয়া থাকেন। আবার কাহারও মতে, শ্রীবৎস বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া শ্রীবাস্তব নাম হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন য়ুরোপীয় পুরাবিদের মতে, অযোধ্যাপ্রদেশে গোণ্ডা জেলায়

---

১ উত্তর পশ্চিমের কায়স্থের নিকট বিবরণটী অনেকা কাব্যের মুক্ত যমসংহিতায় পাওয়া যায়। See Origin and status of the Kayasthas, published by Hargovind apaly, M. A., p. 12.

অন্তর্গত শ্রাবস্তী (বর্ত্তমান নাম সেট্‌মহেট) হইতেই শ্রীবাস্তব নাম হইয়াছে। কিন্তু শেষ দুইটীই কল্পনামূলক বলিয়া বোধ হয়।*

শ্রীবাস্তবদিগের মধ্যে দুইটী শাখা আছে—খরে ও দুসরে। খর শাখাই সৎ বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। দুসরেরা সম্মানে অনেক খাট। একটী প্রবাদ আছে যে অযোধ্যায় আসিয়া যাহারা বাস করিয়াছেন, তাঁহারাই 'খরে' বা শ্রেষ্ঠ এবং অন্য স্থানে গিয়া যাঁহারা বাস করেন, তাহারাই 'দুসরে'। দুইটী থাক হওয়া সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত গল্পও আছে, তাহা এই;—কায়স্থ দ্বাদশ শ্রেণীই প্রথমে সকলে এক এক দেবকন্যা বিবাহ করেন। রাক্ষসদিগের তাহাতে ঈর্ষা হইল। তখন রাক্ষসদিগের পরামর্শে তাঁহারা একএকটী রাক্ষসকন্যাও বিবাহ করিলেন। দেবকন্যার গর্ভে দুসরে ও রক্ষঃকন্যার গর্ভে খরের উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ বলেন, ও সকল কথা কিছুই নহে। পূর্ব্বে এরূপ দুইটী শাখা ছিলনা, সম্রাট্ অকবরের সময় হইতেই দুইটী থাকের সৃষ্টি। বকরিদ্ উপলক্ষে দরবারে ছাগ মাংস বিতরিত হয়, যাহারা ছাগ মাংস গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা 'খরে' এবং যাহারা গ্রহণ করে নাই, তাহারা হইল 'দুসরে'। এই সময় একজন অতি ঘৃণার সহিত রাজপ্রদত্ত উপহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হইল 'আখোরি' অর্থাৎ ধর্ম্মপরায়ণ। আখোরিরা মাংস স্পর্শ করেন না বলিয়া এ নাম হইতে পারে।

আলাহাবাদ ও ফতেপুরের শ্রীবাস্তবদিগের মধ্যে নিপলে-সবান ও বুদ্ধি-সবান নামে স্বতন্ত্র দুইটী থাক দেখা যায়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে শ্রীবাস্তব কায়স্থের সংখ্যাই অধিক। ইহাদের মধ্যে অযোধ্যা, কাশী, আলাহাবাদ, মীর্জাপুর, গোরখপুর প্রভৃতি স্থানেই অধিকাংশের বাস।

ভটনাগর।

ভটনাগরেরা আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তপুত্র চিত্রের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের মধ্যে কেহ বলেন, ভটনদীতীরে পূর্ব্বকালে বাস ছিল, বলিয়া এই নাম হইয়াছে। আবার কেহ বলেন, গজনীর মান্মুদ, তৈমুর ও হুমায়ুনপুত্র কম্‌রান্ যেখানকার দুর্গ অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন, সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভট্‌নেরে যাঁহাদের বাস ছিল, তাঁহারাই ভটনাগর বলিয়া খ্যাত। ইহাদের মধ্যে দুইটী থাক আছে, ভটনাগর কদিম বা খাঁটী এবং গৌড়কায়স্থের সহিত যাঁহারা মিশিয়াছিলেন, তাঁহারাই গৌড়ভটনাগরী।

সকসেন কায়স্থ।

সকসেনেরা বলিয়া থাকে, 'সখিসেনা' হইতে এই নামের উৎপত্তি। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বীরত্ব দেখাইয়া শ্রীনগরের শ্রীবাস্তব্য রাজগণের নিকট হইতে এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখনকার জাতিতত্ত্বলেখকগণ ঐরূপ নামোৎ-

---

* কারণ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের নানা স্থান হইতে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে 'শ্রীবাস্তব্য' নামই পাওয়া যায়। 'শ্রীবৎস' অথবা 'শ্রাবস্তী' হইতে কখনই এ শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কাশ্মীরে বহু পূর্ব্বকালে 'কায়স্থের' যথেষ্ট প্রভাব ছিল, তাহা কল্হণের রাজতরঙ্গিণী হইতেই পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীতে 'শ্রীবাস্তব্যেরও উল্লেখ আছে। এখন কিন্তু কাশ্মীরে কায়স্থের বাস নাই বলিলেই হয়।

পত্তি স্বীকার করেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস, ফরুখাবাদ জেলার অন্তর্গত প্রাচীন সাঙ্কাশ্য (বর্ত্তমান সঙ্কিশ) নামক স্থান হইতেই এই সকসেন নাম হইয়াছে। কিন্তু সাঙ্কাশ্য হইতে 'সকসেন' নাম কিরূপে হইল? তাহা বুঝা কঠিন।

সকসেনদিগের মধ্যেও খরে ও দুসরে এই দুইটী থাক আছে। প্রবাদ, এই শ্রেণীর সোমদত্ত নামে এক ব্যক্তি কুশের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। সকসেনেরা বলেন, সেই কুশই প্রীতি হইয়া সোমদত্তকে 'খর' অর্থাৎ সৎ বলিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরেরা সেইজন্ত 'খরে' হইয়াছে। আবার একটী গল্প আছে, অকবরের পিতা হুমায়ুন যখন ইরাণে পলায়ন করেন, তাঁহার সহিত কতক-গুলি সকসেনও গিয়াছিল। ইরাণে তাঁহাদের ১৬ বর্ষ কাটিয়া যায়। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে এখানকার সকসেনগণ তাঁহাদের হাতে খাইতে রাজী হইলেন না। এইরূপে ইরাণাগত সকসেন ও তাঁহাদের বংশধরগণ 'দুসরে' অর্থাৎ হেয় এবং অপর সকলে 'খরে' বা সৎ বলিয়া গণ্য হইলেন।

সকসেনেরা আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তপুত্র মতিমানের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এতাবাজেলাতেই বহু সকসেনের বাস। কনোজরাজ জয়চাঁদের মৃত্যুর পর সকসেনেরা সমর-সিংহের অধীনের এতাবায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ পুরুষদাস ও নির্ম্মল-দাস সমরসিংহের নিকট কএকখানি গ্রাম জায়গীর ও চৌধুরীপদ লাভ করেন। তাঁহাদের বংশধরেরা সমরসিংহের সময় হইতে ইংরাজ আমল পর্য্যন্ত এতাবায় কানুনগোই পদ পুরুষানু-ক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছেন।[১] এতাবার এই সকসেনকায়স্থবংশে প্রসিদ্ধ বীর রাজা নবল-রায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ফরুখাবাদের বঙ্গস্-নবাবের উজীর ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইনি অনেকস্থানে যুদ্ধ করিয়া যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়।[২] এখানকার ভাটেরা এখনও রাজা নবলরায়ের বীরগাথা গাহিয়া থাকে।

অহিঠান বা অষ্টান কায়স্থ।

অহিঠানেরা চিত্রগুপ্তপুত্র বিশ্বভানুর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। অহিঠান নাম কেন হইল? এ সম্বন্ধে এই গল্পটী শুনা যায়:—বারাণসীতে বনার নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহাকে এই শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষ অষ্টপ্রকার মুক্তা উপহার দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই অষ্টান্ নাম শুনা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে আবার দুইটী থাক আছে, পুরবী ও পচ্ছমী। পুরবীরা জৌনপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ও পচ্ছমীরা 'লক্ষ্ণৌ' ও তাহার চারিপাশে বাস করেন। উভয় শ্রেণীর মধ্যে পান-ভোজন চলিত নাই।

অম্বষ্ঠকায়স্থ।

অম্বষ্ঠেরা চিত্রগুপ্তের পুত্র হিমবানের বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা গির্ণার পাহাড়ে গিয়া বাস করেন, তথায় অম্বা-দেবীর পূজা করিতেন বলিয়া 'অম্বষ্ঠ' নামে পরিচিত হন। স্কন্দপুরাণীয়

(১) Hume's Memorandum on the Castes of Etawa, p. 87.

(২) Journ. As. Soc. Bengal, Vol. XLVIII. pt. I. p. 50-66.
[নবলরায়ের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সহ্যাদ্রিখণ্ড ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়, ভারতের পশ্চিমাংশে অম্বষ্ঠ নামে একটী জনপদ ছিল, অধিক সম্ভব, সেই স্থানের অধিবাসী কায়স্থগণই অম্বষ্ঠ নামে খ্যাত হইয়াছেন। গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ান্ এই জাতিকে অম্বষ্ঠী (Ambastæ) নামে পরিচয় দিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস, মনু যে চিকিৎসাব্যবসায়ী অম্বষ্ঠ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই অম্বষ্ঠ কায়স্থ।[১] পূর্ব্বে এই শ্রেণীর অনেকেই চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন।[২] আজও পশ্চিমাঞ্চলের অনেক কায়স্থ অস্ত্রচিকিৎসার জন্য প্রসিদ্ধ। এমন কি লখ্নৌ জেলায় মলাঁয়ে এক থাক কায়স্থ চক্ষুচিকিৎসক বলিয়া স্থানীয় লোকের নিকট বিশেষ সম্মানিত। ইহাদের অনেকে আবার বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিয়াছেন। পশ্চিমাঞ্চলে অম্বষ্ঠকায়স্থদিগের আচার ব্যবহার অনেকটা ব্রাহ্মণদিগের মত।

বাল্মীক কায়স্থ।

বাল্মীককায়স্থেরা চিত্রগুপ্তের পুত্র বিভানু বা বীর্য্যভানুর সন্তান বলিয়া পরিচিত। বিভানুর তপস্যাকালে শরীরে বল্মীক উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া 'বাল্মীক' নামে খ্যাত হন এবং তাঁহা হইতে তাঁহার বংশধরেরাও এই আখ্যা পাইয়াছিলেন।

ইহাদের মধ্যে তিনটী থাক আছে, ১ম বোম্বাই হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা 'মুম্বাই', ২য় কচ্ছ হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা 'কচ্ছী' এবং ৩য় সৌরাষ্ট্র হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা 'সৌরঠী' নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতকটা দাক্ষিণাত্যের আচার-ব্যবহারও প্রচলিত আছে।

মাথুর কায়স্থ।

মথুরায় বাস হইতেই মাথুরকায়স্থ নাম হইয়াছে। ইহারা চিত্রগুপ্তের পুত্র চারুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের মধ্যেও তিনটী থাক দেখা যায়। দিল্লবি, কচ্ছী ও লচৌলি। দিল্লী হইতে দিল্লবি, কচ্ছ হইতে কচ্ছী এবং যোধপুরে যাঁহাদের বাস ছিল, তাঁহারা লচৌলি নাম পাইয়াছেন। লচৌলিরা পঞ্চালী নামেও পরিচিত। তাঁহারা বলেন, যোধপুরে বা মরুদেশে পূর্ব্বকালে পঞ্চনামে একজন রাজা ছিলেন, তাঁহা হইতেই পঞ্চালী নাম হয়। আবার কাহারও মত, পঞ্চালদেশ হইতেই 'পঞ্চালী' নাম হইয়াছে।

সূর্য্যধ্বজ কায়স্থ।

সূর্য্যধ্বজেরা চিত্রগুপ্তপুত্র বিভানুর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। ইহারা বলিয়া থাকেন যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সুরসেনের যজ্ঞকালে বিভানু তাঁহার সাহায্য করায়, রাজা তাঁহাকে সূর্য্যধ্বজ উপাধি দিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর কায়স্থগণের আচার ব্যবহার অনেকটা ব্রাহ্মণদিগের মত। তাঁহারা আপনাদিগকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত নহেন।

কুলশ্রেষ্ঠ কায়স্থ।

চিত্রগুপ্তের পুত্র অতীন্দ্রিয় (জিতেন্দ্রিয়) হইতে কুলশ্রেষ্ঠগণের উৎপত্তি, এরূপ প্রবাদ আছে। এই শ্রেণীর কায়স্থেরা বলিয়া থাকেন, জিতেন্দ্রিয় পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি প্রতিবর্ষে আপনার ভাইদের আনিয়া তাঁহাদের পা ধুইয়া দিতেন। তাঁহার

(১) Crooke's Tribes and castes of the N. W. P. & Oudh, Vol. III., p. 190.
(২) বিশ্বকোষ ২য় ভাগ ৫৮৩ পৃষ্ঠা।
(৩) Tribes and Castes of the N. W. P. & Oudh, Vol. III, p. 190.

কাল ফুরাইয়া আসিলে যমদূত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি এখন স্বর্গে যাইতে চান?' জিতেন্দ্রিয় উত্তর করিলেন, 'আমি অবিলম্বে যাইতে চাই।' তখন স্বর্গ হইতে বিমান আসিল। তাঁহাতে চড়িয়া জিতেন্দ্রিয় অগ্নিলোকে আসিলেন। তথায় হইতে প্রজাপতিলোক হইয়া ব্রহ্মলোকে আসিয়া তিনি অনন্ত সুখ ভোগ করেন। তিনি আপনার কুলোজ্জ্বল করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার বংশধরেরা 'কুলশ্রেষ্ঠ' উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আবার দুই থাক হইয়াছে, বারুখেরা ও ছখেরা। এই দুই থাকে পানাহার চলিত নাই।

করণ কায়স্থ।

করণেরা বলেন যে নর্ম্মদাতীরে কর্ণালি নামে একটী গ্রাম আছে, সেই গ্রামে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বাস করিতেন, তাহা হইতেই 'করণ' নাম হইয়াছে। ইহাদের মধ্যেও দুইটী শ্রেণী আছে, গয়াবাল ও তিরহুতিয়া। গয়া হইতে গয়াবাল ও ত্রিহুত হইতে তিরহুতিয়া শাখার নামকরণ হইয়াছে। উড়িষ্যাতেই প্রধানতঃ করণ-কায়স্থের বাস।

গৌড় কায়স্থ।

বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী গৌড় হইতেই গৌড়কায়স্থ নাম হইয়াছে। ইহারা বলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীতে কালসেন বা কামসেন নামে এক রাজকুমার ছিলেন। তিনি এখনও কায়স্থের মধ্যে পূজিত হইয়া থাকেন। কায়স্থকন্যার বিবাহকালে প্রদীপের ভুবায় একটী মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়, তাহাই কালসেনের মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করা হইয়া থাকে। গৌড়কায়স্থেরা বলিয়া থাকেন ও তাঁহাদের কুরশিনামায়ও লেখা যায় যে, গৌড়াধিপ সেনরাজগণ এই কায়স্থবংশীয় ছিলেন। আজানুলম্বিতবাহু 'বখ্‌তিয়ার তুর্ক' কৌশলক্রমে লখ্‌মণিয়ার নিকট হইতে বঙ্গরাজ্য অধিকার করিলে অনেক গৌড়কায়স্থই উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে পলাইয়া যান। হিমালয়স্থ সুখেত, মন্দী প্রভৃতি স্থানের রাজগণ এখনও আপনাদিগকে গৌড়-রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়কায়স্থবংশীয় হইলেও এখন সকলেই গৌড়রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেন।[১] বল্‌বন যখন বাঙ্গালায় আসেন, এ সময়ে এখানকার কায়স্থ রাজা ও জমিদারগণ তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নাসিরুদ্দীন্ গৌড় হইতে বহুসংখ্যক কায়স্থ আনাইয়া আলাহাবাদ সুবার অন্তর্গত নিজামাবাদ, ভদোই, কোলী, ঘোষী ও বিরিয়াকোট প্রভৃতি স্থানের কানুনগোই পদ প্রদান করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ সকলেই গৌড়কায়স্থ-নামেই পরিচিত।

এখানকার ভটনাগরেরা গৌড়দিগের পূর্ব্বেই মুসলমান রাজসরকারে কার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন। এখন মুসলমানসংস্রবে গৌড়কায়স্থেরা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ভটনাগরেরা সকলেই বামমার্গী ছিলেন। এখন তাঁহাদের সহিত মিশিয়া গৌড়কায়স্থেরা বামমার্গী হইলেন ও ভৈরবচক্রে পূজা করিতে লাগিলেন।

---

(১) Elliot's Races of the N. W. P. ed. by Beames, Vol. II. p. 107; Sir Lepen Griffin's Panjab Rajahs; and Crooke's Tribes and Castes of the N. W. P. Vol. III. p. 192.

গৌড়কায়স্থেরা ভটনাগরদিগকে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, ভটনাগরেরা কেহ আপত্তি না করিয়া গৌড়দিগের গৃহে পানভোজন করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে ভটনাগরেরা নিমন্ত্রণ করিলে অতি অল্প লোক ব্যতীত অধিকাংশ গৌড়ই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন না। বরং যে কয় জন আসিয়া ভটনাগরের ঘরে ভোজন করিয়াছিল, গৌড়কায়স্থেরা তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহাতে ভটনাগরেরা সকলেই বড় চটিয়া উঠিলেন। তখন দিল্লীতে নাসিরউদ্দীন্ সম্রাট্। গৌড় ও ভটনাগর উভয় শ্রেণীর কায়স্থই তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিতেন। দিল্লীর ভটনাগরেরা যখন শুনিলেন, যে তাঁহাদের জ্ঞাতি-কুটুম্বের ঘরে গৌড়কায়স্থেরা আহার করে নাই, তখন যে সকল ভটনাগর গৌড়ের ঘরে খাইয়াছিলেন, দিল্লীবাসী ভটনাগরেরা তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিলেন। কথা হইল, গৌড়েরা যতদিন না তাঁহাদের ঘরে আহার করিতেছেন, ততদিন তাঁহাদিগকে সমাজে লওয়া হইবে না। তখন সমাজচ্যুত ভটনাগরেরা মুসলমান সম্রাটের নিকট অভিযোগ করিলেন। সম্রাট্ গৌড়কায়স্থদিগের অন্যায় আচরণের পরিচয় পাইলেন। তিনি দিল্লীবাসী গৌড় ও ভটনাগরদিগকে একত্র আহার করিবার জন্য আদেশ দিলেন। তখন বাধ্য হইয়া দিল্লীবাসী অনেক গৌড়ই ভটনাগরের গৃহে আহার করিলেন। কএক জন গোঁড়া ছিলেন, তাঁহারা ভটনাগরের ঘরে খাইতে হইবে এই ভয়ে দিল্লী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক পূর্ণগর্ভা রমণী ছিলেন। তিনি এক ব্রাহ্মণগৃহে আসিয়া আশ্রয় লয়েন। এখানে তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্মিল। সেই পুত্র বড় হইলে, ব্রাহ্মণ আপন কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। অপরাপর গৌড়েরা বদাউনে গিয়া বাস করিয়াছিলেন।

যাঁহারা ভটনাগরের ঘরে ভোজন করিয়াছিলেন, তাঁহারা গৌড়-ভটনাগরনামে খ্যাত হইলেন। যাঁহারা বদাউনে পলাইয়াছিলেন, দিল্লীর ভটনাগরেরা তাঁহাদের কথাও আবার সম্রাটের কর্ণগোচর করিলেন। বাদশাহ তাঁহাদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা এখন ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয় লইলেন। রাজপুরুষেরা ধরিতে আসিলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন। কিন্তু তাঁহাতেও রাজপুরুষদিগের বিশ্বাস হয় নাই। তখন ব্রাহ্মণেরা গৌড়কায়স্থদিগের সহিত এক পাত্রে আহার করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে সে যাত্রা গৌড়কায়স্থেরা রক্ষা পাইলেন। এখন আসামী বাহির করিতে না পারায় বরং বাদশাহ ভটনাগরদিগেরই উপর বিরক্ত হইয়া শেষে তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। সেই সঙ্গে অপর ভটনাগরেরাও তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিলেন। এই সমাজচ্যুত ভটনাগরেরা গৌড়ভটনাগর ও অপরে (যাঁহারা গৌড়ের অন্ন গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা) খাস ভটনাগর বলিয়া গণ্য হইলেন। এইরূপে গৌড়কায়স্থেরাও চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল, ১ম আদি গৌড়, ইহারা বাঙ্গালার সীমান্তে নিজামাবাদ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে কানুনগোই প্রভৃতির পদ ভোগ করিতেন; ২য় যাঁহারা ভটনাগরের ঘরে খাইয়াছিলেন; ৩য়, যাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং ৪র্থ, ব্রাহ্মণগৃহে পুত্রপ্রসবকারিণী রমণীকে যাঁহারা সমাজে লইয়া-

ছিলেন। এই চারি থাকে প্রথমে আদানপ্রদান বন্ধ ছিল, তৎপরে বদাউনের গৌড়েরা নিজামাবাদে আসিয়া বাস করিলেন ও বদাউন-ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন। ২য় শ্রেণীর গৌড়েরা ঐ ৩য় শ্রেণীর সহিত মিশিবার চেষ্টা করেন; প্রথমে কোন ফল হয় নাই। অবশেষে বদাউন-ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় দলাদলী মিটিয়া যায়। এমন কি শেষে উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবাহে আদানপ্রদান চলিতে থাকে। কিন্তু ৪র্থ শ্রেণী বহুদিন কন্যাদান করিতে সম্মত হন নাই। অবশেষে ৩য় শ্রেণীর চেষ্টায় ৪র্থ থাক আসিয়া দলে মিশিলেন। প্রথম শ্রেণী একদিন তিন শ্রেণীকেই কুলে খাট মনে করিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিতে চান নাই। অবশেষে যখন দেখিলেন যে, তিন থাক মিশিয়াছে, তখন তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে সকলে এক হইয়া পড়িলেন। এখন চারি থাকেই আদানপ্রদান প্রচলিত আছে। এখন গৌড়কায়স্থের মধ্যে এই কয় থাক দেখা যায়,—খরে, দুসরে, বাঙ্গালা, দিল্লীসীয়ালী ও বদাউনী।

বিবাহ-প্রথা।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থেরা যাজ্ঞবল্ক্যের মতে পিতৃপক্ষে সপ্তম ও মাতৃপক্ষে পঞ্চম পুরুষ বাদ দিয়া সম্বন্ধ স্থির করেন। অজ্ঞাতকুলশীল বা ভিন্ন জাতির সহিত কখন সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। বিবাহসংস্কার দ্বিজাতির মতই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহারা উপনয়ন ও বিবাহকালে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রচলিত। কন্যাদান, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদী ও সিন্দুর-দান এই কয়টী বিবাহের প্রধান অঙ্গ। বিবাহের পূর্ব্বে মৌঞ্জীবন্ধন হওয়া আবশ্যক।

বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার জন্মকোষ্ঠীপরীক্ষা, গণগণন, তিলকদান, পছোর্ণা, রাতজাগা, তিলপূজা, কলসঘোটা, সোহাগবন্ধন, ভাতবান বা আয়ুর্ব্বান্ন, নন্দাদি সপ্তমাতৃকাপূজা প্রভৃতি কৌলিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কায়স্থদিগের মধ্যে শাক্ত ও শৈবের সংখ্যাই বেশী, বৈষ্ণবের সংখ্যা অল্প। এ ছাড়া ইহাদের মধ্যে নানকশাহী, কবীরপন্থী, আচারী ও আর্য্যসমাজীও দেখা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে শাক্তকায়স্থগণ সকলেই প্রায় মদ্যপানে বিভোর থাকিতেন। এই মাতাল অবস্থায় তাঁহাদের সমাজ হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছিল। 'কায়স্থসম্মিলন' (Kāyastha Conference) হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়া উঠিতেছে। এখন অনেকেই মদ ছাড়িয়াছেন। এক শ্রেণীর মধ্যে ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও বিবাহে বাধা নাই। যেমন বৈষ্ণব শ্রীবাস্তব অনায়াসেই শাক্ত শ্রীবাস্তবের ঘরে বিবাহ করিতে পারেন। চিত্রগুপ্ত ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। যেখানে চিত্রগুপ্তের মন্দির আছে, তথায় তাঁহার নিত্যপূজা হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে যমদ্বিতীয়ার দিন সকলেই চিত্রগুপ্তের পূজা করিয়া থাকেন। প্রতিশ্রেণীর আবার স্বতন্ত্র কুলদেবতা আছেন, তাঁহার নিত্য পূজা হইয়া থাকে। যথাসময়ে ইহারা দুর্গা, জয়ন্তী, লক্ষ্মী, শাকম্ভরী, মহাদেব, বিষ্ণু, গণেশ, কৃষ্ণ, রাম, অনন্ত ও নারায়ণের পূজা করেন। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই সকল পূজায় পৌরোহিত্য করেন। ইহারা স্বজাতি ভিন্ন অপর কাহারও হুকায় তামাক খান না। জায়জেরা সদ্বংশীয়ের হুকায় তামাক খাওয়া দূরের কথা, কখনই একাসনে বসিতে পারে না।

কি হিন্দু রাজত্বে কি মুসলমান সরকারে কায়স্থেরা সান্ধিবিগ্রহিক বা রাজসভায় লেখকের পদ ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকার ও সুপণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন।* মুসলমানদিগের আমলে পশ্চিমের কায়স্থগণ অনেকে সৈনিক বিভাগেও উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অকবরের রাজস্বসচিব রাজা টোডরমল, মহারাজ নবলরায়, মহারাজ টিকাইতরায়, পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এখনও কায়স্থগণ বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীনে কি শিক্ষাবিভাগে কি আইন আদালতে সর্ব্বত্র উচ্চ আসন ও সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন। গ্রাম্য পাটোয়ারী লালাকায়স্থের সহিত তাঁহাদের তুলনাই হয় না। এখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত কায়স্থ একতাসূত্রে বদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছেন। উত্তরপশ্চিমে প্রায় সাড়ে পাঁচলক্ষ কায়স্থের বাস।

রাজপুতানা।

রাজপুতানার কায়স্থেরা প্রধানতঃ রাজধানা বলিয়া পরিচয় দেন। বুন্দিতে মাথুর ও ভটনাগর কায়স্থের বাস দেখা যায়। মাড়বারে কায়স্থদিগকে 'পঞ্চালী ঠাকুর' বলে। রাজপুতনার প্রধানতঃ আজমীর, রামসর ও কেকৃরি এই তিনটী থাক পাওয়া যায়। এখানকার সকলেই যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। তবে যে অখাদ্য ভোজন করে, তাহার যজ্ঞসূত্র কাড়িয়া লওয়া হয়। এখানকার সকলেই আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত।† তাঁহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কায়স্থের মত। তাঁহাদের অনেকে রাজসরকারে সৈনিক বৃত্তিও অবলম্বন করিয়াছেন।

বেহার।

বেহারী কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তের প্রকৃত বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং বাঙ্গালার কায়স্থগণ অপেক্ষা আপনাদিগকে সম্মানার্হ মনে করেন। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, সত্যযুগে যখন সকল দেবতা যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন যম ব্রহ্মাকে বলিলেন, পিতামহ! ইন্দ্রাদি সকলেই দিক্‌পাল অথচ তাঁহারা যজ্ঞাদি করিতে সময় পাইতেছেন; কিন্তু আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমি আমার কার্য্যভার মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করিতে পারিব না। আপনি আমার যজ্ঞ করিবার উপায় করিয়া দিন। ব্রহ্মা যমের এই প্রার্থনানুসারে নিজ কায়া হইতে চিত্রগুপ্তকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, এই মহাভাগ তোমাকে সাহায্য করিয়া তোমার কর্ম্মের অবসরকাল স্থির করিয়া দিবে, সকলের কর্ম্মাকর্ম্মের বর্ণনা করিবে ও তদনুসারে তুমি স্বর্গনরকাদির ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

পশ্চিমে কায়স্থদিগের মত বেহারী কায়স্থের মধ্যেও দ্বাদশটী শাখা আছে। এই দ্বাদশ শাখার আদিপুরুষেরা চিত্রগুপ্তের বংশধর। 'চিত্রগুপ্ত সোপবীত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন', এই বলিয়া বেহারী কায়স্থেরা আজিও উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাদের দ্বাদশটী শাখা এই—

* উপসংহারে তাঁহাদের নাম দ্রষ্টব্য।

† Rajputana Gazetteer.

অহিঠানা, অম্বষ্ঠ, বাল্মীক, ভটনাগর, গৌড়, কুলশ্রেষ্ঠ, মাথুর, নিগম, সকসেন, শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ ও করণ। এই দ্বাদশ শাখার মধ্যে অহিঠানাশাখার আদিনিবাস জৌনপুরে। পাটনা ও ত্রিহুত-অঞ্চলে অম্বষ্ঠ শাখার লোকই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকশাখার আদি বাসস্থান গুজরাত। অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব ও করণেরা এক হুকায় তামাকু খাইয়া থাকে; কিন্তু ইহারা এক পংক্তিতে বসিয়া আহারাদি করে না। করণ ও অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণপ্রস্তুত অন্নাদি এক পংক্তিতে আহার করিতে পারে।

নিগম শাখার লোক বেহারে বড় একটা দেখা যায় না। সূর্য্যধ্বজ শাখার লোকেরা সূর্য্যকে অধিদেবতা বলিয়া গণ্য করেন। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ নর্ত্তকী কামকন্দলার গর্ভে মাধবানল নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে যে সন্তান জন্মে সেই সন্তান এই শাখার আদিপুরুষ। মাথুর, সকসেন, শ্রীবাস্তব ও ভটনাগর শাখার লোকেরা চিত্রগুপ্তের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাতের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন। এখানকার গৌড়-কায়স্থগণের বিশ্বাস যে, বাঙ্গালার সেনরাজগণ এই গৌড়কায়স্থশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। শ্রীবাস্তবশাখার দুইটী শ্রেণীবিভাগ আছে—খরে ও দুসরে। খরে শ্রেণীর লোকেরা অন্যান্য শ্রীবাস্তবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহারা আপনাদিগকে "পাঁড়ে" বলিয়া পরিচয় দেন। খরে ও দুসরে এই দুই শ্রেণীতে পানাহার ও আদান প্রদান চলে না। সকসেন শাখাতেও এইরূপ শ্রেণীবিভাগ আছে। মাথুর, ভটনাগর ও সকসেন শাখার লোকেরা পরস্পর পরস্পরের অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

গৌড় ও ভটনাগরশাখার কায়স্থদিগের বেহারে বাস সম্বন্ধে একটী কৌতূহলজনক ঘটনার কথা শুনা যায়। যখন মুসলমানেরা বেহার আক্রমণ করে, সেই সময় ভটনাগরেরা প্রথম বেহারে আসেন। এদেশে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, গৌড়ীয় শাখা তৎপূর্ব্বেই আসিয়া বসবাস ও প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা গৌড়ীয়দিগের সহিত একত্র পানাহার করিতে সম্মত হইয়া তাঁহাদের সমাজে চলিত হইয়া বাস করিবার প্রার্থনা করিলেন। গৌড়কায়স্থেরা স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কেহই ভটনাগরের বাটীতে অন্নাদি গ্রহণ করিলেন না। কিছুদিন পরে যখন ভটনাগরদিগের দরবারে কিছু প্রভুত্ব জন্মিল, তখন তাঁহারা কৌশলে গৌড়ীয়দিগকে বাধ্য করাইয়া আপনাদিগের অন্নাদি গ্রহণ করাইতে লাগিলেন। গৌড়ীয়েরা তখন নিরুপায় হইয়া দিল্লীতে মুসলমান বাদশাহ বল্‌বনের নিকট আবেদন করিবার জন্য পলাইয়া গেলেন। কিন্তু সে সময় বল্‌বনের মৃত্যু হওয়ায় ভটনাগরেরা চেষ্টা করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীকে স্বপক্ষে আনিয়া তাঁহা দ্বারা কতকগুলি গৌড়ীয়কে কারারুদ্ধ ও আপনাদিগের অন্নাদি গ্রহণ করাইতে বাধ্য করিলেন। গৌড়ীয়েরা তখন নিরুপায় হইয়া বদাউনের ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলেন। কতকগুলি ব্রাহ্মণ এই সময় ইহাদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ বলিয়া চালাইয়া লইলেন এবং আপনারাও তাঁহাদিগের সহিত পানাহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে এই ব্রাহ্মণেরাও জাতিভ্রষ্ট হইলেন এবং গৌড়ীয় কায়স্থের পুরোহিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে

এই পুরোহিতগণের মধ্যস্থতায় গৌড়ীয় ও ভটনাগরদিগের মধ্যে মিল হইয়া গেল, পানাহার চলিতে লাগিল। বিবাহাদির জন্ত তাহারা একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইল—এই শ্রেণীর নাম হইল শামালী বা উত্তর গৌড়ীয় শাখা।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ শাখার লালাকায়স্থ ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার নীচ কায়স্থ আছে, কিন্তু তাহারা আপনারাই আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, অপর জাতীয়েরা বা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ শাখার কায়স্থেরা তাহাদিগকে কায়স্থ বলিতে চাহেন না। সারণ জেলার সেওয়ান নগরে কতকগুলি দরজী ও কতকগুলি টীকাদারও আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়; কিন্তু ইহাদিগের সহিত লালাকায়স্থের কোন সংশ্রব নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহারা বস্তুতঃই কায়স্থ, তবে নীচকর্ম্মগ্রহণ করায় সমাজচ্যুত হইয়া কালে একেবারে ভিন্নশ্রেণী বলিয়া গণ্য হইয়া পড়িয়াছে, কারণ এখনও বেহারপ্রদেশে যে সকল লালাকায়স্থ বংশানুক্রমে গ্রামের পাটোয়ারী কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, অনেকে তাহাদের ঘরেও আদান প্রদান করিতে চাহে না। পাটোয়ারী, কানুনগোই, অথৌড়ী, পাঁড়ে বা বক্সী উপাধিধারী কায়স্থেরা শতগুণে ধনী বা সৎকর্ম্মশালী হইলেও সামাজিক মর্য্যাদায় হীন বলিয়া বিবেচিত হয়।

বেহারী কায়স্থেরা বিবাহাদিতে কুল বাছিয়া থাকে, গোত্র বাছিবার নিয়ম তত দৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীবাস্তবদিগের মধ্যে এই কয়টী কুল প্রধান—চূড়ামনপুরের অথৌড়ী, অমৌ-ঝার পাঁড়ে, ডিহিয়াকোটের পাঁড়ে, মিঠাবেলের তেওয়ারী; মোরারের বক্সী, রায় বা ঠাকুর; বতাহার মিশ্র, হরগ্রামের সিংহ, পতরের তেওয়ারী; পরশর্ম্মার ঠাকুর ও সাহুলীর সাহুলীয়ার। ইহারা বিবাহকালে কেবল স্বকুল বাছিয়া বিবাহ করেন।

বিহারী কায়স্থেরা অতিশৈশবে কন্তার বিবাহ দিতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু পাত্রের অভাবে প্রায় নির্ধন কায়স্থের কন্তা ১৮। ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে। অনার্ত্তবা কন্তার বিবাহ হইলে যে পর্য্যন্ত তাহার রজোদর্শন না হয়, ততদিন সে পিতৃগৃহেই অবস্থান করে, পরে কন্তার বয়স বিবেচনায় এক, তিন, পাঁচ ও সাত বৎসর পরে দ্বিরাগমন করাইয়া তাহাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সার্ত্তবা কন্তার বিবাহ হইলে বিবাহের সঙ্গেই দ্বিরাগমন বা বিবাহের একবৎসর পরে দ্বিরাগমন হয়। ইহা-দের মধ্যে বিধবাবিবাহ বা বিবাহোচ্ছেদপ্রথা চলিত নাই।

বেহারীকায়স্থদিগের মধ্যেও বাঙ্গালীদিগের স্তায় কন্তার সংখ্যা অধিক হইয়াছে বলিয়া বরপক্ষে যৌতুকাদির লোভ বাড়িয়াছে। সুপাত্র অন্বেষণ করিবার জন্ত কন্তাপক্ষ হইতে পুরোহিত ও নাপিত নিযুক্ত হয়। উভয়পক্ষের কোষ্ঠী দেখিয়া বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হয়। কোষ্ঠীর ফলাফল মিলাইয়া বিবাহ দেওয়া স্থির হইলে যৌতুকাদির কথা হইতে থাকে। এই যৌতুককে তিলক, জাহেজ, দান, পণ ইত্যাদি বলে। বাঙ্গালীর স্তায় অনেক ভদ্রলোককে কন্তাদায়ে তিলক ও জাহেজ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। সময়ে সময়ে পুরোহিতের ও নাপি-তের পূজা করিতে পারিলে কাণা, খোঁড়া বা কুশ্রী বালিকারও উত্তম ঘরে বিবাহ হইয়া থাকে।

ইহাদের বিবাহে অনেক ব্যাপার আছে—প্রথমতঃ সগুণ-গ্রহণ। কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে শুভদিনে কন্যাপক্ষের পুরোহিত ও নাপিত বরের বাড়ীতে গমন করে। বরের পিতা শুভক্ষণে আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইয়া কন্যাপক্ষের পুরোহিতের সম্মুখে একখানি থালায় কতকগুলি সুপারি ও হলুদ ও টাকা রাখেন। পুরোহিত তাহা হইতে যৌতুকের পরিমাণ অনুসারে শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে নিজের দক্ষিণা উঠাইয়া লন। কোন কোন স্থলে কন্যাপক্ষীয়েরাই এই টাকা দিয়া থাকে। ইহাকেই সগুণ-গ্রহণ, বরদেখা বা বরছেকা বলে। বরছেকা অর্থে বাক্যদান, এদেশে যেমন পাকা দেখা।

তৎপরে তিলকদান অর্থাৎ যৌতুকের টাকার মধ্যে কতকাংশ এই সময়ে দিতে হয়; যে দিন ইহা দেওয়া হইবে, সেইদিন কন্যার আত্মীয় ও কয়েকজন ব্রাহ্মণ একত্র ৭ জন বরের বাড়ীতে গমন করে। বরের অন্তঃপুরের উঠানে ইহাদের বসিবার স্থান হয়। এই স্থানে বিষ্ণু, প্রজাপতি ইত্যাদি দেবতার পূজা হয়। তৎপরে সেইখানে কন্যাপক্ষীয়েরা বরের কপালে দধি ও নাসিকায় তিলক দিয়া যৌতুকের টাকার কতকাংশ (যাহা এই সময় দিবার কথাবার্ত্তা স্থির থাকে তাহা) প্রদান করে। টাকা যে সমস্তই নগদ দিতে হয়, তাহা নহে; বাসন ও বস্ত্রাদি বা গহনাদিও দেওয়া হয়। পরে তিলকের সময় যদি টাকা নগদ না দেওয়া হয়, তবে কুটুম্বিতায় মহা গোলমাল থাকিয়া যায়। তৎপরে তিলকদানের পর কন্যাপক্ষীয়েরা বরপক্ষীয়গণের সহিত একত্র জলপান (পাকী খাদ্য অর্থাৎ লুচি মিঠাই ইত্যাদি) ভোজন করে। তিলকদানের পূর্ব্বে কন্যাপক্ষীয়ের পুরোহিতের কথা দূরে থাক, নাপিত পর্য্যন্ত বরের বাটীর জল অবধি পান করে না। এই দিবস কন্যাপক্ষীয়েরা বরগৃহেই বাস করে। পরদিন প্রাতঃকালে কন্যাপক্ষীয়দিগকে বরকর্ত্তা সাধ্যমত বস্ত্রাদি দান করেন। এই সময় কন্যাপক্ষের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ লগ্নস্থির করেন। লগ্নস্থির হইলে পুরোহিত তাহা একখানি পত্রে লিখিয়া বরকর্ত্তাকে প্রদান করেন। ইহার নামই লগ্নপত্রী।

তৎপরে কুলপ্রথা অনুসারে বিবাহের তিন, পাঁচ বা আট দিন পূর্ব্বে "তিনমঙ্গলা" "পাঁচমঙ্গলা" বা "আটমঙ্গলা" উৎসব হয়। এই উৎসবের দিন কন্যার বাটীতেই স্ত্রীলোকেরা সজ্জিত হইয়া কন্যাকে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে গ্রামের বহির্ভাগস্থ কোন মাঠ হইতে মাটি আনিতে যায়। নদীতীর বা পুষ্করিণীতীরের মৃত্তিকাই প্রশস্ত। স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া গাহিতে গাহিতে নদীতীরে বা পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হইয়া কন্যাকে সামান্যরূপে স্নান করাইয়া দেয় এবং গাহিতে গাহিতে নানাবিধ স্ত্রী-আচারের সহিত মাটি খুঁড়িয়া লইয়া আসে। আসিবার সময়ও গাহিতে থাকে। মাটি আনিয়া অন্তঃপুরের উঠানের মধ্যস্থলে সেই মাটিতে বেদী করে। এই বেদীর উপর গৃহদেবতা ও পূর্ব্বপুরুষগণের পূজা ও আবাহনাদি হয়; বরের বাড়ীতেও এইরূপ হইয়া থাকে। তৎপরে এক শুভদিন বা শুভক্ষণে কন্যার বাটীতে অন্তঃপুরের উঠানে নয়টী নূতন অখণ্ড বংশে মণ্ডপ প্রস্তুত হয়। এই মণ্ডপের মধ্যে বেদীর উপর তীর্থজলপূর্ণ কলস স্থাপন করিয়া থাকে। এই ঘটে পুরোহিত কুলদেবতা ও পূর্ব্বপুরুষগণের

পূজা করেন। বরের বাটীতে তীর্থকলস স্থাপিত ও পূজাদি হয়, কিন্তু মণ্ডপ হয় না, এই তীর্থকলসের নিকট একটী লাঙ্গল রাখা হয়।

তৎপরে হর্দ্দিকাদান বা গাত্রহরিদ্রা। শুভদিনে শুভক্ষণে বরের গাত্রে হরিদ্রা দিয়া উদ্বৃত্ত হরিদ্রা কন্যার বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কন্যা তাহার অর্দ্ধেকটুকু সেইদিন মাখে, অবশিষ্টটুকু রাখিয়া দেয়। বরের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইলে তাহার গাত্রহরিদ্রা হয় না। তৎপরে বিবাহের দিনও প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কন্যার গাত্রে প্রত্যহ সেই অবশিষ্ট হরিদ্রার একটু একটু মাখাইয়া স্নান করান হইয়া থাকে।

তৎপরে মাতৃকাপূজা। ষোড়শমাতৃকা পূজাই ইহার প্রধান অঙ্গ। তৎপরে পূর্ব্বপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদানাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়।

তৎপরে বিবাহের দিন আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ হয়। বর বিবাহ করিতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মধ্যাহ্নে অন্তঃপুরে গমন করে। এখানে স্ত্রীলোকেরা আবার তৈলহরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেয়। তৎপরে কতকগুলি অবিবাহিত বালকের সহিত একত্র বসিয়া শেষ (আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যন্ন) আইবড়ভাত খায়। তৎপরে যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে পোষাকাদি পরিয়া বর আসিয়া মাতৃক্রোড়ে উপবেশন করিয়া একপাত্র জলপান করে। পরে বরের মাতা পুত্রের পানাবশিষ্ট জলটুকু পান করেন। তৎপরে বরকে লইয়া বরযাত্রীগণ কন্যার বাটীতে উপস্থিত হয়।

বর উপস্থিত হইলে কন্যাকর্ত্তা বরকে দ্বারের নিকট কতকগুলি মুদ্রা নজর দিয়া অভ্যর্থনা করেন। নজরের নাম দ্বার-পূজা। তৎপরে বর ও বরযাত্রীরা সভায় আনীত হন। এই সভাকে জনবাস বলে। বর ও বরযাত্রীরা জনবাসে উপস্থিত হইলে অন্তঃপুরে কন্যার নখাদি কর্ত্তন করিয়া তাহাকে আল্তা পরাইয়া দেয় এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি হইতে নরুণ দিয়া একবিন্দু রক্তপাত করাইয়া আল্তায় শুষিয়া রাখিয়া দেয়, ইহার নাম অশৌচ-পরিচালন।

তৎপরে বর-নিমন্ত্রণ বা ধূর্চ্ছক।—কন্যাপক্ষীয়ের কয়েকজন লোক ও কয়েকটী ব্রাহ্মণ, সরবৎ জল, পানীয় দ্রব্য ও তামাকু লইয়া জনবাসে উপস্থিত হইয়া বরযাত্রীদিগকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে এবং বরকে আবার অর্থ উপহার দেওয়া হয়। এই অর্থের পরিমাণ লইয়া অনেক সময়ে মহাবিবাদ ঘটে।

তৎপরে কন্যানির্গমন—বরযাত্রীরা ধূর্চ্ছক গ্রহণ করিলে কন্যাকে বংশমণ্ডপে তীর্থকলসের নিকট বসাইয়া কন্যার পিতা তৎপার্শ্বে উপবেশন করেন। বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা গুরুতর সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় এই সময়ে কন্যাকে দিবার জন্য যে সমস্ত অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি আনা হইয়াছে, তাহা লইয়া সেই স্থানে গিয়া কন্যাকে দিয়া আসেন। কন্যা প্রণাম করিয়া সেগুলি গ্রহণ করে। তৎপরে কন্যাকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া সেই সকল বেশভূষা পরাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে বরকে সেই স্থলে লইয়া আসে।

তৎপরে শাস্ত্রোক্ত বিধান-মতে, পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্ক, পিঁড়া, কুশাসন, পদাঞ্জলি ও হস্তার্ঘ্য দেওয়া হইয়া থাকে। পরে কন্যাকে আনিয়া বরের দক্ষিণে বসাইয়া অগ্নিস্থাপন, গোত্রান্তর,

গ্রন্থিবন্ধন, সম্প্রদান, বস্ত্রবন্ধন (বর কন্যার পিতৃদত্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া স্ববস্ত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে), হোম, শেষ লাজাহুতি (লাওয়া মেরাবন) করিয়া বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

তৎপরে বাটনা বাটিবার শিলের উপর দাঁড়াইয়া কন্যা সপ্তপদী-গমন করিয়া থাকে। মণ্ডল কয়টী উত্তীর্ণ হইলে বর শিলখানি উঠাইয়া রাখে। তৎপরে সিন্দুর দান (সুমঙ্গলীকরণ) হইয়া থাকে। বর স্বহস্তে কন্যার কপালে সিন্দুর দিয়া থাকে। তৎপরে কন্যার পিতা বরকে কন্যাদানের দক্ষিণা দান করেন ও বর কুদাৎমন্ত্র পাঠ করিয়া শ্বশুরের মঙ্গল প্রার্থনা করে।

তৎপরে অশৌচকরণ। অশৌচ-পরিচালনের সময় কন্যার কনিষ্ঠাঙ্গুলির রক্ত-শোষিত আলতাটুকু লইয়া স্ত্রীলোকেরা বরের গলদেশ স্পর্শ করে ও বরের আনীত আর একখানি শুষ্ক আলতা কন্যার গলদেশে স্পর্শ করাইয়া উভয় খণ্ড লালসূতা দিয়া উভয়ের মণিবন্ধে বাঁধিয়া দেয়। স্ত্রীলোকের বিশ্বাস যে, ইহাতে দাম্পত্য-প্রীতি বর্দ্ধিত হয়।

তৎপরে উভয়ে পীঠপরিবর্ত্তন করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়। তৎপরে পুরোহিত শাস্ত্রানুসারে উভয়কে গৃহস্থ বলিয়া বুঝাইয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শুনাইয়া দেন। তাহার পর ব্রাহ্মণবর্গ ও উপস্থিত সকলেই ধান্যদূর্ব্বা দিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

আশীর্ব্বাদ হইয়া গেলে পুরুষেরা বরকন্যাকে মণ্ডপে রাখিয়া চলিয়া যায় ও স্ত্রীলোকেরা আসিয়া "চুম্বন" করিয়া থাকে। বরকন্যার পদদ্বয়, হাঁটু, স্কন্ধ প্রভৃতি অঙ্গে ধানদূর্ব্বা লইয়া অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করার নাম চুম্বন। বাঙ্গালাদেশে ইহাকে বরণ বলে। তৎপরে বরকন্যা 'খবর'গৃহে (বাসরগৃহে) নীত হয়। এস্থানে স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ স্ত্রী-আচার করিয়া বরের সহিত সারারাত্রি জাগিয়া হাস্য পরিহাসাদি করে। প্রত্যূষে বর জনবাসে ফিরিয়া আসে। তৎপরে বরযাত্রীদিগকে জল খাওয়ান হয়। এই সকল আয়োজনে প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া পড়ে। এই সময় বরকে জাহেজ বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বিবাহরাত্রে বরযাত্রীদিগকে জলপানাদি করান হয়। তৎপরে যাত্রার সময় উভয়পক্ষের আত্মীয়েরা বর ও কন্যাকে অর্থ ও অলঙ্কারাদি যৌতুক দেয়, ইহার নাম মদোয়া ও মুখদেখি। তৎপরে সকলে জনবাসে আসিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে থাকে। পাটনা অঞ্চলে ঐ দিন বরকন্যা বরগৃহে ফিরিয়া আসে, কিন্তু সাহাবাদ অঞ্চলে তাহা হয় না, বর একাকী আসে। বিবাহের চতুর্থ দিনে চৌথারী নামে একটী প্রথা সম্পাদিত হয়। ইহা বাঙ্গালাদেশের "রাঙ্গাসূতা খোলা বা অষ্টমঙ্গলার ন্যায়।" পাটনায় বরের বাটীতে বরকন্যা একত্র চৌথারী করে, আর সাহাবাদে তাহারা স্ব স্ব বাটীতে একা একা করে। পাটনায় চৌথারী হইয়া গেলে কন্যা পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসে। দ্বিরাগমন না হইলে কন্যা স্বামিগৃহে বাস করে না। দ্বিরাগমনে বধূ শ্বশুরবাটী আসিয়া নখচ্ছেদন করিয়া শ্বশুর-পরিবারের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। দ্বিরাগমনের সময় বর শ্বশুরগৃহে গেলে উঠানে তীর্থকলস স্থাপিত হয়, (মণ্ডপ হয় না) গৃহদেবতার পূজা হয়, কন্যার নখচ্ছেদন ও আলতা পরান এবং চুম্বনাদি পূর্ব্ববৎ হয়। তৎপরে কন্যার পিতা কন্যাকে বস্ত্রাদি, অলঙ্কার, বিছানা, খাট ও বরকে যৌতুকাদি দান করেন। বর বিবাহের

পর বাড়ী আসিয়া গৃহদেবতা, গ্রাম্যদেবতা ও সমস্ত হিন্দুদেবালয়ে প্রণাম করিয়া পূজাদি দিয়া থাকে।

পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের বিবাহের অনুষ্ঠান অনেকটা এই বেহারী কায়স্থের মত, তবে দেশভেদে আচারাদির কিছু প্রভেদ আছে।

বেহারী কায়স্থের মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, কবীরপন্থী, নানকশাহী প্রভৃতি আছে। শাক্তের সংখ্যাই অধিক। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ইহারা চিত্রগুপ্তের পূজা করে। শ্রীপঞ্চমীর দিন দোয়াত কলম পূজা হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ইহাদের অশৌচগ্রহণপ্রথা দ্বিবিধ। কতকগুলি লোকে ১৩ দিন ও কতকগুলি লোকে একমাস অশৌচ গ্রহণ করেন। কেহ কেহ আবার ষোলদিনমাত্র গ্রহণ করেন। যাহারা ১৩ দিন অশৌচ লয়, তাহারা "তেরা" ও যাহারা একমাস লয়, তাহারা "মাসী" নামে প্রসিদ্ধ। মৃতাহের এক বৎসর পরে সপিণ্ডীকরণ বা "বড়্‌কি শ্রাদ্ধ" হয়। পত্নীর মৃত্যু হইলে তিনমাস পরে বড়্‌কি শ্রাদ্ধ হয়।

উৎকল।

উৎকলের করণদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানালোকে নানা কথা বলে। তাহা কিন্তু উৎকলীয় করণদিগের অনুমোদিত নহে। বাস্তবিক 'করণ' নাম শুনিয়াই তাঁহাদিগকে ভিন্ন জাতি ভাবিয়া আমরাও ভ্রমে পতিত হইয়াছি।

এক সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি 'করণ' নামে গণ্য ছিল, তাহা প্রাচীন স্মৃতি-পুরাণাদি হইতে জানিতে পারি।

মনুসংহিতায় 'করণ' নামক একপ্রকার ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের উল্লেখ আছে।[১] অন্যবিধ করণের উল্লেখ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাত্যকরণের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তিনি বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাতে জাত এক 'করণ' জাতির উল্লেখ করিয়াছেন।[২] আশ্বলায়নের মতে, "বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রা-গর্ভে 'সমুদ্র' নামক জাতি এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে 'করণ' জাতি হইয়াছে।[৩] আশ্বলায়ন 'করণ' নামে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়েরও উল্লেখ করিয়াছেন।

মহাভারতেও লিখিত আছে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে ও তাঁহার বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে যুযুৎসু জন্মগ্রহণ করেন, এই 'যুযুৎসু' করণ নামেও আখ্যাত হইয়াছেন।[৪]

---

(১) "ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্‌ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ।" (মনু ১০।২২)

(২) "বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯২)

(৩) "ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যকন্যায়াং করণমিতি। শূদ্রায়াং বিশউৎপন্নঃ সমুদ্রো নাম জায়তে।"
(আশ্বলায়নস্মৃতি ২২ অঃ)

(৪) "ধৃতরাষ্ট্রং মহারাজং বৈশ্যা পর্য্যচরৎ কিল। তস্মিন্ সংবৎসরে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্রান্মহাযশাঃ।
জজ্ঞে ধীমাংস্ততস্তস্যাং যুযুৎসুঃ করণো নৃপ।" (ভারত ১।১১৫।৪২-৪৩)

আবার ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে বৈশ্যের ঔরসে বিবাহিতা শূদ্রার গর্ভে 'সূচক' জাতির উৎপত্তি।[১]

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতে,—ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে বর্ণসঙ্কর 'করণ' জাতি এবং বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে তাম্বূলিক জাতির উৎপত্তি।"[২]

এখন দেখা যাইতেছে, করণ জাতি একপ্রকার নহে, চারিপ্রকার;—১ ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণ, ২ বৈশ্য-শূদ্রাতে জাত করণ, ৩ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাতে জাত করণ এবং ব্রাহ্মণ-শূদ্রাতে জাত করণ। এ ছাড়া কায়স্থ শব্দের পর্য্যায় ও এক শ্রেণীর কায়স্থের নামও 'করণ' দেখা যায়; সুতরাং যাঁহারা 'করণ' নাম শুনিয়াই কায়স্থকে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাগর্ভজাত সন্তান বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তির কোন সার্থকতা নাই।[৩]

করণ-কায়স্থ।

উড়িষ্যার করণেরা আপনাদিগকে বিশুদ্ধ কায়স্থ ও চিত্রগুপ্তবংশীয় বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা কোন্ সময়ে ও কিরূপে এখানে আসিয়া বাস করেন, তাহা জানিবার কোন প্রকৃষ্ট উপায় নাই। পুরীর শ্রীমন্দিরস্থ মাদলাপঞ্জী ও অন্যান্য প্রাচীন বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা মগধ হইতে গঙ্গবংশীয়

---

(১) "শূদ্রায়াং বৈশ্যসংসর্গাদ্বিধিনা সূচকঃ স্মৃতঃ।" (ঔশনস ৪৩)

(২) "শূদ্রায়াং বৈ সুতং জজ্ঞে করণো বর্ণসঙ্করঃ। বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠো গান্ধিকোবণিক্। ৩৪ বৈশ্যাত্তু শূদ্রকন্যায়াং জাতস্তাম্বূলিকস্তথা।" ৩৯ (বৃহদ্ধর্ম্মপু° উত্তরখণ্ড ৯ অঃ)

(৩) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ ব্যতীত এ দেশে অনেকেরই এই বিশ্বাস। মহেশবন্দ্যরচিত 'জ্ঞানাঞ্জন' নামক একখানি পুথি পাইয়াছি, তাহাতে পরশুরামোক্ত জাতিমালার ও তাহার অনুবাদে এইরূপ আছে—

"বৈশ্যাদ্‌বলকন্যায়াং করণস্ত চ সম্ভবঃ।"

'বৈশ্যের পুরুষ আর শূদ্রসীমন্তিনী। উভয়ের সংযোগে কায়স্থ জন্মে জানি॥" (জ্ঞানাঞ্জন ২য় খণ্ড)

আবার অন্যস্থলে পুরাণান্তরের বচন তুলিয়া মহেশবন্দ্য এইরূপ লিখিয়াছেন—

"ক্ষত্রাৎ করণকন্যায়াং রাজপুত্রো বভূব হ।

রাজপুত্রাত্তু করণাদাগুরীতি প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

'ক্ষত্রিয় পুরুষ আর কায়স্থযুবতী। রাজপুত্র নামে সে রজপুত হইল জাতি॥

রাজপুত্রকন্যা আর কায়স্থ-সংযোগে। জন্মিল আগুরি জাতি উভয় সম্ভোগে॥' (জ্ঞানাঞ্জন)

প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, কায়স্থগণ পূর্ব্বে হিন্দু ও বৌদ্ধরাজসভায় 'করণিকের' কার্য্য করিতেন ও পূর্ব্বে অনেক কায়স্থ আপনাকে 'করণিক' বা 'করণ' বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাহা হইতেই সম্ভবতঃ কায়স্থজাতির 'করণ' সংজ্ঞা হইয়াছে। বাস্তবিক বৈশ্য ও শূদ্রাতে জাত 'করণ' ও 'কায়স্থ' যে এক নহে, প্রাচীন অভিধান হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।—

"করণং সাধনে গাত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।

শূদ্রে কায়স্থভেদেঽপি ক্ষেত্রং কল্পসমিরায়াম্॥" (শব্দরত্নাকর)

করণ (ক্লী) অর্থ—১ সাধন। ২ গাত্র। (পুং) ৩ বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র। (পুং স্ত্রী) ৪ শূদ্র। ৫ কায়স্থভেদ।

রাজগণের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন এবং উৎকলের পূর্ব্বতন রাজগণের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন। গঙ্গবংশীয় রাজগণের পূর্ব্ববর্ত্তী কটক, সম্বলপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আবিষ্কৃত সোমবংশীয় রাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গাধিপতি জনমেজয়, যযাতি, মহাভবগুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের অধীনে কায়স্থগণ মহাসান্ধিবিগ্রহিকের কার্য্য করিতেন এবং তাঁহাদের 'ঘোষ' 'দত্ত' ইত্যাদি উপাধি ছিল*। ঐ সকল উপাধি মাগধ বা বেহারী কায়স্থের মধ্যে পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় কায়স্থের মধ্যেই এই সকল উপাধি প্রচলিত। ইহাতে অনুমিত হয়, যে বঙ্গদেশ হইতেই করণিক কায়স্থগণ উড়িষ্যায় আসিয়া বাস করেন। এখন বিশুদ্ধ করণকায়স্থেরা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা বাঙ্গালাদেশেরই কায়স্থ, বল্লালসেনের সময় কৌলীন্যপ্রথা গ্রহণ না করায় দেশ ছাড়িয়া উড়িষ্যায় আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু বল্লালসেনের বহু পূর্ব্বে যে এখানে 'ঘোষ' ও 'দত্ত' উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

করণেরা বলেন, তাঁহাদের সংখ্যা সর্ব্বাদৌ "আড়াইঘর" (সার্দ্ধ দুইঘর) ছিল। বোধ হয় তাঁহাদিগের এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্পমাত্র ছিল। উক্ত আড়াই ঘরের মধ্য হইতে একঘর 'আঠগড়ের' বর্ত্তমান রাজবংশের স্থাপয়িতা, যিনি পূর্ব্বতন উৎকলরাজের "বেবর্ত্তা" (ব্যবহর্ত্তা=মন্ত্রী) ছিলেন, অন্য একঘর পুরীজেলান্তর্গত খুর্দ্দা-রাজার দেওয়ান এবং অন্যান্য করণগণ অবশিষ্ট অর্দ্ধ ঘরের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত। এখন পর্য্যন্ত আঠগড়ের রাজার 'বেবর্ত্তাপট্টনায়ক' উপাধি বিদ্যমান আছে। করণেরা থর, পুর ও ব্যাউ ভেদে আপনাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। উপরোক্ত আঠগড়-রাজবংশীয়েরা 'থর', খুর্দ্দার দেওয়ানবংশীয়েরা 'পুর' ও অন্যান্যেরা 'ব্যাউ' শ্রেণীর বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। প্রথমোক্ত দুই শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণী হইতে আপনাদিগকে বিশেষ কুলীন বলিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহারা উৎকলে প্রচলিত সামাজিক রীত্যনুসারে ব্রাহ্মণদিগের নীচে ও খণ্ডায়তদিগের উপর মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তাঁহাদিগের সন্তান জন্ম হওয়ার পর ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় দশরাত্র পরে মাতা ব্যতীত অন্যান্য কুটুম্বগণ শুচি হইয়া থাকেন। পুত্রসন্তান জন্মিলে বিংশতি দিবস ও কন্যাসন্তান জন্মিলে ত্রিংশ দিবস পরে অশৌচ গিয়া থাকে এবং সেই সেই দিবসে জাতসন্তানের 'নামকরণ' সংস্কার হয়। এতদ্দেশপ্রচলিত বাজপেয়ী স্মৃতি অনুসারে যথাসময়ে তাঁহাদিগের 'কর্ণবেধ' সংস্কার ও বিদ্যারম্ভ হইয়া থাকে। কোন কোন দেশীয়দিগের উক্ত 'কর্ণবেধ' সময়ে 'নাউলী' নামক নবকর্ম্মসমন্বিত এক সংস্কার হয়। তদ্দিনে তাঁহাদিগকে একটী যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হয়।

এতদ্দেশীয় করণদিগের মধ্যে যৌবনবিবাহ প্রচলিত। কন্যা ঋতুমতী হইবার পর তাহার পিতা আপনার অপেক্ষা উচ্চ কুলীনবংশীয় এক্‌টী বরপাত্র নির্ব্বাচন করেন। তাঁহাকে শুভ-

* Journal Asiatic Society of Bengal, Vol. XLVI. pt. I. p. 177.

দিনে স্বীকারপত্রসহিত বরের ব্যবহারার্থ কতকগুলি বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি বরকর্তার বাটীতে পাঠাইতে হয়। বর তৎসমুদায় সাদরে গ্রহণ করেন। তৎপরে অপর একটী শুভদিন স্থির করিয়া বরকর্তা সম্মতিসূচক পত্রসহ কন্যার ব্যবহারার্থ কতকগুলি বস্ত্রালঙ্কার কন্যাকর্তার বাটীতে প্রেরণ করেন এবং তিনিও সে সমস্ত সাদরে গ্রহণ করেন। অতঃপর বিবাহের লগ্নস্থির করা হয় এবং তদনুসারে বর স্বীয় কুটুম্বগণ সহিত রাত্রিযোগে কন্যার বাটীতে আসেন ও যথারীতি বিবাহ সম্পন্ন করেন। তৎপর দিবস বরের বন্ধু ও কুটুম্বগণ কন্যার বাটীতে প্রথমতঃ 'মহাপ্রসাদ-সেবা' নামক জলযোগ করেন এবং তদনন্তর তাঁহারা যথাবিধি সম্মানলাভ করিয়া অন্ন আহার করেন। ইহার পর বর কন্যাসহ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। বাটী পৌছিয়া বিবাহের চতুর্থদিবসে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি করিয়া কন্যাকে স্বগোত্রে আনিতে হয়। বিবাহের সপ্তম দিবসে 'সপ্তমঙ্গলা' ও তৎপরবর্ত্তী শুক্লদ্বিতীয়ার দিন বরকন্যা একত্র চন্দ্রকে অর্ঘ্যদানান্তে বিবাহের সমস্ত কার্য্য শেষ হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত নাই। পূর্ব্বে স্বজাতির মধ্যেই তাঁহাদিগের আদান প্রদান চলিত, কিন্তু এখন অতি নিম্নশ্রেণীর করণগণ খণ্ডায়তদিগের সহিত আদান প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

করণ-জাতীয় কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তদ্বংশীয়গণ শব লইয়া যথারীতি দাহ করেন। তৎপরে মৃতব্যক্তির পুত্র দশম দিবসে প্রেতকৃত্য সমাপন করিয়া একাদশ দিবসে শুদ্ধ হয়। ইহার পর আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে হয়।

সম্প্রতি উৎকলীয় করণগণ কটক, পুরী ও বালেশ্বর এই তিন জেলায়, সমস্ত গড়জাত মহাল এবং গঞ্জাম ও সম্বলপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করায় তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়াছে। পুরী ও কটক অঞ্চলের করণদিগের সহিত ভদ্রখ ও বালেশ্বর অঞ্চলের করণদিগের বিবাহ সম্বন্ধ হয় না। পুরী ও খুর্দ্দা অঞ্চলের করণেরা আপনাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন। উৎকলীয় করণেরা মহান্তি, দাস, নায়ক, মল্ল, পট্টনায়ক, কানুনগো এবং সেনাপতি প্রভৃতি উপাধিভূষিত। ইহাদের মধ্যে কানুনগো ও পট্টনায়ক উপাধিদ্বয় বিশেষ সম্মানসূচক।

উৎকলীয় করণদিগের মধ্যে কেহ কেহ চৈতন্যভক্ত, কেহ বা জগন্নাথ দাসের অতিবড়ী সম্প্রদায়ভুক্ত। চৈতন্যদেবের উড়িষ্যায় আগমন-সময় হইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি বৈষ্ণব কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কবিবর 'বলরাম দাস' দেশবিখ্যাত এবং তিনি উৎকল পদ্য-সমন্বিত অনেকগুলি পৌরাণিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। উড়িষ্যার অনেক স্থানে গৃহী করণ-বৈষ্ণবদিগের একটী সম্প্রদায় আছে। উহাদিগের মধ্যে কেহ গৌড়ীয়, কেহ অতিবড়ী ও কেহ রামানন্দশ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহাদিগের বিবাহ সম্বন্ধ সেই শ্রেণীর সহিত কিংবা কাহারও কাহারও করণদিগের সহিত হইয়া থাকে। তাঁহারা মৎস্য মাংস প্রভৃতি গ্রহণ করেন না।

সম্প্রতি উড়িষ্যায় আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় করণগণ যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন,

উড়িষ্যার অন্য কোন জাতিই ততদূর অগ্রসর হন নাই। এই স্থানের সমস্ত সরকারী কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ইহারা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীর সংখ্যা অন্যান্য জাতির তুলনায় ইহাদিগের মধ্যেই অধিক। এদেশে বর্ত্তমান করণদিগের অনেকগুলি বৃহৎ ক্ষুদ্র জমিদার আছে। ইহারা বিশেষ আড়ম্বরপ্রিয়। বিবাহাদি উৎসবে কেহ কেহ শক্তির অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন।

উপরোক্ত করণ কায়স্থ ভিন্ন বঙ্গদেশ হইতে আরও কতকগুলি কায়স্থ ৮।১০ পুরুষ তথায় বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কটক জেলাতেই অধিকাংশের বাস এবং তাঁহারা 'কটকী কায়স্থ' নামেই খ্যাত। তাঁহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা বঙ্গদেশীয় কায়স্থের ন্যায়।*

উপকায়স্থ।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই কতকগুলি উপকায়স্থ পাওয়া যায়। কায়স্থ হইতে বিজাতীয় বা অবৈধ সংযোগে এই সকল উপকায়স্থের উৎপত্তি। এই সকল উপকায়স্থের সহিত প্রকৃত কায়স্থগণের কোন প্রকার সামাজিক সংস্রব না থাকিলেও ইহাদের অনাচার ও অবস্থা দেখিয়াই এবং তাহার প্রকৃত কারণ অবগত না হইয়া অনেকে কায়স্থের নিন্দাবাদ ও নীচজাতিত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই সকল উপকায়স্থের অবস্থা দেখিয়াই সম্ভবতঃ ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন গঠিত এবং কমলাকরের সঙ্কর-কায়স্থের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।† একটু আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, ভারতবর্ষীয় প্রকৃত কায়স্থ-সমাজের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই।‡ অতি সংক্ষেপে এই সঙ্কর জাতির কথা বলিতেছি।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ। উত্তরপশ্চিমে 'উনাই' নামে এক অর্দ্ধ কায়স্থ আছে। কেহ কেহ 'উনাও' শাখার প্রকৃত কায়স্থের সহিত এক বুঝিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। চিত্রগুপ্তের ঔরসে কোন বৈশ্যাগর্ভে এই জাতির উৎপত্তি এরূপ প্রবাদ আছে। কোন কায়স্থ এই উনাই জাতির হস্তে জলগ্রহণ বা আহার করেন না। উনাইরা বাঙ্গালার গোলাম কায়েতের ন্যায় কায়স্থজাতির দাসত্ব ও সামান্য ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

বোম্বাই প্রদেশ। বোম্বাই প্রদেশে 'উপকায়স্থ' নামে এক জাতি আছে, ইহারা কায়স্থ-প্রভুর ঔরসে ও কায়স্থ-বিধবার গর্ভে উৎপন্ন। ইহারা অতি নীচজাতি বলিয়া গণ্য। তথায় কোন কায়স্থ-প্রভু ইহাদের হস্তে আহারাদি গ্রহণ করেন না অথবা কোন সংস্রব রাখেন না। তথায় 'পরভা' নামে আর এক জাতি আছে। ক্ষত্রিয়-ভ্রাতা ও

---

* কায়স্থকাণ্ড মধ্যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† ২৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ দুই এক স্থানে এই সকল উপকায়স্থ মূল কায়স্থের সহিত মিশিবার চেষ্টায় আছে অথবা কোথাও দুই এক জন গোপনে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা বলিয়া এ কার্য্য কায়স্থসমাজের অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

ক্ষত্রিয়-ভগিনী হইতে এই জাতির উৎপত্তি। ইহারা বঙ্গদেশের গোলাম কায়েতের ন্যায় কায়স্থসমাজের বহির্ভূত ও শূদ্র অপেক্ষা নীচ বলিয়া গণ্য।

মধ্যপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার অঞ্চলে প্রভুর ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন 'পরভা' নামে এক জাতি আছে। ইহারা সমাজে অতি হেয় ও নীচ শূদ্রবৎ নিন্দিত।

উড়িষ্যা। উড়িষ্যায় 'গোলাম' বা 'সাগরপেশা' নামে এক সঙ্কর জাতি বাহির হইয়াছে। কোন কোন করণ-গৃহে স্বজাতীয় বা অন্য কোন জলস্পর্শীয়া রক্ষিতা স্ত্রী থাকিত। ঐ সকল স্ত্রীর গর্ভে যে সকল পুত্রকন্যা জন্মিয়াছে, তাহারাই 'গোলাম' 'সাগরপেশা' বা 'কৃষ্ণপক্ষীয়' বলিয়া গণ্য। ইহারা করণ বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে না। উড়িষ্যায় এই সঙ্করজাতির সংখ্যা অনেক হইয়াছে এবং তাহাদের বিবাহসম্বন্ধ ঐরূপ সমশ্রেণীর মধ্যেই হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর অনেক লোক করণদিগের দাসকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। সমাজে ইহারা নিতান্ত ঘৃণার পাত্র। করণেরা ইহাদের সহিত কখন বিবাহ সম্বন্ধ করেন না।

মেদিনীপুর। মেদিনীপুর ও বালেশ্বর অঞ্চলে 'কাস্থ' নামে একজাতির বাস আছে। এখানকার মধ্যশ্রেণীর কায়স্থের সহিত তাহাদের কোন সংস্রব নাই। মধ্যশ্রেণীর কায়স্থেরা বলেন যে, তাঁহারা বাঙ্গালার আদি কায়স্থের সন্তান, বল্লালসেনের বহু পূর্ব্বে তাঁহারা মেদিনীপুর জেলায় আসিয়া বাস করিতেছেন, সেই জন্য তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার কৌলীন্যপ্রথা প্রবেশ করিতে পারে নাই। পূর্ব্বে এই সকল মধ্যশ্রেণীর সহিত উৎকলের বা বাঙ্গালার কায়স্থের কোনরূপ সম্পর্ক ছিলনা। কাস্থেরা এই সকল মধ্যশ্রেণীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। মধ্যশ্রেণীর কায়স্থ ও নীচজাতীয় রমণীর সংস্রবে এই 'কাস্থ' জাতির উৎপত্তি। আবার অনেকের বিশ্বাস, মেদিনীপুরে যে সকল রাজপুত আসিয়া বাস করে, তাহাদের সংস্রবে নীচ জাতীয়া রমণীর গর্ভে 'কাস্থ' জাতির উৎপত্তি। কমলাকর ভট্ট মাহিষ্যের ঔরসে ও বৈদেহীর গর্ভে যে সঙ্কর-কায়স্থের উৎপত্তি লিখিয়াছেন, তাহারাই সম্ভবতঃ এই 'কাস্থ' জাতি। কাস্থেরা নিজ হস্তে হলচালনা করিয়া থাকে। মধ্য শ্রেণীরা কখন নিজ হস্তে হলচালনা করেন না, উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও ইহাদের পৌরোহিত্য করেন ও জলগ্রহণ করিয়া থাকেন।

উপরে যে সকল উপকায়স্থগণের উল্লেখ করিলাম, বঙ্গদেশে ফরিদপুর ও ঢাকা জেলায়ও ঐরূপ গোলাম বা ভেজয়া কায়েত দৃষ্ট হয়। উড়িষ্যার 'সাগরপেশা' বা 'কৃষ্ণপক্ষীয়'দিগের মত কায়স্থের ঔরসে জলাচরণীয় রক্ষিতা দাসীর গর্ভে এই গোলাম কায়স্থের উৎপত্তি। কায়স্থ-সমাজ অতি ঘৃণার চক্ষে ইহাদিগকে দেখেন। ইহারা কায়স্থসমাজের কণ্টকস্বরূপ; অপর দেশে সমাজের বাঁধাবাঁধির ভিতর ইহারা উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালার যেখানে একটু বাঁধাবাঁধি, সেখানে ইহাদের মাথা উঠাইবার পথ নাই; কায়স্থ-সমাজের দাসত্বই তথায় একমাত্র উপজীবিকা। কিন্তু য়ুরোপীয় শিক্ষাপ্রভাবে যেখানে সমাজবন্ধন একটু শিথিল

হইয়াছে, তথায় এই কায়স্থ-দাসগণ এখন প্রকৃত কায়স্থ বলিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে, কোথায় বা প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া অর্থের মহিয়সী শক্তিপ্রভাবে দূরদেশবাসী কোন কোন উচ্চ কায়স্থেরও জাতিকুল মজাইতেছে। এরূপ লোকের সংখ্যা বঙ্গদেশে বিরল নহে। কিন্তু উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ প্রভৃতি অপর স্থানে এরূপ উপকায়স্থের বাস অতি অল্প। তথায় তাহারা একপ্রকার চিহ্নিত হইয়া আছে, কোন প্রকারে উচ্চ কায়স্থসমাজে মিশিবার তাহাদের সুবিধা নাই।

বিদেশীয় কায়স্থগণের বর্ণ-নির্ণয়।

এখন দেখা যাইতেছে, উত্তরে পঞ্জাব হইতে দক্ষিণে মান্দ্রাজপ্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কায়স্থের বাস। স্থানভেদে, অবস্থাভেদে ও উৎপত্তিভেদে কায়স্থগণ নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশে ও মধ্যভারতে পত্তনপ্রভু, চান্দ্রশ্রেণীয় কায়স্থ-প্রভু ও চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণ বাস করিতেছেন। এই তিন প্রকার কায়স্থের মধ্যে পত্তনপ্রভু হইতে আবার চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীয় পত্তনপ্রভু, ধ্রুবপ্রভু ও দমনপ্রভু এই চারি শ্রেণী ; চান্দ্রসেনীয় প্রভু হইতে চান্দ্রসেনী ও দমনপ্রভু এবং চিত্রগুপ্তজ হইতে বাল্মীক-কায়স্থ ও মালব-কায়স্থ এই কয়টী শ্রেণী হইয়া পড়িয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রদেশে চিত্রগুপ্তজ 'কায়স্থলু' ও চান্দ্রসেনীগণের বাস রহিয়াছে। পঞ্জাব হইতে বেহার পর্য্যন্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রধানতঃ চিত্রগুপ্তজ কায়স্থেরই বাস, তন্মধ্যে আবার শ্রীবাস্তব, সকসেন, ঐঠানা, বাল্মীক, মাথুর, কুলশ্রেষ্ঠ, নিগম, সূর্য্যধ্বজ, ভটনাগর, গৌড়, অম্বষ্ঠ ও করণ এই দ্বাদশ শ্রেণী হইয়াছে। বঙ্গদেশে বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ী প্রভৃতি শ্রেণী বা স্থানীয় বিভাগের ন্যায় উক্ত দ্বাদশ শাখার মধ্যেও কএকটী থাক বাহির হইয়াছে।

যাহা হউক আমরা উত্তর-ভারতে দ্বাদশ প্রকার ও দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্মক্ষত্রিয় লইয়া আট প্রকার কায়স্থের সন্ধান পাইতেছি।

সূর্য্যবংশীয় অশ্বপতির ও চন্দ্রবংশীয় কামপতির বংশধর পত্তনপ্রভুগণ সকলেই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-সন্তান। ভাগ্যক্রমে ইহারা মসিজীবী হইলেও এখনও ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারাদি পালন করিয়া আসিতেছেন। ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণও উক্ত উভয় শ্রেণীর অন্যতম শাখা। পত্তনপ্রভু হইতেই ধ্রুবপ্রভু ও দমনপ্রভুর উৎপত্তি হইলেও পত্তনপ্রভুগণ অপর দুই শ্রেণীকেই সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে করেন, কোন সংস্রবই স্বীকার করেন না। এখন ধ্রুবপ্রভুগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দমনপ্রভুগণ চান্দ্রসেনীয় কায়স্থের দলে মিশিয়াছেন। চান্দ্রসেনীয় কায়স্থগণও ক্ষত্রিয়-বংশধর, কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণ দারুণ অত্যাচার ও মহাশত্রুতা করিয়াও তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ

করিতে পারে নাই। আরও চান্দ্রসেনীয় কায়স্থগণ যজন, অধ্যয়ন ও দান এই ত্রিবিধ কর্ম্মোচিত কর্ম্মে অধিকারী। দমনপ্রভুগণ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রকৃত উৎপত্তির কথা ভুলিয়া গিয়া চান্দ্রসেনীয় কায়স্থের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, চান্দ্রসেনী-প্রভুগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বকালে দমননগরে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পরে দমনপ্রভু নামে খ্যাত হইয়াছেন। আবার কাহারও মতে দমনপ্রভুর বাসহেতুই 'দমন' নগরের নামকরণ হইয়াছে।

পত্তনপ্রভু ও ক্ষত্রিয়গণ চান্দ্রসেনীয় অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, আবার চান্দ্রসেনীয়গণ চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ অপেক্ষা আপনাদিগকে উচ্চ ভাবেন। যখন চান্দ্রসেনীয়গণ সংখ্যায় অতি অল্প ছিলেন, সে সময়ে তাঁহারা চিত্রগুপ্তজ কায়স্থের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন, তাঁহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও ভিন্ন স্থানে বাসনিবন্ধন পরস্পরের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, বিবাহ-সম্বন্ধ এককালে বন্ধ হইয়া গেল। এইরূপ পত্তনপ্রভুগণও প্রথমে যখন সংখ্যায় নিতান্ত অল্প ছিলেন, অথবা যেখানে পত্তনপ্রভুগণ সংখ্যায় অল্প বলিয়া বিবাহে করণীয় ঘর পাইতেন না, তথায় পত্তনপ্রভুদিগের সহিত চান্দ্রসেনীয় কায়স্থগণের বিবাহসম্বন্ধ চলিত, ক্রমে পত্তনপ্রভুগণের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাঁহারা ভিন্ন হইয়া পড়িলেন। যে দুই চারি ঘর চান্দ্রসেনীয় সহিত আদানপ্রদান করিতেন, মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণপ্রভাবকালে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক চান্দ্রসেনীয়দিগের ধর্ম্মের উপর হাত পড়িলে, তাঁহারাও সরিয়া দাঁড়াইলেন। এখন এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর কোন সম্বন্ধই নাই।

পত্তনপ্রভু ও চান্দ্রসেনীয় প্রভুগণের পুরাবৃত্ত আলোচনায় জানা যাইতেছে, পুরাকালে যে সকল ক্ষত্রিয়সন্তান অসি পরিত্যাগ করিয়া মসিজীবী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরাই 'কায়স্থ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ চিত্রগুপ্ত কায়স্থের উৎপত্তিও এইরূপেই হইয়াছে। কিন্তু কোন্ ক্ষত্রিয়শাখা হইতে এই কায়স্থের উৎপত্তি হইল, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। প্রভাসখণ্ড হইতে এইটুকু জানা গিয়াছে যে, চিত্রগুপ্তের পিতা 'মিত্র' একজন কায়স্থ ছিলেন এবং চিত্রগুপ্তের তপস্যায় অধিকার ছিল। কলির পূর্ব্বে শূদ্রের তপস্যায় অধিকার ছিল না, কিন্তু তৎকালেও মিত্রকায়স্থপুত্র চিত্রগুপ্তের তপস্যায় অধিকার থাকায় তিনি দ্বিজাতিমধ্যে গণ্য ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ চিত্রগুপ্তপূজায় যজ্ঞসূত্রদানের ব্যবস্থা থাকায় যম যজ্ঞসূত্রসম্পন্ন ও চিত্রগুপ্ত চতুর্দ্দশ যমের মধ্যে একতম হওয়ায় এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে যম ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকায় চিত্রগুপ্ত ও তদ্বংশধরগণের দ্বিজাতিত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। চিত্রগুপ্তসন্তান কায়স্থগণ পূর্ব্বতন হিন্দুরাজসভায় লেখাপড়ার কার্য্য লইয়াই থাকিতেন, ক্ষত্রিয়রাজের পার্শ্বে বসিতেন ও রাজসম্বন্ধপ্রযুক্ত ক্ষত্রিয়স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই জন্যই বোধ হয়, শুক্রাচার্য্যের নীতিসারে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র ভিন্ন বর্ণ, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়স্থানীয় হইয়াছেন।*

---

* ইহাও দেখা গিয়াছে যে, অনেক রাজপুত বা ক্ষত্রিয় সময়ক্রমে কায়স্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

চিত্রগুপ্ত হইতে দ্বাদশ কায়স্থশাখার, মতান্তরে একবিংশতি শাখার উৎপত্তি। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীবাস্তব, সকসেন, ঐঠানা, বাল্মীক, মাথুর, কুলশ্রেষ্ঠ, নিগম, মাগধ ও ভাটনাগর এই কয় শ্রেণীর কায়স্থগণ বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। সূর্য্যধ্বজ কায়স্থগণও বরাবর সম্মানিত ও বিশেষ শুদ্ধাচারী। মহারাষ্ট্রবখরসমূহ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, মহাবীর রঘুনাথ রাও পঞ্জাব অধিকার করিয়া ঐ বংশীয় লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক কায়স্থকে পঞ্জাবের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। যে সময় দুর্দান্ত আহম্মদ শাহ আবদালীর ন্যায় মহাশত্রু ভারত-প্রান্তে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তৎকালে ব্রাহ্মণবীরকর্তৃক একজন কায়স্থের উপর লাহোরের শাসনভার অর্পণ, ইহা কায়স্থজাতির শক্তি ও উচ্চ মর্য্যাদার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

কোন কোন সূর্য্যধ্বজ কায়স্থের আচার-ব্যবহার ব্রাহ্মণের ন্যায়, এমন কি কেহ কেহ আপনাকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত নহেন। পূর্ব্বে ইঁহাদের মধ্যে অনেকে গণকতাও করিতেন। খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীতে উত্তরভারতে শকদিগের (Scythians) আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তাঁহাদের জন্মভূমিই হিন্দু-পৌরাণিকের নিকট 'শাকদ্বীপ' বলিয়া গণ্য। তাঁহাদের মধ্যেও চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা ছিল, তাহা আমরা পুরাণাদি হইতে জানিতে পারি।[১] উক্ত শকরাজদিগের সহিত যে সকল ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত আসিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামেই পরিচিত হন। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা যাদবকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহাতে 'ভোজ' নামক এক জাতির উৎপত্তি হয়।[২] এইরূপে বোধ হয় সূর্য্যধ্বজদিগের সহিতও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণসংস্রব ঘটিয়াছিল, এবং তাঁহাদেরই সন্তানগণ বোধ হয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকিবেন।

অম্বষ্ঠ শ্রেণীতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিভিন্ন জাতির মিলন হইয়াছে। এক সময়ে এই ভারতবর্ষে অম্বষ্ঠ নামক ক্ষত্রিয়জাতি, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাতে জাত অম্বষ্ঠ নামক চিকিৎসক জাতি ও অম্বষ্ঠ কায়স্থের বাস ছিল, কিন্তু এখন তিন প্রকার অম্বষ্ঠের মধ্যে ভারতের নানাস্থানে অম্বষ্ঠ নামক কায়স্থ ও কেবল বাঙ্গালায় অম্বষ্ঠ নামক বৈদ্যজাতির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিমাঞ্চলের অম্বষ্ঠেরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকেন। তথায় উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে অনেক কায়স্থ বাঙ্গালার অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণের ন্যায় বংশপরম্পরায় চিকিৎসা-ব্যবসায়ও করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক বৈদ্যগ্রন্থকারও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চামুণ্ড বা চণ্ড কায়স্থের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মেবারপতি রাণা রাজমল্লের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত ভাষায় জ্বরতিমিরভাস্কর ও

আবার অনেক কায়স্থ রাজপুত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। যেমন হিমালয়ে সুকেত ও মণ্ডীর রাজবংশ গৌড়কায়স্থ হইলেও এখন সকলেই গৌড়রাজপুত বলিয়া খ্যাত। বঙ্গে আসিয়া এইরূপ অনেক ক্ষত্রিয় বা রাজপুত কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দ্রষ্টব্য।

(২) ভবিষ্যপুরাণ এবং ব্রাহ্মণকাণ্ডের চতুর্থাংশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

রসসঙ্কেতকলিকা নামে দুইখানি কবিরাজী গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।* বলিতে কি, এখন যাঁহারা অম্বষ্ঠ কায়স্থ বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে স্মৃতিবর্ণিত অম্বষ্ঠজাতি, পুরাণ-বর্ণিত অম্বষ্ঠ নামক ক্ষত্রিয় জাতি ও অম্বষ্ঠ কায়স্থ এই তিন জাতিরই জাতীয় ব্যবসা প্রচলিত রহিয়াছে, এই সকল কারণে মনে হয় যে, উক্ত ত্রিবিধ অম্বষ্ঠের সংস্রবে বর্ত্তমান অম্বষ্ঠ সমাজ গঠিত হইয়াছে।

উৎকলীয় করণদিগের প্রসঙ্গে লিখিয়াছি, এক সময়ে ভারতে করণ নামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাতে জাত করণ, বৈশ্য শূদ্রাতে জাত করণ ও করণকায়স্থ এই চতুর্ব্বিধ করণ ছিল, কিন্তু এখন কেবল করণ-কায়স্থ ভিন্ন অপর কোন করণ জাতির সন্ধান পাওয়া যায় না। অপর করণ-জাতিগুলি কি এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে? কখনই না। ইহাদের মধ্যে কেবল দ্বিজাতি সংস্রবে যে করণজাতির উৎপত্তি, তাহারাই এখন "করণ" বা "শ্রীকরণ" কায়স্থ বলিয়া খ্যাত। শূদ্রাসংস্রবে যে সকল করণের উৎপত্তি, তাহারাই এক্ষণে 'করণী' নামে পরিচিত হইতেছে এবং ব্রাত্যসংস্রবে 'করেণ' নামক হীনজাতি হইয়াছে।

এখন দেখিতেছি, পত্তনপ্রভু, চান্দ্রসেনীয় প্রভু এবং চিত্রগুপ্তের বংশধরদিগের মধ্যে শ্রীবাস্তব, সক্সেন, ঐঠানা, বাল্মীক, মাথুর, কুলশ্রেষ্ঠ, নিগম, মালব ও রাজধানা এই কয়শ্রেণী ক্ষত্রবর্ণের অন্তর্গত। গৌড়, ভটনাগর, সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ ও করণ বা শ্রীকরণ কায়স্থেরা যুগপরম্পরায় জাত্যুৎকর্ষহেতু ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত হইয়াছেন এবং বর্ত্তমানকালেও তাঁহারা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষত্রিয়োচিত আচার-ব্যবহার পালন করিয়া থাকেন।

রঙ্গপুর অঞ্চলে 'করণী' এবং চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে 'করেণ' নামে যে জাতির অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহারাই সম্ভবতঃ যাজ্ঞবল্ক্য ও বৃহদ্ধর্মপুরাণবর্ণিত করণজাতি, কায়স্থজাতি হইতে তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন, কায়স্থজাতির সহিত তাহাদের কোন সংস্রব নাই, কায়স্থেতর শূদ্র বলিয়াই তাহারা পরিচিত। সুতরাং 'করণ' দেখিয়াই কেহ যেন কায়স্থজাতিকে শূদ্র বলিয়া মনে না করেন।

শ্রীকরণ কায়স্থের সম্মান হিন্দুরাজসভায় চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। তন্মধ্যে শার্ঙ্গধরপদ্ধতি-কার সঙ্গীতরত্নাকরপ্রণেতা শার্ঙ্গদেবের পিতা শ্রীকরণবংশীয় সোঢ়লের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি দেবগিরির যাদবরাজসভায় মহাসান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারই পদে অদ্বিতীয় শাস্ত্রবিদ্ চতুর্ব্বর্গচিন্তামণিকার হেমাদ্রি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

---

* উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থবংশীয় এইরূপ বহু সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস 'সূক্তিসংগ্রহ' নামে সংস্কৃত কাব্য, কলঞ্জরে গোপালদাস কবিকৌতুক (সংস্কৃত), অণিপাল সূত্রপদ্ধতি, আনন্দদত্ত চান্দ্রব্যাকরণপদ্ধতি, মাথুর কায়স্থ অমরসিংহপুত্র লক্ষ্মণ লক্ষ্মণোৎসব (বৈদ্যক) ও বৈদ্যসর্ব্বস্ব নামে সংস্কৃত কবিরাজী গ্রন্থ, কলাকায়স্থ পুরুষোত্তমসুত হরিহর ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রবোধরত্নাকর নামে নীতি, অলঙ্কার ও জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক এক বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া মধুরকবি, ভক্ত উর্ব্বশী-রচয়িতা নাগরী, ভিখারীদাস, দ্বিতীয় আনন্দঘনকবি, বীরবল, পান্নার রাজকবি রূপসাহি, রামরামায়ণ-রচয়িতা লক্ষ্মণসিংহ, বান্দার রাজকবি ভাষাভূষণরচয়িতা সদানন্দ, মেওয়াজবাসী গোপালকবি, পান্নার কবি হরিদাস, রাজপুতের কবি রামলাল, অলিগড় রামসহায় প্রভৃতি হিন্দী কবির নাম উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গদেশ।

বঙ্গদেশে প্রধানতঃ চারিশ্রেণীর কায়স্থের বাস। তাঁহারা স্থানভেদে উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণ-রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র নামে খ্যাত। এই শ্রেণীচতুষ্টয় আপনাদিগকে চিত্রগুপ্ত-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ।

উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে লিখিত আছে,—

"চিত্রগুপ্তঃ ক্রিয়োপেতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পূজ্যতে। সেনীপুত্রা অষ্টকাঃ পৃথ্ব্যাং সর্ব্বসম্পত্তিসংযুতাঃ ॥১৫
গৌড়াখ্যো মাথুরশ্চৈব সকসেনো ভট্টনাগরঃ। অম্বষ্ঠশ্চ শ্রীবাস্তব্যঃ কর্ণোপকর্ণ উচ্যতে ॥ ১৬
পুত্রাণামষ্টকানাঞ্চ শ্রেষ্ঠঃ কর্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। শ্রীকর্ণ ইতি সংজ্ঞঃ স বিখ্যাতো ভুবি সর্ব্বতঃ ॥১৭
তস্য বংশে সমুদ্ভূতাঃ পঞ্চ বিজ্ঞা মহাজনাঃ। বাৎস্যগোত্রেঽনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালিনেন চ ॥ ১৮
পুরুষোত্তমো মৌদ্গল্যো বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শনঃ। কাশ্যপেন দেবনামা ইতি তে কথিতং ময়া ॥১৯
(ঘটককেশরীর উত্তররাঢ়ীয় কুলদীপিকা।)

অর্থাৎ ক্রিয়াবান্ চিত্রগুপ্ত সর্ব্বশাস্ত্রেই পূজিত হইয়াছেন। তাঁহার বংশধর সেনী ৮ এই পৃথিবীতে সেনীর সর্ব্বসম্পত্তিশালী ৮টী পুত্র জন্মে, তাঁহারা গৌড়, মাথুর, সকসেন, ভট্টনাগর, অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব্য, কর্ণ ও উপকর্ণ নামে খ্যাত। এই ৮জনের মধ্যে কর্ণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই জন্য তিনি এই পৃথিবীতে শ্রীকর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার বংশে ৫ জন বিজ্ঞ মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। এই পাঁচ জনের নাম বাৎস্যগোত্র অনাদিবর, সৌকালিন সোম, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম, বিশ্বামিত্র সুদর্শন, ও কাশ্যপ দেব।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকায় ইহাদের গৌড়াগমন সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চ তায়। ত্রিপঞ্চকে উপনীত রাজার সভায় ॥
রাজা জিজ্ঞাসিল গোঁসাই সঙ্গে কোন্ জন। মুনি বলে শুন রাজা কহি বিবরণ ॥
শ্রীকরণ করণখ্যাতি কেবল মসিজীবী। পূর্ব্বের নীত স্বধর্ম্মিত কেবল বিপ্রসেবী ॥
অনাদিবর সিংহ সোমঘোষের পদ্ধতি। পুরুষোত্তম দাস সুদর্শন মিত্র খ্যাতি ॥
দেবদত্ত মহাতপা ইতি পঞ্চ নাম। কান্যকুব্জে সমুপস্থিত ভিন্ন ভিন্ন ধাম ॥"

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ।

দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকায় আছে—

"পুরন্দর করিল যজ্ঞ শুন বিবরণ। তিন কন্যা উৎপত্তি হইল সুলক্ষণ ॥
চিত্রা বিশাখা পতাকা নাম হইল। তিন ভাই তিন কন্যা বিবাহ করিল ॥
সেনীপত্নী পতাকা শুন সর্ব্বজন। সেনীর হইল বংশে যাদব নন্দন ॥
রূপে গুণে অলিখিত আছিল যাদব। সর্ব্বাকুলে যার গুণে বক্তে হইল বশ ॥

বিশ্ব অরবিন্দ শ্রীবাস্তব শ্রীকরণ। মাধব অনঙ্গ ভৈরব সুলোচন॥
বয়ভু সুনীতি দর্পণে সানন্দ। বিচিত্র দ্বাদশ পুত্র গণনে নির্ব্বন্ধ॥
কাকুকুব্জে করণাবাস কোলাকনগরে। পূর্ব্বোক্ত আছিল যত কায়স্থ সভারে॥
যার যেই শিষ্য তার সেই গোত্র। নাম প্রবর পাইল সকল কায়স্থ॥
বিশ্বের সন্তান ঘোষ বলি যারে কহ। অরবিন্দ কুলে বসু শ্রীবাস্তব জানিহ॥
শ্রীকরণ করণক মিত্র যারে কহ। এই তিনজনে ভাই কুলীন জানিহ।
দে মাধব, দত্ত অনঙ্গ, ভৈরব-বংশে কয়। সুলোচন সন্তান পালিত শম্ভু সিংহবর॥
সুনীতি সেনেতে স্থিতি দর্পণেতে দাস। সানন্দ সন্তান গুহ রাঢ়ীয় প্রকাশ॥
ঘোষ সিংহ মিত্র দাস বিবাদ করিয়া। উত্তররাঢ়েতে আইল পৃথক্ হইয়া॥
ঘোষ মিত্র সিংহ দাস দত্ত। শ্রীকরণ কয় বড় হইল সক্ত॥
করণ কারণে খাট দেএর নন্দন। উত্তরাঢ়ীয় কার্য্য ভাই পঞ্চম করণ॥
উত্তরে করিয়া বাস তাহারা সকলে। দাসত্ব স্বীকার আগে কভু নাহি কৈলে॥
দক্ষিণে আসিল পরে ভাই একাদশ। ধনে লক্ষপতি খ্যাতি অতিপূণ্য যশ॥
দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থেরা গুণেতে অতুল। দাসত্ব স্বীকার কৈল জানি শুদ্ধমূল॥
দয়া চ সর্ব্বভূতেষু দৃঢ়ভক্তিশ্চ কেশবে। দ্বিজসেবা ক্রতুপূর্ব্বং এতদ্দাসস্য লক্ষণম্॥
ধনধান্যং সদাব্রতং শীলবান্ বিনতিস্তথা। শান্ত-দান্তং সর্ব্বকার্য্যে এতদ্দাসস্য লক্ষণম্॥"

(দ্বিজঘটক-চূড়ামণি)

(দাসত্ব-স্বীকারের কারণ)

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থেরা কি কারণে এদেশে আসিয়া দাসত্বস্বীকার করেন, এ সম্বন্ধে দ্বিজ-ঘটক চূড়ামণির ১০০৮ সনে রচিত কারিকায় এইরূপ বর্ণিত আছে—

"আদিশূর করিলেন কামেষ্টি আরম্ভণ। নিমন্ত্রিয়া আনিলেন ঋষি পঞ্চজন॥...
সভাতে বসিল সবে মুনি পঞ্চজন। পাত্রমিত্র সভাসদ্ সহিত রাজন্॥...
পঞ্চজন কায়স্থ আছে নৃপতি সদন। সসম্ভ্রমে নরপতি দিলা আলিঙ্গন॥
জিজ্ঞাসিল নরপতি মুনিদের স্থানে। এত শুনি কহে তবে পঞ্চ তপোধনে॥
এই পঞ্চজন হয় কায়স্থ-কুমার। জিজ্ঞাসহ ইহাদিগে কি কহে উত্তর॥
দশরথ মকরন্দ কালিদাস কয়। শিষ্য অনুগত মোরা শুন মহাশয়॥
দক্ষিণবংশ কহি মুনি পঞ্চজন। ইহাদের শিষ্য দাস শুন সর্ব্বজন॥
পুরুষোত্তম দত্ত কহে করপুটে। তোমা দরশনে আইলাম মুনিসঙ্গে বটে॥
দত্ত কহে ভৃত্য নহি শুন মহীপাল। একগ্রামে বসতি আছয়ে বহুকাল॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম শুন নরপতি। রাঢ়দেশ দেখিবারে আইলাম সংহতি॥

এত শুনি কহে মুনি হয়ে অস্থির। আমাদের সঙ্গে আসি অহঙ্কার এত ॥
দাস বলি পরিচয় কেন নাহি দিলে। এখনি তাহার ফল পাইবে অচিরে ॥
গুহকে জিজ্ঞাসিলে কহে হর্ষ শিষ্য আমি। তায় তুষ্ট নৃপ কহে ভাল বট তুমি ॥
ঘোষ বসু মিত্র রাঢ়ে বঙ্গে কুলীন গুহ। এই তিন কুলীন হইল নিশ্চয় জানিহ ॥
ঘোষ বসু মিত্র গুহ কুলের অধিকারী। অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি ॥
কাতর দেখিয়া দত্তে কহেন রাজন্। সৎমৌলিক হইলে তুমি শুন পুরুষোত্তম ॥
এত বলি আশীর্ব্বাদ দিল পঞ্চজনে। মুনি সঙ্গে রহিলেন ধর্ম্মের রক্ষণে ॥
* * * * আর যত কায়স্থ আইলেন পরে ॥
পত্র দিয়া মুনিগণ আনিল সভারে। পশ্চিম হইতে আইলা গৌড়দেশ পরে ॥
সপ্তগ্রামে মিলিল মৌলিক আসি যত। আর যত কায়স্থ আইল তবে তত ॥"

(দ্বিজঘটক-চূড়ামণির কারিকা)

এ সম্বন্ধে ১০০৯ সনে রচিত অভিরামের দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কারিকাতেও এইরূপ আছে—

"শুনি আপনার পরিচয় দেন তাঁরে। কালিদাস মকরন্দ দশরথ পরে ॥
জাতিতে কায়স্থ হই ব্রাহ্মণের ভক্ত। দ্বিজসঙ্গে আসিয়াছি তীর্থ অনুরক্ত ॥
দশরথ গুহ আর পুরুষোত্তম দত্ত। কহিতে লাগিল দোঁহে আপনার তত্ত্ব ॥
প্রতিবাসী দুই দ্বিজ সঙ্গে আগমন। মনের মানস যাই তীর্থ দরশন ॥
এ দোঁহার বাক্যে রাজা চিত্তে অসন্তোষ। আমার রাজ্যেতে পূজ্য বসু মিত্র ঘোষ ॥
রাজা বলে বুঝিলাম তোমাদের মতি। পুনর্ব্বার বল দেখি আপন পদ্ধতি ॥
দর্প করি দশরথ কহে পুনর্ব্বার। আমার পদ্ধতি গুহ রাজার কুমার ॥
শুনিয়া হাসিল রাজা গর্ব্বিত বচন। লজ্জা পেয়ে গুহ কৈল বঙ্গেতে গমন ॥
দত্তসুত তত্ত্ব বুঝি সুমতি হইল। বিনতি প্রণতি করি দ্বিজে না ছাড়িল ॥
ঘোষ বসু মিত্র দত্ত এই চারিজন। দ্বিজাজ্ঞায় সপ্তগ্রামে রহিল তখন ॥
তার পর ছয়জন মৌলিক আনাইল। সম্মান করিয়া স্থান সভাকারে দিল ॥
ইহাদের পরিজন পরে আনাইল। বৃত্তি দিয়া নিজ দেশে সভারে থুইল ॥"

২৫০ বর্ষের হস্তলিখিত মালাধর ঘটকের কারিকা হইতে স্পষ্ট জানা যায়, এদেশে ব্রাহ্মণের পরই কায়স্থের সম্মান; অসিজীবি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণই বঙ্গীয় কায়স্থের সম্মান করিতেন, এ সম্বন্ধে মালাধর ঘটক* এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

(অসিজীবি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের নিকট কায়স্থের সম্মান)

"৮৯২ সনে মুলুক দেখিতে। বাঙ্গালায় বাদশা আইল দিল্লী হৈতে ॥
নবাব আইল সঙ্গে লয়া সেনাগণ। হস্তী ঘোড়া পদাতিক না যায় গণন ॥

---

* মালাধর ঘটকের কারিকা দ্বিজঘটক চূড়ামণি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

যো যো দামামা বাজে উটের উপর ডঙ্কা। সবদেশে ভ্রমেন নাহি করে শঙ্কা॥
সুরসিংহ রুদ্রসিংহ আইল যেন যমদূত। দলপতি গজপতি ক্ষত্রিয়-রাজপুত॥
সুরসিংহ রুদ্রসিংহ দলের সর্দ্দার। বাদশা খেয়াতি দুই দিলেন দুহার॥
পূর্ব্ব নাম লুপ্ত হইল কার্য্য অনুক্রমে। দলপতি গজপতি সর্ব্বলোকে জানে॥
নানাদেশ ফিরি ঘুরি আইলা রায়নাতে। পুরন্দর খাঁ বসু আইলা বঙ্গদেশ হৈতে॥
মর্য্যাদাসাগরতুল্য সভে সবিনয়। লেখাপড়ায় কর্ত্তা হন উশান-তনয়॥
আর যত কায়স্থ আছএ মুহুরী। লেখাপড়া করে সবে বসু আজ্ঞাকারী॥
রায়নায় আসি সভে হইল উপস্থিত। দিব্যস্থান দেখিয়া তবে মনে পাইলা প্রীত॥
বার দিয়া পুরন্দর বৈঠকে বসিল। দূর্ব্বাফুল দিয়া ব্রাহ্মণে আশীষ কৈল॥
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আসি করে নমস্কার। মর্য্যাদা দেখিয়া ভাবে সুরসিং কোঁয়ার॥
পুরন্দর খাঁ বসু যেন মলয় চন্দন। যাহার পরশ হৈল কায়স্থের শোভন॥
দুই ভাই দেখিলেন তাঁহার সম্মান। দেখিয়া শুনিয়া তাহাদের উল্লাসিত প্রাণ॥
তাহা শুনি দুই ভাই বাঙ্গালা ভিতরে। কায়স্থ হইব বলি কহিলা তাঁহারে॥
যত টাকা লাগে আমি দিব এইখানে। কৃপা করি কায়স্থ করহ সর্ব্বগণে॥
টাকার লোভে কুলীন সায় দিল তারে। মৌলিক দিলেন সায় পুরন্দর অনুসারে॥
ঘোষ বসু মিত্র আর মৌলিক যত। ব্রাহ্মণ দিলেন সায় হয়্যা হরষিত॥
সমাজ ভাবিয়া না পান কোন স্থান। ষোল সমাজ মৌলিকের স্থানেতে প্রধান॥
রায়নার দত্ত হৈলে বলে সর্ব্বজন। আজি হৈতে হৈলেন জাতি শ্রীকরণ॥
এই মতে হইলেন রায়নার দত্ত। ঘটক মালাধর করিল বিরচিত॥*

বঙ্গজ কায়স্থ।

বঙ্গজ-কায়স্থকারিকায় আছে—

"চিত্রদেবসুতাশ্চাষ্টৌ সমাসন্ বৈ মহাশয়াঃ। তেষাঞ্চ কারয়ামাস কশ্যপো জাতকর্ম্ম চ॥
একৈক বহবো জাতি গোত্রিণাং গোত্রদেবতা। তেষাং মধ্যে প্রবরশ্চ একবিংশতমঃ স্মৃতঃ॥
সূর্য্যধ্বজো চন্দ্রহাসশ্চন্দ্রার্দ্ধশ্চন্দ্রদেবকঃ। রবিদাসো রবিরত্নো রবিধীরশ্চ গৌড়কঃ॥
ইতি চাষ্টসুতাঃ খ্যাতাঃ কুলানাং পতয়োঽভবন্। এতেষাঞ্চ সুতাঃ সর্ব্বে দেশাধ্যায়শ্চ সংজ্ঞিতাঃ॥
ঘোষঃ সূর্য্যধ্বজাজ্জাতশ্চন্দ্রহাসাদ্বসুস্তথা। রবিরত্নাৎ গুহশ্চৈব চন্দ্রদেবাত্তু মিত্রকঃ॥
চন্দ্রার্দ্ধাৎ করণো জাতঃ রবিদাসাচ্চ দত্তকঃ। বৃত্যাধ্যয়ো গৌড়াচ্চ কথ্যতে গ্রহপাঠকৈঃ॥
দাসকো নাগনাথৌ চ করণাচ্চ সমুদ্ভবাঃ। বৃত্যাধ্যয়-সুতো জাতঃ দেবসেনশ্চ পালিতঃ॥
সিংহশ্চৈব তথা খ্যাতাঃ এতে পদ্ধতি-কারকাঃ। বৃত্যাধ্যয়-কুলোদ্ভূতো নিত্যানন্দো কুলেশ্বরঃ॥
তত্রাপি বংশাঃ সংজাতাঃ সপ্তাশীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। কুলাচারগণেষেব বিসর্জ্জনাকরন্॥"

চিত্রগুপ্তদেবের আটটি মহাশয় পুত্র হইয়াছিল, কশ্যপ তাঁহাদের জাতকর্ম্ম করেন। সেই এক এক জন হইতে আবার বহুজন (গোত্র) উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে ২১ বংশই

প্রধান বলিয়া গণ্য। সেই একবিংশতি বংশের মধ্যে সূর্য্যধ্বজ, চন্দ্রহাস, চন্দ্রার্দ্ধ, চন্দ্রদেহক, রবিদাস, রবিরত্ন, রবিবীর ও গৌড়ক এই অষ্ট বংশের পুত্রগণ কুলপতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সন্ততিবর্গ দেশনামেও আখ্যাত। সূর্য্যধ্বজ হইতে ঘোষ, চন্দ্রহাস হইতে বসু, রবিরত্ন হইতে গুহ, চন্দ্রদেহ হইতে মিত্র, চন্দ্রার্দ্ধ হইতে করণ, রবিদাস হইতে দত্তবংশ ও গৌড় হইতে মৃত্যুঞ্জয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার করণ হইতে নাগ, নাথ ও দাস এবং মৃত্যুঞ্জয় হইতে দেব, সেন, পালিত ও সিংহ নামে প্রসিদ্ধ পদ্ধতিকারকগণ জন্ম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের বংশে নিত্যানন্দ নামে এক নৃপেশ্বর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারই বংশে ৮৭ ঘর কায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছে; তন্মধ্যে ১২ ঘর কুলাচার-প্রভেদহেতু 'অচলা' বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কায়স্থকারিকায় কান্যকুব্জ হইতে কে কে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"মকরন্দো মহাকৃতী ঘোষবংশ-শিরোমণিঃ। দশরথো মহাশূরো বসুকুলস্য দীপকঃ ॥
গুহস্য ভূষণো বীরঃ বিরাটশ্চ মহাবলী। তথা মিত্রকুলাম্বুজঃ কালিদাসো মহাভুজঃ ॥
পুরুষোত্তমো বীর্য্যবান্ দত্তকুলস্য ভাস্করঃ। নাগস্য দীপকঃ সুধীর্দেবদত্তো মহাযশাঃ ॥
চন্দ্রভানুর্মহাজ্ঞানী নাথস্য বংশশেখরঃ। তথা গুণশ্চন্দ্রচূড়ো দাসস্য কুলভূষণঃ ॥
এতেষাঞ্চ পূর্ব্বগণাঃ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ। অম্বষ্ঠস্য কুলমেকং সেনবংশপ্রসিদ্ধকং ॥
অম্বষ্ঠাদ্ গৌড়বাসাচ্চ ততো গৌড়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তৎকুলেষু সমুদ্ভূতো জয়ধরো মহাকৃতিঃ ॥
করস্য বংশসম্ভূতো ভূমিঞ্জয়ো মহাযশাঃ। ভূধরো ভূধরসমঃ দামস্য কুলভূষণঃ ॥
জয়পালো মহাবাহুঃ পালস্য বংশচন্দ্রকঃ। পালিতবংশসম্ভূতশ্চক্রী চক্রধরস্তথা ॥
চন্দ্রধ্বজো মহামানী চন্দ্রবংশস্য দীপকঃ। রিপুঞ্জয়ো মহাপ্রাজ্ঞো রাহাবংশসমুদ্ভবঃ ॥
বীরভদ্রঃ সুশীলশ্চ ভদ্রকুলাম্বুজস্তথা। দণ্ডধরো মহাবলী ধরস্য ভূষণঃ স্মৃতঃ ॥
তেজোধরঃ সুধীরশ্চ নন্দীবংশশিরোমণিঃ। শিখিধ্বজো মহাবাহুর্দেববংশাম্বুজস্তথা ॥
বশিষ্ঠশ্চ কুণ্ডপতিঃ কুণ্ডবংশস্য চন্দ্রকঃ। তথা ধীরো ভদ্রবাহুঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ ॥
সিংহকুলাম্বুজো বলী বীরবাহুর্মহাকৃতিঃ। ইন্দুধরো মহাশূরো রক্ষিতকুল-ভূষণঃ ॥
অঙ্কুরবংশদীপশ্চ হরিবাহুঃ সুধীস্তথা। বিষ্ণুবংশোদ্দীপকশ্চ সোমপালো মহাযশাঃ ॥
বিশ্বচেতাঃ মহাজ্ঞানী আঢ্যস্য কুলসম্ভবঃ। তথা মহীধরঃ প্রাজ্ঞো নন্দনকুলভূষণঃ ॥
একোনবিংশতিশ্চৈতে কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ। স্থাপয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ শূরবংশনৃপেশ্বরঃ ॥
রাজরাট্ সপ্তপুরশ্চ রাজপুরস্তথৈব চ। বটগ্রামো মল্লপুরঃ পল্লবীপশ্চ লোহিতঃ ॥
মুক্তাকোটির্ম্মহীপুরঃ কেশিনী চ কুমারকঃ। কীর্ত্তিবতী নন্দীগ্রামো দেবগ্রামস্তথা স্মৃতঃ ॥
বাটাকোঙ্কুঃ স্বর্ণগ্রামো নন্দপুরশ্চ মাণ্ডবঃ। মণিকোটির্ব্রহ্মকোটিঃ শম্ভুকোটিস্তথৈব চ ॥
সিংহপুরো বৎসপুরো দেবদারুস্তথাপি চ। ভদ্রকুলীসিন্ধুবাঢ়ঃ হরপুরী তথা স্মৃতঃ ॥
সপ্তবিংশতি নামানি গ্রামাণি সমৃদ্ধানি চ। বাসার্থং প্রদত্তেভ্যঃ শূরবংশ্যাঃ নৃপোত্তমাঃ ॥

এতেষাঞ্চ সুতাঃ সর্ব্বে দেশান্তরগতাঃ ক্রমাৎ। কুলং চতুর্ব্বিধং তেষাং বিভক্তং শ্রেণীভেদতঃ॥
উদগ্ দক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা। ইতি চতুষ্ক্রঃ সংজ্ঞাঃ স্থানভেদনিবাসিনাম্॥
স্থানভেদাচ্চ তে সর্ব্বে আচারান্তরতাং গতাঃ। যেষু স্থানেষু যদ্বর্ণাঃ কুলাচারশ্চ যাদৃশঃ॥
তত্র তন্নাবমন্তেত ধর্ম্মতত্ত্বৈব তাদৃশঃ। কুলধর্ম্মস্তুতস্তেষাং ভিন্নো ভিন্নো ব্যবস্থিতঃ॥"*

ঘোষ বংশের শিরোমণি মহাকৃতী মকরন্দ, বসুকুলের দীপক মহাশূর দশরথ, গুহবংশের ভূষণ মহাবলী বিরাট, মিত্রকুলপঙ্কজ মহাবাহু কালিদাস, দত্তকুলহর্ত্তা মহাবীর পুরুষোত্তম, নাগবংশদীপক মহৌজাঃ দেবদত্ত, নাথবংশশেখর মহাজ্ঞানী চন্দ্রভানু, দাসকুলের ভূষণ শুদ্ধাচারী চন্দ্রচূড়,—এই আটজনের পূর্ব্বপুরুষ কনৌজ হইতে প্রথমে আসিয়াছিলেন। অম্বষ্ঠকুলের প্রসিদ্ধ সেনবংশ অম্বষ্ঠ হইতে গৌড়ে আসিয়া গৌড় বলিয়া খ্যাত হন, এই বংশসম্ভূত মহাকৃতি জয়ধর, করবংশজ মহাযশস্বী ভূমিঞ্জয়, ভূধরতুল্য অটল দামকুলভূষণ ভূধর, পালবংশচন্দ্র মহাবাহু জয়পাল, পালিত বংশধর সুকৌশলী চক্রধর, চন্দ্রবংশদীপক মহামানী চন্দ্রধ্বজ, রাহাবংশজাত মহাপ্রাজ্ঞ রিপুঞ্জয়, ভদ্রকুলসম্ভূত সুশীল বীরভদ্র, ধরবংশাম্বুজ মহাবলী দণ্ডধর, নন্দীবংশের শিরোমণি তেজোধর, দেববংশাম্বুজ মহাবাহু শিখিধ্বজ, কুণ্ডবংশের চন্দ্র কুণ্ডপলি বশিষ্ঠ, সোমবংশধর বীর ভদ্রবাহু, সিংহকুলোদ্ভব মহাকৃতী বীরবাহু, রক্ষিত-কুলভূষণ মহাশূর ইন্দুধর, অঙ্কুরবংশের দীপক সুধী হরিবাহু, বিষ্ণুবংশের দীপক যশস্বী লোমপাদ, আঢ্যকুলজাত মহাজ্ঞানী বিশ্বচেতাঃ ও নন্দনকুলভূষণ প্রাজ্ঞ মহীধর,—এই উনবিংশতি কায়স্থ পরে কনৌজদেশ হইতে আইসেন। আদিশূর তাঁহাদিগকে রাজরাট, সপ্তপুর, রাজাপুর, বটগ্রাম, মল্লপুর, পদ্মদীপ, লোহিত, মল্লকোটি, লক্ষ্মীপুর, কেশিনী, কুমার, কীর্ত্তিমতী, নন্দীগ্রাম, বাটাঘোর, স্বর্ণগ্রাম, দক্ষপুর, মাণ্ডব, মণিকোটী, শম্ভুকোটী, সিংহপুর, মৎস্যপুর, মেঘনাদ, ভদ্রকুলী, সিন্ধুবাড় ও শূরপুরী এই সপ্তবিংশতি গ্রাম বাসার্থ প্রদান করিয়া তথায় স্থাপন করেন। ইঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ আবার দেশান্তরে গমন করিয়া বাসস্থানভেদে উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হন এবং তদনুসারে তাঁহাদের কুলও চারি প্রকার হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসবাস হেতু তাঁহাদের মধ্যে কৌলিক ধর্ম্ম এবং আচার-ব্যবহারেরও অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

দ্বিজ বাচস্পতি পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থের বঙ্গাগমনের এইরূপ কালনির্ণয় করিয়াছেন—

"নবশত চৌরানই শক পরিমাণে। আইলেন দ্বিজগণ রাজসন্নিধানে॥
পঞ্চকায়স্থ সঙ্গে আরোহণ গোযানে। সম্মানপূর্ব্বকে ভূপ রাখিলা সর্ব্বজনে॥"

বারেন্দ্র কায়স্থ।

বারেন্দ্রকুলগ্রন্থ ঢাকুরে লিখিত আছে,—

"যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা। পঞ্চব্রাহ্মণ সনে পঞ্চকায়স্থ আইলা॥
তাহাতে কুলজী পদ্ধতি কৈলা বাদবর। বল্লালমর্য্যাদা পরে হইল বহুতর॥"

---

* ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কায়স্থকারিকাতেও উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, অতি সাবধানে পাঠান্তর রক্ষিত হয়।

"দাস নন্দী চাকী নাগ সিংহ দেব হয়। দত্তই দেবের তুল্য জানিবা নিশ্চয়।"
"যাহার বংশের লোক বল্লালমর্য্যাদা। নবম চুরানই শকে ছিল না একদা॥"
"দাস নন্দী চাকী তিন পঠিবদ্ধ কৈল। সাধ্য ঘরে মর্য্যাদাতে সিদ্ধভাব হৈল॥
নাগ সিংহ দেব দত্ত সাধ্য চারি ঘর। ইহার মধ্যে নাগ ঘরের মর্য্যাদা বিস্তর॥"

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকায় যেরূপ চিত্রগুপ্ত হইতে বিভিন্ন শাখায় কায়স্থোৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, চিত্রগুপ্তপূজা ও ব্রতকথার মধ্যেও আমরা ঐরূপ শ্লোকসমূহ দেখিতে পাই—

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি বৈ। গৌড়াখ্যা মাথুরাশ্চৈব ভট্টকরণসেনকাঃ॥
অহিষ্ঠানাঃ শ্রীবাস্তব্যাঃ শৈকসেনাস্তথৈব চ। কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অম্বষ্ঠাস্তু নরাধিপ॥"

উক্ত শ্লোক কুলগ্রন্থের অনুরূপ হইলেও, এ বিষয়ে একটী ঘোরতর মতভেদ আছে। এ দেশীয় কোন কোন কুলগ্রন্থে সেনক বা সেনী চিত্রগুপ্তের ভ্রাতৃরূপে এবং চিত্রগুপ্তব্রতকথা ও পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থকুল-পরিচয় গ্রন্থসমূহে সেনী বা সেনক চিত্রগুপ্তের পুত্ররূপেই বর্ণিত আছে। প্রাচীনপুরাণে চিত্রগুপ্তের ভ্রাতৃপরিচয় না থাকায় এবং অহল্যাকামধেনুধৃত যমসংহিতা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় কায়স্থগণের কুলগ্রন্থসমূহে চিত্রগুপ্ত হইতেই বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থোৎপত্তি বিবৃত হওয়ায়, আমরা প্রাচীন মতানুসারে সেনী বা সেনককে চিত্রগুপ্তের পুত্ররূপেই গ্রহণ করিলাম।

উদ্ধৃত চারিশ্রেণির কুলগ্রন্থ হইতেই দেখা যাইতেছে যে, আদিত্যশূরের সময় সমাগত উত্তররাঢ়ীয় পঞ্চকায়স্থ কি তৎপরে ৯৯৪ শকে আগত সিদ্ধ সাধ্য মৌলিক প্রভৃতি কায়স্থবংশধরগণ, ইঁহারা সকলেই বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমাঞ্চল হইতে এ দেশে আসিয়াছিলেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যে সকল বিভিন্ন শ্রেণির কায়স্থ আছেন, তন্মধ্যে শ্রীবাস্তব, সকসেন, করণ, সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ, রাজধানা ও গৌড় এই কয় শ্রেণির কায়স্থই বঙ্গে আসিয়া বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু তাঁহাদের বংশধরগণ এখন বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং কুলগ্রন্থ অনুসারে বসু, ঘোষ, মিত্র, দত্ত, সিংহ প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণও উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় শ্রীবাস্তব প্রভৃতি বিভিন্ন শাখার জ্ঞাতি হইতেছেন এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় কায়স্থবর্গের ন্যায় এখানকার ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতি বিশুদ্ধ কায়স্থবংশধরগণ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত হইতেছেন।*

বঙ্গে কায়স্থ-কবি।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্রই কায়স্থজাতির মধ্যে বহু শাস্ত্রজ্ঞ ও গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পূর্ব্ব বিবরণসমূহ পাঠ করিলেই সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তি হইবে। বঙ্গদেশে আসিয়াও কায়স্থগণ সেই পূর্ব্বস্মৃতি বিসর্জ্জন দেন নাই, রাজনৈতিক ব্যাপারে নিতান্ত জড়ীভূত হইয়া পড়িলেও তাঁহারা সংস্কৃত-চর্চ্চা এককালে ছাড়িতে পারেন নাই। সেনরাজগণের সময়ে ও তৎপূর্ব্বে বঙ্গদেশে কায়স্থের মধ্যে সংস্কৃত-চর্চ্চা বিরল ছিল না; লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসের "সদুক্তিকর্ণামৃত" নামক সংগ্রহ-গ্রন্থ আলোচনা করিলে ঐরূপ

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস "কায়স্থকাণ্ড" বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের সবিস্তার ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

বহু কায়স্থ গ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজাধিকারের প্রথমাবস্থায় যখন কায়স্থেরা এককালে নিতান্ত বৈষয়িক হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনও আমরা দুই একজন কায়স্থপণ্ডিতের উল্লেখ পাই, তন্মধ্যে সুগন্ধার মণিবসুর বংশে সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যতিলক রায় জন্মগ্রহণ করেন, আয়ুর্ব্বেদে তাঁহার মত অদ্বিতীয় পণ্ডিত সে সময় হুগলী জেলার মধ্যে কেহ ছিলেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাঁহার রচিত বহু কবিরাজী গ্রন্থ এখনও অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়। রামচন্দ্রপুরনিবাসী ৺জগমোহন দত্তও একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদবিদ্ ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'রসবিজ্ঞান' নামে একখানি বিস্তৃত বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করেন।

বঙ্গে যেরূপ ব্রাহ্মণ-কায়স্থের পূর্ব্বাপর প্রভাব, বঙ্গসাহিত্যেও কায়স্থের সেইরূপ উচ্চাসন দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণকবি কৃত্তিবাস যখন রামায়ণ রচনা করিয়া বাঙ্গালায় আদিকবির আসন-গ্রহণে উদ্যত, সেই সময়ে গুণরাজখান শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও পুরন্দরখান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল লিখিয়া স্বজাতির গৌরব বর্দ্ধন করিতেছিলেন। তৎপরে সংস্র সহস্র কায়স্থকবি বঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচয়দান এ পুস্তকে অনাবশ্যক। তবে ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে যে কয়জন কায়স্থকোবিদ গ্রন্থরচনা দ্বারা প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের কএক জনের নাম উদ্ধৃত হইল—

১ বঙ্গজকায়স্থ কবিদুর্লভ-পৌত্র সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ ক্রিয়াযোগসারপ্রণেতা অনন্তরাম দত্ত, ২ বিদ্যাসুন্দর ও রায়মঙ্গলকার কবি কৃষ্ণরাম, ৩ মনসামঙ্গলকার (বঙ্গজ) কাণা হরি দত্ত, ৪ মহাভারতকার (দক্ষিণরাঢ়ীয়) কৃষ্ণানন্দ বসু, ৫ মহাভারতকার কাশীরাম দাস, ৬ কাশীখণ্ড-রচয়িতা (বঙ্গজ) কেবলকৃষ্ণ বসু, ৭ মনসামঙ্গল ও কপিলামঙ্গলকার সুপ্রসিদ্ধ (দক্ষিণরাঢ়ীয়) ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস, ৮ ধর্ম্মমঙ্গলকার খেলারাম; ৯ প্রেমভক্তিসারপ্রণেতা গুরুদাস বসু, ১০ দণ্ডীপর্ব্বকার গোপীনাথ দত্ত, ১১ সপ্তকাণ্ডরামায়ণ-রচয়িতা (বারেন্দ্র) গোবিন্দ দাস, ১২ বাণযুদ্ধকার গৌরীচরণ গুহ, ১৩ অশ্বমেধপর্ব্ব রচয়িতা চন্দনদত্ত, ১৪ রসোজ্জ্বলকার জগন্নাথ দাস, ১৫ মনসামঙ্গল-রচয়িতা সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ জগমোহন মিত্র, ১৬ গঙ্গামঙ্গল-রচয়িতা জয়রাম বসু, ১৭ মহাভারত-পাঁচালিকার দ্বৈপায়ন দাস, ১৮ কাশীরামপুত্র মহাভারতকার নন্দরাম দাস, ১৯ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ-রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ (উত্তররাঢ়ীয়) নরোত্তম ঠাকুর, ২০ মুক্তাচরিত্রকার নারায়ণ দাস, ২১ অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতকার (দক্ষিণরাঢ়ীয়) নিত্যানন্দ ঘোষ, ২২ গজেন্দ্রমোক্ষণকার কবি ভবানী দাস, ২৩ মঙ্গলচণ্ডীকার মদন দত্ত, ২৪ দণ্ডীপর্ব্বকার কবি মহীন্দ্র, ২৫ অমৃতরসাবলিকার (নিত্যানন্দশিষ্য) মুকুন্দদেব, ২৬ ঢাকুর-(বারেন্দ্রকুল গ্রন্থ)-কার যদুনন্দন, ২৭ শীতলামঙ্গলকার রঘুনাথ দত্ত, ২৮ মঙ্গলচণ্ডীকার রঘুনাথ দাস, ২৯ দণ্ডীপর্ব্বরচয়িতা রাজারাম দত্ত, ৩০ ক্রিয়াযোগসারপ্রণেতা রামেশ্বর নন্দী, ৩১ শিবায়ন-রচয়িতা রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্দ্র, ৩২ সপ্তশতী চণ্ডীরচয়িতা সংস্কৃতজ্ঞ কবি রূপনারায়ণ ঘোষ, ৩৩ পদাবলিকার যশোরেসমাজপতি রাজা বসন্তরায়, ৩৪ গৌরাঙ্গপদাবলিকার প্রসিদ্ধ ভক্ত বাসুদেব ঘোষ (উত্তররাঢ়ীয়), ও ৩৫ তাঁহার ভ্রাতা মাধব ঘোষ, ৩৬ দণ্ডীপর্ব্বকার লোকনাথ দত্ত, ৩৭

কৃষ্ণবিলাসরচয়িতা কাশীরাম ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ দাস ও ৩৮ তাঁহার কনিষ্ঠ জগৎমঙ্গলরচয়িতা গদাধর-দাস, ৩৯ গুরুদক্ষিণাকার শ্যামাদাস দত্ত, ৪০ অনাদিমঙ্গলরচয়িতা সুকবি সীতারাম দাস।

কায়স্থগুরু।

মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ে তাঁহার পার্ষদ ও অনুরক্ত অনেক কায়স্থসাধু স্ব স্ব চরিত্রগুণে ও ঐশীশক্তিপ্রভাবে বহু ব্রাহ্মণকায়স্থাদি উচ্চ বর্ণের মন্ত্রগুরু হইতে পারিয়াছিলেন, বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁহাদের কাহিনী অল্পবিস্তর বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের প্রধান শাখা বহুকাল গুরুব্যবসা পরিত্যাগ করিলেও অদ্যাপি অনেক কায়স্থ-গুরুবংশ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে হলদা-মহেশপুরে কায়স্থ সুন্দরানন্দঠাকুরের বংশীয়গণ, শক্তিপুরে কালিয়া গোপালের বংশধরগণ, বড় কাঁদড়ায় জয়গোপালের বংশীয়গণ, ভাণ্ডীরবনের নৃত্যগোপালের বংশ, ডামরায় ব্যাঘ্রগোপালবংশ, বন্দেশে পূর্ণানন্দ গোপালবংশ, সোণোরায় বিষ্ণুদাসঠাকুরের বংশ, বেড়াবোচনায় বাসুদেব বংশ, [illegible], কাওয়ালীপাড়ায় ও হাপনিয়ায় বসু রামানন্দের বংশ, নয়নাডাঙ্গের মিত্রঠাকুরগণ ও খেদরায় কালীবক্সী আজও শত শত শিষ্যকে মন্ত্রদান করিতেছেন।

ভ্রান্ত মত-সমালোচনা

পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হইল "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" লিখিত হয়, তৎপরে কায়স্থ-সমাজে যথেষ্ট আন্দোলন এবং কায়স্থের প্রকৃত জাতিনির্ণয় সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কোন সমাজে কোন জাতি সম্বন্ধে এরূপ বিপুল আলোচনা হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই সুদীর্ঘ আন্দোলন ও জাতিতত্ত্বালোচনার ফলে আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারিয়াছি যে, সামাজিক কায়স্থগণ নিঃসন্দেহে ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত ও ক্ষত্রোচিত যজ্ঞসূত্রধারণে অধিকারী। এই গ্রন্থের ১ম সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয়, তৎকালে কায়স্থসমাজে তাদৃশ জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নাই, সেই সময়ে সমাজের অবস্থাসম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন না করিয়াই আমি লিখিয়াছিলাম যে, 'কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত হইলেও যজ্ঞসূত্রধারণের প্রয়োজন নাই।' আমার এই উক্তি দেখিয়া অনেকেই এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি কায়স্থসমাজে যজ্ঞসূত্র-প্রচলনের বিরোধী। বাস্তবিক আমি কখনই যজ্ঞসূত্রের বিরোধী নহি। পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে যৎকালে আমার প্রথম মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তৎকালে আমি যজ্ঞসূত্রের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অবসর পাই নাই। তৎপরে কএক বর্ষমধ্যে কার্য্যগতিকে যখন বিশেষভাবে কায়স্থের বর্ণধর্ম্মনির্ণয়ে অগ্রসর হই এবং শত শত ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের সহিত যখন এসম্বন্ধে প্রভূত বাদবিতণ্ডা হইতে থাকে, তখন শাস্ত্রালোচনার ফলে বুঝিতে পারি যে, প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞসূত্র গ্রহণ না করিলে কায়স্থের কায়স্থত্বই থাকে না—সেই জন্যই আমি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন-সংস্কারে দীক্ষিত হইয়াছি।

এক্ষণে প্রথম সংস্করণে যে কএকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, সে সম্বন্ধে সমালোচনা আবশ্যক হইয়াছে।

২৯ পৃষ্ঠায়—পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড ও উত্তরখণ্ডের বিবরণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনার ফলে বুঝিয়াছি, যে সকল শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, এখন তাহা বাস্তবিকই উৎক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হইতেছে। এখন অনুসন্ধানে জানিতেছি যে, মুদ্রিত পদ্মপুরাণের উত্তরকাণ্ডে ১ম অধ্যায়ে অনুক্রমণিকার মধ্যে ব্যাসদেব প্রতিজ্ঞা করিতেছেন,—"কায়স্থানাং সমুৎপত্তিং গয়াব্যাখ্যানমেব চ" অর্থাৎ (এই খণ্ডে অপরাপর বিষয়ের সহিত) কায়স্থদিগের সম্বন্ধ উৎপত্তি-বিবরণ ও গয়ার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উপক্রমে এইরূপে প্রতিজ্ঞা থাকিলেও মুদ্রিত পদ্মপুরাণসমূহে যথাস্থানে ঐ বিবরণ আদৌ মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু দিল্লীর দরবারে জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময় সঙ্কলিত "কায়স্থ-ব্যাপ্" গ্রন্থে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থদিগের কুলগ্রন্থে এবং কোন কোন প্রাচীন পুঁথিতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পদ্মপুরাণীয় উত্তরখণ্ডের বচন বলিয়া গৃহীত হওয়ায় উহা এখন আর প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে

হইতেছে না। উদ্ধৃত শ্লোকগুলি মূল পদ্মপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকিতেছে না। কোন বিশেষ কারণে মূলগ্রন্থ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

এইরূপে উক্ত কায়স্থবয়ানগ্রন্থে পাতালখণ্ডীয় বচনের অনুবাদ এবং পশ্চিম প্রদেশীয় কায়স্থগণের প্রাচীন কুলপরিচয়ের মধ্যে যখন 'পাতালখণ্ডের' বচন পাইতেছি, তখন একবারে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

৩০ পৃষ্ঠায়—যে রেণুকামাহাত্ম্য উদ্ধৃত হইয়াছে, মুদ্রিত রেণুকামাহাত্ম্যে ঐ সকল বচন না থাকায়, রেণুকামাহাত্ম্যের কায়স্থোৎপত্তিপ্রসঙ্গও কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, কিন্তু যখন কমলাকর, গাগাভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন নিবন্ধকারগণ রেণুকামাহাত্ম্যের কায়স্থোৎপত্তিপ্রসঙ্গ উদ্ধৃত করিয়াছেন, বিশেষতঃ ষারকামঠে ও মধ্যপ্রদেশে কোন কোন প্রাচীন ঘরে এখনও সম্পূর্ণ সহ্যাদ্রিখণ্ডে এবং তন্মধ্যে অমলকীগ্রামমাহাত্ম্যে সহস্রার্জ্জুনবধ-প্রসঙ্গে ৬৬ অধ্যায়ে উক্ত রেণুকামাহাত্ম্যের বিবরণ সম্পূর্ণ রহিয়াছে,* তখন রেণুকা-মাহাত্ম্যের কায়স্থোৎপত্তি প্রসঙ্গ কখনই প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না। গাগাভট্ট ও কমলাকরভট্ট সমস্ত অধ্যায়টি উদ্ধৃত করেন নাই, এই কারণে কএকটি অতি প্রয়োজনী শ্লোক তাঁহাদের গ্রন্থে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রতিপাদক সেই অতিপ্রয়োজনীয় শ্লোক কয়টি এই—

"ক্ষত্রিয়াণাং হি সংস্কারোঽধ্যয়নং যজ্ঞকর্ম্ম যৎ।
তৎ করিষ্যতি পুত্রস্তে প্রজাপালনকর্ম্মণি ॥৬৭
নিরতশ্চিত্রগুপ্তস্য সধর্ম্মোঽস্য ভবিষ্যতি।
উপজীব্যং ভবেদ্‌ভদ্রে লেখ্যে রাজসু সত্তমে ॥"৬৮

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগের যে সকল সংস্কার, অধ্যয়ন ও যজ্ঞকর্ম্ম আছে, তোমার পুত্র (চন্দ্রসেন-রাজপুত্র) তাহাই করিবে, প্রজাপালন বিষয়ে নিরত থাকিবে, নিরত চিত্রগুপ্তের তুল্যধর্ম্মা হইবে। হে ভদ্রে! রাজাদিগের নিকট লিখনকর্ম্মই ইহার উপজীবিকা হইবে।

৮৮ পৃষ্ঠায়—কাশ্মীরের কায়স্থরাজবংশপ্রসঙ্গে যে রাজত্বকাল ধরা হইয়াছে, এখন পূর্ব্বাপর ঐতিহাসিক আলোচনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রত্যেকের রাজত্ব-শক ১৬ বর্ষ হইতে ২০ বর্ষ পরবর্ত্তী ধরিয়া লইতে হইবে।

১২২ পৃষ্ঠায়—ধর্ম্মশর্ম্মাঋষির কন্যার সহিত চিত্রগুপ্তের বিবাহপ্রসঙ্গ আছে। ধর্ম্মশর্ম্মার 'শর্ম্মা' উপাধি দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে চান যে, ব্রাহ্মণকন্যার সহিত চিত্রগুপ্তের বিবাহ হওয়ায় তৎগর্ভজাত সন্তানকে প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হই[illegible] তৎকালে 'শর্ম্মা' 'বর্ম্মা' ইত্যাদি উপাধিরই সৃষ্টি হয় নাই। তৎকালে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ ঋষিকন্যার মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। যেমন শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানির সহিত যযাতির বিবাহ। সুতরাং চিত্রগুপ্ত যে ধর্ম্মশর্ম্মার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা বৈধবিবাহ ও তাঁহার গর্ভজাত সন্তান যে চিত্রগুপ্তের সাক্ষাৎ্জাত বলিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

* ঐ [illegible] ৪র্থ বর্ষ (১৩১২) ২৩১ হইতে ২৭০ পৃষ্ঠায় অধ্যায়টি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩১ পৃষ্ঠায়—বিহারের সূর্য্যধ্বজ কায়স্থের যেরূপ উৎপত্তিকথা লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত নহে। এখন আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারিতেছি, উহা বিদ্বেষীর মিথ্যা রটনা। সূর্য্য-ঘোষ নামক এক পরাক্রান্ত কায়স্থরাজ হইতেই সূর্য্যধ্বজ নামক কায়স্থের উৎপত্তি।†

১৩২ পৃষ্ঠায়—বিহারে শ্রীবাস্তব কায়স্থের মধ্যে 'পাঁড়ে' ও 'তেওয়ারী' উপাধি এখনও প্রচলিত আছে. এই দুই উপাধি কখনই শূদ্রের হইতে পারে না। বিশেষতঃ 'তেওয়ারী' বা 'ত্রিবেদী' উপাধি থাকায় বেদাধিকারের সঙ্গে নিঃসন্দেহে কায়স্থের দ্বিজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৪৫-১৪৭ পৃষ্ঠায়—গৌড়, ভটনাগর, সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ ও করণ কায়স্থ সম্বন্ধে যে মন্তব্য মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। সূর্য্যধ্বজ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তাঁহারা সূর্য্যঘোষ নামক এক বিশুদ্ধ কায়স্থ-রাজবংশধর। গৌড়ে যাঁহাদের বাস ঘটিয়াছিল, অথবা যে সকল কায়স্থ গৌড় হইতে পূর্ব্বকালে অন্যত্র গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে গৌড়-কায়স্থ। ভটনাগর ও অম্বষ্ঠ কায়স্থেরও স্থান-নাম হইতেই তৎতৎ নামকরণ হইয়াছে। এখন নানাস্থান হইতে অনুসন্ধানে জানিতেছি যে, তাঁহাদের মধ্যে অপর জাতীয় রক্ত সংক্রামিত হয় নাই। ঐরূপ বিশুদ্ধ করণ কায়স্থের সহিত শূদ্রাগর্ভজ করণ বা অপর কোন জাতির মিশ্রণ ঘটে নাই, ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। এ অবস্থায় গৌড়, ভটনাগর, সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ ও শ্রীকরণকায়স্থগণকেও আমরা বিশুদ্ধ চৈত্রগুপ্ত কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

সম্পূর্ণ।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস কায়স্থকাণ্ড (রাজন্যকাণ্ড) ১মাংশ, ১২০-১২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।